চিরবিশ্বস্ত
চিরনূতন
শ্যাম সুন্দর কোং
জুয়েলার্স
আগরতলা • খোয়াই • উদয়পুর
ধর্মনগর • কলকাতা

ত্রিপুরার প্রথম দৈনিক
জাগরণ
গৌরবের ৬৬ তম বছর
THE FIRST DAILY OF TRIPURA
অনলাইন সংস্করণ ঃ www.jagarandaily.com

সিস্টার মশলা
নিশ্চিন্তের প্রতীক
গুঁড়া মশলা
অল্পতেই যথেষ্ট
সিস্টার
স্বাদ ও গুনমানে প্রতি ঘরে ঘরে

JAGARAN ■ 10 April, 2020 ■ আগরতলা, ১০ এপ্রিল, ২০২০ ইং ■ ২৭ চৈত্র ১৪২৬ বঙ্গাব্দ, শুক্রবার ■ RNI Regn. No. RN 731/57 ■ Founder : J.C.Paul ■ মূল্য ৩.৫০ টাকা ■ আট পাতা

করোনা ঃ রাজ্যে এসমা লাগু

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৮ এপ্রিল।। এসমা (এসেনশিয়াল সার্ভিসেস ম্যানেজমেন্ট এক্ট) আইন চালু করল ত্রিপুরা সরকার। করোনা ভাইরাস মোকাবিলায় ত্রিপুরাবাসীর স্বার্থে আজ থেকেই সরকার এই পদক্ষেপ নিয়েছে বলে ফেইসবুকে পোস্ট করে জানিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব। এদিকে, সরকারি কর্মচারীরা ভুল তথ্য দিয়ে বিভ্রান্তি ছড়াচ্ছেন এবং চাকুরীর নিয়ম ভাঙ্গার কারণে এক নির্দেশিকায় শুধুমাত্র দফতর সচিব, পুলিশের মহানির্দেশক, পিসিসিএফ এবং জেলা শাসকদের করোনা ভাইরাস নিয়ে সংবাদ মাধ্যমের সাথে কথা বলার অধিকার দেওয়া হয়েছে। আজ স্বাস্থ্য সচিব জানিয়েছেন, গতকাল জিবি হাসপাতালে সুরক্ষা সামগ্রী সম্পূর্ণ ভুল বার্তা ছড়িয়েছেন আইনী পদক্ষেপ নিয়েও তা থামানো যাচ্ছে না। গতকাল জি বি হাসপাতালে কয়েকজন স্বাস্থ্য কর্মী সুরক্ষা সামগ্রী নিয়ে বিক্ষোভ খজনক। পর্যাপ্ত সুরক্ষা সামগ্রীর মজুত থাকা সত্ত্বেও একাংশ সরকারি স্বাস্থ্য কর্মী বিক্ষোভ দেখিয়েছেন। তিনি বলেন, গতকাল যারা বিক্ষোভ

> **Biplab Kumar Deb**
> 1 hr ·
> In order to better manage #COVID-19 outbreak in the interest of citizens, from today the Government has implemented the Essential Services Management Act (ESMA) with immediate effect in Tripura.

কয়েকজন কর্মচারী। এমন ১৮ জনকে কারণ দর্শানোর নোটিশ জারি করা হয়েছে।

ত্রিপুরায় করোনা ভাইরাস নিয়ে বিভিন্ন সময়ে গুজব ছড়ানো হচ্ছে। প্রদর্শন করেছিলেন। তাঁরা সংবাদ মাধ্যমের কাছে ক্ষোভ জানিয়েছিলেন। ওই ঘটনায় আজ ত্রিপুরার স্বাস্থ্য সচিব বলেন, গতকালের ঘটনা অত্যন্ত দুঃ দেখিয়েছেন তাদের এন-৯৫ মাস্ক কিংবা পিপিই কীট ব্যবহারের কোন প্রয়োজনীয়তা নেই। কারণ, তাঁরা করোনা ভাইরাসে আক্রান্ত রোগীর পরিষেবায় নিযুক্ত নন। তিনি বলেন, গতকালের ঘটনা অত্যন্ত নিন্দনীয়। স্বাস্থ্য কর্মীদের ১৮ জনের বিরুদ্ধে কারণ দর্শানোর নোটিশ জারি করা হয়েছে।

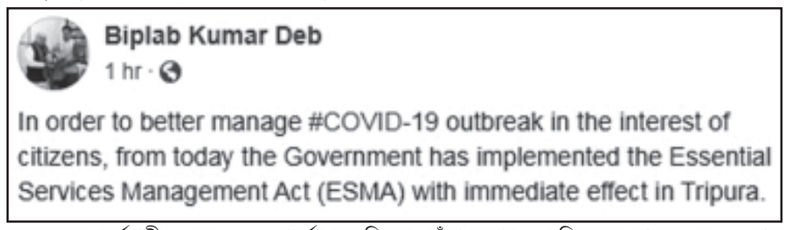

এদিকে, আজ ত্রিপুরা সরকার এক আদেশ জারি করে বলেছে, করোনা ভাইরাস সংক্রান্ত যে কোন বিষয়ে সংবাদ মাধ্যমের সাথে দফতরের সচিব, পুলিশের মহা নির্দেশক, পিসিসিএফ এবং জেলা শাসকরা কথা বলতে পারবেন। এছাড়া, অন্য কেউ কথা বলতে পারবে না। ওই আদেশনামায় বলা হয়েছে, সম্প্রতি দেখা যাচ্ছে কিছু সরকারি কর্মচারী করোনা ভাইরাস নিয়ে প্রকাশ্যে মন্তব্য করছেন। তাতে, ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

করোনা মোকাবিলায় উদয়পুরে ২৪ ঘন্টার কারফিউ জারি

নিজস্ব প্রতিনিধি, উদয়পুর, ৯ এপ্রিল।। রাজ্যের প্রথম করোনা ভাইরাসে আক্রান্ত রোগী উদয়পুরের বাসিন্দা। অথচ, মহাকুমবাসী এমনকি গোমতী জেলার একাংশ মানুষ লকডাউন এবং ১৪৪ ধারা প্রতিনিয়ত ভঙ্গ করছেন। তাতে, ত্রিপুরাবাসীর জীবন সংকটের দিকে ঠেলে দিচ্ছেন আইন অমান্যকারীরা। তাই, উদয়পুর মহকুমায় কারফিউ জারি করা হয়েছে। আজ গোমতী জেলা শাসক এক আদেশ জারি করে ঘোষণা দেন, আজ মধ্যরাত্রি ১২ টা থেকে আগামীকাল মধ্যরাত্রি ১২টা পর্যন্ত উদয়পুর মহকুমায় কারফিউ চলাকালীন কেউ বাড়ি থেকে বের হলে কঠোর পদক্ষেপের সম্মুখীন হবেন।

গোমতী জেলা শাসক টি কে দেবনাথ বলেন, সারা ত্রিপুরায় গত ২৪ মার্চ থেকে লকডাউন এবং ১৪৪ ধারা জারি করা হয়েছে। কিন্তু, গোমতী জেলার বেশ কিছু মানুষ বিশেষকরে উদয়পুর মহকুমায় লকডাউন-র নিয়ম কানুন লঙ্ঘন করে চলেছেন। তিনি উষ্মা প্রকাশ করে বলেন, উদয়পুরে ত্রিপুরার প্রথম করোনা আক্রান্ত রোগী সনাক্ত হওয়ার পরেও অত্যাধিক সংখ্যায় বিনা কারণে বেশ কিছু মানুষ বাড়ি থেকে বেরিয়ে আসছেন। শুধু তাই নয়, দুরুত্ব বজায় না রেখে বাজার, ব্যাঙ্ক, গ্যাস কাউন্টার ওইসব স্থানে ১৪৪ ধারা প্রতিনিয়ত ভঙ্গ করছেন। তাতে, সমগ্র গোমাটিবাসী তথা ত্রিপুরাবাসীকে বিরাট ঝুঁকি এবং জীবন সংকটের মুখে ঠেলে দিচ্ছেন। তাই, উদয়পুর মহকুমায় কারফিউ জারি করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে।

তাঁর কথায়, আজ মধ্যরাত্রি ১২টা ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

গৃহকত্রীর সাথে বিবাদের জেরে আত্মহত্যার চেষ্টা ভাড়াটিয়া যুবকের

নিজস্ব প্রতিনিধি, বিশালগড়, ৯ এপ্রিল ।। বাড়ির মালকিনির সঙ্গে বাকবিতন্ডার জেরে ভাড়াটিয়া যুবক আত্মহত্যার চেষ্টা করে। ঘটনা বিশালগড়ের উত্তম ভক্ত চৌমুহনি সংলগ্ন হাসপাতাল চৌমুহনিতে। ওই যুবকের নাম সুভাষ শীল। পেশায় দিনমজুর। প্রায় আট বছর আগে সে বিয়ে করে। তার পুত্র সন্তানও রয়েছে। বুধবার রাতে লকডাউন চলাকালে হঠাৎ বিশালগড় থানায় ফোন আসে।

ফোন করা হয় ফায়ার সার্ভিসেও খবর দেওয়া হয়। ওই যুবক নাকি ঘরের টিনের চালের ছাউনি থেকে পরে গিয়ে গুরুতর আহত হয়েছে। সেই খবর পেয়ে দমকল বাহিনী ছুটে এসে তাকে উদ্ধার করে হাসপাতালে নিয়ে যায়। হাসপাতালে আনার পর তার হাত দিয়ে রক্ত ঝড়ছে। গামছা দিয়ে হাত ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

কোভিড -১৯ কোয়ারেন্টাইন ও আইসোলেশন কোচ রেলের। বৃহস্পতিবার আগরতলা স্টেশনে তোলা নিজস্ব ছবি।

আড়ালিয়ায় মা ও সন্তানের ঝুলন্ত মৃতদেহ উদ্ধার তেলিয়ামুড়ায় গৃহবধূর

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা/তেলিয়ামুড়া, ৯ এপ্রিল ।। রাজ্যের পৃথক স্থানে শিশু সহ তিনজনের ঝুলন্ত মৃতদেহ উদ্ধার করা হয়েছে। শহর আগরতলার কাছে আড়ালিয়ায় মা ও সন্তানের ঝুলন্ত মৃতদেহ উদ্ধার করা হয়েছে। অন্যদিকে তেলিয়ামুড়াতে উদ্ধার হয়েছে এক গৃহবধূর ঝুলন্ত মৃতদেহ। দুটি ঘটনার পুলিশ অস্বাভাবিক মৃত্যুর মামলা নিয়ে তদন্ত শুরু করেছে।

রাজধানী আগরতলা শহর সংলগ্ন আড়ালিয়া মধ্য পাড়ায় মা ও শিশুর ঝুলন্ত মৃতদেহ উদ্ধারের ঘন্টায় তীব্র চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়েছে। শিশু সন্তানকে হত্যা করে মা আত্মঘাতী হয়েছেন, নাকি মা ও শিশুকে হত্যা করা হয়েছে তা নিয়ে কৌতুহলের সৃষ্টি হয়েছে। লকডাউন চলাকালে বৃহস্পতিবার বিকেলে রাজধানী আগরতলা শহর সংলগ্ন আড়ালিয়ায় মধ্যপাড়ায় তিন বছরের শিশু কন্যা ও মায়ের ঝুলন্ত মৃতদেহ উদ্ধার হয়েছে। মৃত মহিলার নাম জোৎস্না পাল সাহা স্বামীর নাম হরিভক্ত সাহা। বিকেল ৪টা নাগাদ ঝুলন্ত অবস্থায় বসত ঘরেই মা ও শিশুর মৃতদেহ উদ্ধার হয়। ঘটনার খবর ছড়িয়ে পড়তেই এলাকায় তীব্র চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়।

গৃহস্বামী হরিভক্ত সাহার দাবি সন্তানসহ তার স্ত্রী আত্মহত্যা করেছে। স্ত্রীর নাকি মাথা ব্যথা ছিল। ডাক্তারের কাছ থেকে ওষুধ এনে খাইয়েছে। প্রেসার ও মাপানো হয়েছে। বৃহস্পতিবার সন্ধ্যায় আড়ালিয়াতে ডাক্তার দেখানোর কথাও ছিল। এরই মধ্যে গৃহস্বামী হরিভক্ত সাহা বাড়িতে এসে স্ত্রী ও সন্তানের ঝুলন্ত মৃতদেহ দেখতে পেয়েছে। মৃতার বাপের বাড়ি দক্ষিণ আনন্দনগরের মাঙ্গারপাড়া চৌমুহনিতে। ঘটনার খবর পেয়ে বাপের বাড়ির লোকজনরা ছুটে আসেন। মা ও শিশুকে হত্যা করা হয়েছে বলে তারা অভিযোগ করেছেন। ঘটনার খবর পেয়ে পুলিশ ছুটে যায়। সেখান থেকে মৃতদেহ উদ্ধার করে হয়না তদন্তের জন্য হাসপাতাল মর্গে নিয়ে যায় পুলিশ। ঘটনা সম্পর্কে পুলিশ জানায়, তদন্ত সাপেক্ষেই এবিষয়ে নিশ্চিত হওয়া যাবে। তদন্তের প্রয়োজনীয় উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। মৃতার বাপের বাড়ির লোকজনরা জোড়া খুনের অভিযোগ এনে দেন। অভিযুক্ত হরিভক্ত সাহাকে উত্তম মধ্যমও দিয়েছেন তারা। ঘটনাকে কেন্দ্র করে আড়ালিয়া এলাকায় তীব্র ক্ষোভ ও উত্তেজনা বিরাজ করছে।

তেলিয়ামুড়া চাকমাঘাট ভূমিহীন কলোনির এক মহিলার রক্তাক্ত ঝুলন্ত মৃতদেহ উদ্ধারে এলাকায় চাঞ্চল্য ছড়িয়ে পড়েছে। মৃত মহিলার নাম মনি সাঁওতাল (কর্মকার) বয়স ৪৮ বছর। তবে ঘটনাটি আত্মহত্যা না হত্যা, তানিয়ে চলছে পুলিশের তদন্ত। জিজ্ঞাসাবাদের জন্য পুলিশ একজনকে আটক করেছে। বুধবার বিকাল থেকেই নিখোঁজ ছিলেন চাকমাঘাট ভূমিহীন কলোনির বাসিন্দা বিষ্ণু কর্মকারের স্ত্রী মনি সাঁওতাল (কর্মকার)। স্বামী কাজের জন্য ধলাই জেলা মনুতে থাকেন। বুধবার বিকাল ৩টায় বাড়ি থেকে বের হলেও রাত অবধি বাড়ি ফেরেননি মনি সাঁওতাল নামে বছর ৪৮-এর ঐ মহিলা। সকাল থেকে সকলে মিলে খোজাখুঁজি করে বৃহস্পতিবার সকালে বাড়ি থেকে দু'শো মিটার দূরে জঙ্গলে একটি গাছে ঝুলন্ত অবস্থায় দেখতে পায় তার ছেলে।

তবে মহিলার কাপড়ে ও পায়ে রক্তের দাগ দেখে বিষয়টি আত্মহত্যা না হত্যা এনিয়ে সন্দেহের সৃষ্টি হয় পরিবারের লোকদের মধ্যে। খবর দেওয়া হয় তেলিয়ামুড়া থানায়। খবর যায় খোয়াই জেলার এসপি ডঃ কিরণ কুমারের কাছে। খবর পেয়ে এসপি কিরণ কুমার, অ্যাডিশনাল এসপি সঞ্জীব দেবনাথ, খোয়াই এবং তেলিয়ামুড়ার মহকুমার পুলিশ আধিকারিক এবং থানার ওসি সহ পুলিশ বাহিনী ঘটনাস্থলে ছুটে যান। মৃতদেহ প্রত্যক্ষ করে পুলিশ ঘটনাস্থলে ডক স্কোয়াড এবং ফরেনসিক এক্সপার্টদের তলব করে। ডক স্কোয়াড বিভিন্ন জায়গায় ঘোরাঘুরি করে কোন কিনারা করতে পারেনি। তবে পুলিশ সন্দেহজনকভাবে জিজ্ঞাসাবাদের জন্য সুজিত মারাক নামে এক যুবককে আটক করে। ঘটনার বিবরণে খোয়াই জেলার এসপি ডাঃ কিরণ কুমার জানান, ঘটনাটি আত্মহত্যা বলেই মনে করছেন। তারপরও ডগ স্কোয়াড এবং ফরেনসিক এক্সপার্ট আনা হয়েছে। মৃতদেহ ময়না তদন্তের জন্য তেলিয়ামুড়া মর্গে পাঠানো হয়েছে।

ফসল উৎপাদন সঠিক রাখুন, কৃষকদের উদ্দেশ্যে আবেদন মন্ত্রী রতনলালের

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৯ এপ্রিল।। সামাজিক দূরত্ব বজায় রেখে ফসল উৎপাদনের জন্য ত্রিপুরার কৃষকদের কাছে আবেদন জানান মন্ত্রী রতনলাল নাথ। তাঁর মতে, ফসল উৎপাদনে ঘাটতি হলে করোনা ভাইরাস মোকাবিলায় বিপত্তি ঘটবে।

প্রসঙ্গত, করোনা ভাইরাসের আতঙ্কে ফসল উৎপাদনে ব্যাঘাত ঘটেছে। সারা দেশেই এই প্রভাব পড়েছে। কৃষকরা জমিতে যাচ্ছেন না। কোথাও খেতমজুররা কৃষিকাজে যাচ্ছেন না। অনেকে ইচ্ছা থাকলেও লকডাউনের ফলে বাড়ি থেকে বের হচ্ছেন না। ফলে ফসল উৎপাদন এখন চিন্তার বিষয় হয়ে দাঁড়িয়েছে।

ত্রিপুরায়ও এর প্রভাব পড়েছে। বৃহস্পতিবার মন্ত্রী রতনলাল নাথ বলেন, অর্থনৈতিক অবস্থা বিপর্যস্ত হলেও মানবসভ্যতাকে বাঁচিয়ে রাখতে কঠিন সিদ্ধান্ত নিতেই হবে। প্রয়োজনে লকডাউনের সময়সীমা বাড়াতে হবে। তবে, মানবসভ্যতাকে বাঁচাতে ফসল উৎপাদনও খুব জরুরি, তা অস্বীকার করার কোন সুযোগ নেই। ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

করোনা আক্রান্ত মহিলার সংস্পর্শে থাকা আরও সতের জনের নমুনা সংগ্রহ, রিপোর্টের অপেক্ষা

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৯ এপ্রিল।। রাজ্যে করোনা আক্রান্তের সংস্পর্শে এসেছেন এমন আরও ১৭ জনের রিপোর্টের অপেক্ষায় রয়েছে। ইতিমধ্যে তাঁর পরিবার ও আত্মীয় পরিজন সহ ১৭ জনের রিপোর্ট নেগেটিভ এসেছে। বৃহস্পতিবার সন্ধ্যায় সচিবালয়ে সাংবাদিক সম্মেলনে ত্রিপুরার স্বাস্থ্যসচিব ড় দেবাশিস বসু এই খবর জানিয়েছেন। এদিকে, স্টেট সার্ভেইলেন্স অফিসার ডা. দ্বীপকুমার দেববর্মা জানিয়েছেন, এক সপ্তাহে ২ হাজার ভাইরাল টেস্ট যাতে একসঙ্গে করা যায় সেজন্য প্রয়োজনীয় কিটের অর্ডার দেওয়া হয়েছে।

স্বাস্থ্যসচিব ড় দেবাশিস বসু জানান, ত্রিপুরায় বর্তমানে মোট ৯৮৫ জন পর্যবেক্ষণে রয়েছেন। এঁদের মধ্যে ৮২৯ জন হোম কোয়ারেন্টাইনে রয়েছেন এবং ১৫৬ জন রয়েছেন ফেসিলিটি কোয়ারেন্টাইনে। এখন পর্যন্ত ২৭৪ জনের নমুনা সংগ্রহ করে টেস্ট করা হয়েছে। এর মধ্যে ২৭৩ জনের নেগেটিভ রিপোর্ট এসেছে এবং পজিটিভ রিপোর্ট এসেছে ১ জনের।

ডা. দ্বীপকুমার দেববর্মা জানান, রাজ্যে বর্তমানে পর্যাপ্ত পরিমাণে কিট মজুত রয়েছে। এছাড়া আগামীকালের মধ্যে আরও ৫ হাজার কিট রাজ্যে এসেছে পৌঁছবে। এর মধ্যে পিপিই রয়েছে প্রায় সাড়ে তিন হাজার। এছাড়া রয়েছে স্যানিটাইজার, মাস্ক ইত্যাদি। তিনি আরও জানান, রাজ্যে একমাত্র আগরতলা সরকারি মেডিক্যাল কলেজের মাইক্রোবায়োলজি সেন্টারেই কোভিড-১৯ টেস্ট করা যায়। আইজিএম হাসপাতালেও আরেকটি কোভিড-১৯ টেস্টের জন্য মাইক্রোবায়োলজি ল্যাব করা যায় কিনা সে ব্যাপারে স্বাস্থ্য দফতর পরিকল্পনা গ্রহণ করে বিভিন্ন উদ্যোগ নিয়েছে। সাথে তিনি যোগ করেন, রাজ্যে এক সপ্তাহে ২ হাজার ভাইরাল টেস্ট যাতে একসঙ্গে করা যায় সেজন্য প্রয়োজনীয় কিটের অর্ডার দেওয়া হয়েছে। এর জন্য প্রতিটি জেলার মাইক্রোবায়োলজিস্ট এবং ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

জুমিয়াদের আর্থিক সহায়তার দাবিতে মুখ্যমন্ত্রীকে চিঠি এডিসি'র সিইএমের

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৯ এপ্রিল।। করোনা ভাইরাসের কারণে উদ্ভুত পরিস্থিতিতে জুম চাষীদের প্রতিটি পরিবারকে ১০০০ টাকা করে সহায়তা দেওয়ার জন্য মুখ্যমন্ত্রীর কাছে চিঠি দিয়ে আবেদন জানিয়েছেন এডিসির মুখ্য কার্যনির্বাহী সদস্য রাধাচরণ দেববর্মা। শুধু তাই নয় এডিসি এলাকায় বসবাসকারী ৫০-৬০টি পরিবার মূল পরিবার থেকে আলাদা হয়ে যাওয়ায় তাদের রেশন কার্ড ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

করোনা ঠেকাতে রাজ্যে হ্যান্ড স্যানিটাইজার তৈরি করা হচ্ছে

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৯ এপ্রিল।। কোভিড-১৯-এর বিরুদ্ধে লড়াইয়ে প্রথমসারির সৈনিক তথা স্বাস্থ্যকর্মীদের নিরাপত্তার বিষয়টির দিকে লক্ষ্য রেখে ত্রিপুরা সরকারের আবগারি দফতর ডিআইএজিইও গ্রপ (ইউনাইটেড স্পিরিটস লিমিটেড) এবং জেমিনি ডিস্টিলারিস-এর সাথে মিলে হ্যান্ড স্যানিটাইজার তৈরি করতে শুরু করেছে। গত দু-দিনে ৭,৫০০ লিটার স্যানিটাইজার তৈরি করা হয়েছে।

এভাবে তৈরিকৃত মোট ১০,০০০ লিটার স্যানিটাইজার রাজ্যের সরকারি হাসপাতালগুলিতে সরবরাহ করা হবে বিনামূল্যে। রাজ্যের বাইরে থেকে কাঁচামাল সংগ্রহ করে ত্রিপুরাতেই বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার মানদণ্ড বজায় রেখে এই স্যানিটাইজার বানানো হচ্ছে। আগরতলার স্টেট ড্রাগ টেস্টিং ল্যাবরেটরিও সেজন্য অনুমোদন দিয়ে দিয়েছে। গতকাল শ্যামলীবাজারের সেন্ট্রাল মেডিক্যাল স্টোরে ৫,০০০ লিটার স্যানিটাইজার সরবরাহ করা হয়েছে এবং আজও (বৃহস্পতিবার) স্বাস্থ্য দফতরের কাছে ২,৫০০ লিটার স্যানিটাইজার তুলে দেওয়া হয়েছে। চুক্তি অনুযায়ী সংশ্লিষ্ট কোম্পানি ও আবগারি দফতর বাকি স্যানিটাইজার আগামী কয়েক দিনের মধ্যেই সরবরাহ করবে।

উল্লেখ্য, বিশ্ব স্বাস্থ্য ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

করোনাজনিত পরিস্থিতিতে চিকিৎসাকর্মীদের ঐক্যবদ্ধভাবে কাজ করার আহ্বান মুখ্যমন্ত্রীর

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৯ এপ্রিল।। করোনা সংক্রমণজনিত উদ্ভূত পরিস্থিতিতে চিকিৎসক, নার্স এবং অন্যান্য সকল স্তরের চিকিৎসাকর্মীদের ঐক্যবদ্ধভাবে কাজ করার জন্য আহ্বান জানিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব। বৃহস্পতিবার বিকেলে মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব দেব আগরতলা গভর্নমেন্ট মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে চিকিৎসার সাথে জড়িত চিকিৎসক এবং প্রশাসনের শীর্ষ কর্তাদের নিয়ে এক পর্যালোচনা সভায় মিলিত হন।

সভায় করোনা সংক্রমণ প্রতিরোধে এবং চিকিৎসায় কী কী ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে সে সম্পর্কে তিনি অবহিত হন। মুখ্যমন্ত্রী হাসপাতালে যে ব্যবস্থা রয়েছে তা সঠিকভাবে চিকিৎসক, নার্স সহ সংশ্লিষ্ট সকলকে প্রয়োগ করতে পরামর্শ দেন। এছাড়া তিনি চিকিৎসার সাথে জড়িত বিভিন্ন স্তরের কর্মীদের সাথে সমন্বয় রেখে কাজ করার উপর গুরুত্ব আরোপ করেন। উদ্ভূত এই পরিস্থিতিতে সকলের ঐক্যবদ্ধ প্রচেষ্টায় উত্তরণ সম্ভব বলে তিনি আশা প্রকাশ করেন।

এজিএমসি-র কাউন্সিল হল-এ আয়োজিত পর্যালোচনা সভায় মুখ্যসচিব মনোজ কুমার, স্বাস্থ্যসচিব ড় দেবাশিস বসু সহ জিবি হাসপাতালের এমএস এবং অন্যান্য চিকিৎসকগণ উপস্থিত ছিলেন। এদিন মুখ্যমন্ত্রী সভাকক্ষ থেকে ত্রিপুরায় করোনা আক্রান্ত রোগীর সাথে টেলিফোনে কথা বলেন এবং তাঁর শারীরিক অবস্থার খোঁজখবর নেন। মানসিক দৃঢ়তা বজায় রেখে চিকিৎসকদের পরামর্শ অনুযায়ী চলতে তিনি রোগীকে পরামর্শ ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

বৃহস্পতিবার আগরতলা গভর্নমেন্ট মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে চিকিৎসার সাথে জড়িত চিকিৎসক এবং প্রশাসনের শীর্ষ কর্তাদের নিয়ে এক পর্যালোচনা সভায় মিলিত হন মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব। ছবি নিজস্ব।

বীরগঞ্জে ব্রাউন সুগারসহ দুই যুবক আটক

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৯ এপ্রিল ।। লকডাউন চলাকালেও নেশা কারবারীদের দৌরাত্ম্য অব্যাহত রয়েছে। অমরপুরের বীরগঞ্জ থানার পুলিশ সুনির্দিষ্ট খবরের ভিত্তিতে ব্রাউন সুগার সহ দুই যুবককে পাকড়াও করেছে। তারা হল অমর রিয়াম ও বীরেন্দ্র রিয়াম। তাদের বাড়ি অমরপুরের গামাকোবাড়ি এলাকায়।

তাদের কাছ থেকে ২০ কৌটা ব্রাউন সুগার ও তাদের ব্যবহৃত একটি পালসার বাইক উদ্ধার করা হয়েছে। ধৃতদের বিরুদ্ধে নির্দিষ্ট ধারায় মামলা গৃহীত হয়েছে। বর্তমানে তারা বীরগঞ্জ থানার লকআপে রয়েছে। জিজ্ঞাসাবাদে ধৃত দুই যুবক জানায়, অমরপুর মহকুমার পোস্ট অফিস এলাকার সজল নামে এক ব্যক্তি তাদেরকে এইসব সামগ্রী দিয়েছে গামাকোবাড়ি স্থিত অমিত রিয়াংয়ের পৌঁছে দেওয়ার জন্য। পুলিশ ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে। তবে এখনও পর্যন্ত অমিত রিয়াংকে পাকড়াও করতে পারেনি পুলিশ। এই চক্রের হাত বহুদূর পর্যন্ত প্রসারিত মনে করছে পুলিশ।

বেআইনিভাবে সীমান্ত ডিঙিয়ে রাজ্যে প্রবেশ, দুই শিশুসহ আটক চার মহিলা

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৯ এপ্রিল।। বাংলাদেশেও করোনা ভাইরাসের প্রকোপ বাড়ছে। তাই হয়ত সীমান্ত ডিঙিয়ে ত্রিপুরায় প্রবেশের চেষ্টা করে গ্রামবাসীরা হাতেনাতে ধরে ফেলেন। বেআইনিভাবে প্রবেশ করেছিলেন তাঁরা। বিএসএফ তাদের তুলে নিয়ে পুলিশের হাতে সমঝে দিয়েছে। তাদের বিরুদ্ধে আইনি ব্যবস্থা নেওয়া হবে বলে জানিয়েছে পুলিশ।

বৃহস্পতিবার সকালে পশ্চিম ত্রিপুরা জেলার মোহনপুর মহকুমার সিধাই থানাধীন সীমনার ঈশানপুর সীমান্তে দুই শিশু সহ চার মহিলাকে আটক করেন গ্রামবাসী। এ-বিষয়ে জনৈক গ্রামবাসী বলেন, আজ সকালে সবজি নিয়ে বাজারে যাওয়ার পথে সীমান্ত ডিঙিয়ে দুই শিশু এবং চার মহিলাকে আসতে দেখে তাদের আমরা আটক করি। তাদের কাছ থেকে জানতে পেরেছি, তারা বাংলাদেশ থেকে এসেছেন। তিনি বলেন, এখন করোনা ভাইরাসের প্রকোপ সর্বত্র। তাই কোনও ঝুঁকি না নিয়ে পুলিশে খবর দেই আমরা। কিন্তু পুলিশ আসতে দেরি হচ্ছে দেখে বিএসএফ-কে খবর দেই। খবর পেয়ে বিএসএফ এসে তাদের তুলে নিয়ে গেছে।

এ-বিষয়ে সিধাই থানার পুলিশ জানিয়েছে, দুই শিশু সহ চার মহিলাকে আজ বাংলাদেশ সীমান্ত ডিঙিয়ে বেআইনিভাবে ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

জাগরণ আগরতলা ◘ বর্ষ-৬৮ ◘ সংখ্যা ১৮০ ◘ ১০ এপ্রিল ২০২০ ইং ◘ ২৭ চৈত্র ◘ শুক্রবার ◘ ১৪২৬ বঙ্গাব্দ

শক্তিধরের হুমকি

গোটা বিশ্ব ইতিপূর্বে এমন ভয়ংকর বিপদের মুখোমুখি হয় নাই। দুই দুইটি বিশ্বযুদ্ধের ভয়ংকর পরিস্থিতি, মৃত্যুর মিছিলের ইতিহাস তো মুছিয়া যাইবার নহে। আর আজ গোটা বিশ্বই করোনার আক্রমণে ভয়ংকর ভাবে মৃত্যু যাতনা হইতে মুক্তির যুদ্ধ করিতেছে। বিশ্বের উন্নত দেশগুলিই আজ করোনার আক্রমণে সবচাইতে বেশী বিধ্বস্ত। আমেরিকার মতো শক্তিধর দেশ পর্য্যন্ত বিচলিত, দিশেহারা। সেখানে মৃত্যুর মিছিল চলিতেছে। বেসামাল মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প রীতিমতো বোসামাল। বড় বড় উন্নত দেশগুলির তুলনায় উন্নয়নশীল দেশ ভারত করোনার বিরুদ্ধে জরুরী পদক্ষেপ নিয়াছে। যাহার ফলে ভারতে তুলনামূলক আক্রান্ত ও মৃত্যুর হার কম। মার্কিন রাষ্ট্রপ্রধান তো সারা দুনিয়ার উপর ছড়ি ঘুরাইতে সচেষ্ট। কোবিন্দ ১৯ মোকাবেলায় যতক্ষণ পর্য্যন্ত পৃথিবীতে প্রকৃত প্রতিষেধক আবিস্কৃত বা উদ্ভাবিত না হইতেছে ততক্ষন প্রাথমিক অন্যতম ঔষধি দাওয়াই হিসাবে ম্যালেরিয়ার প্রতিষেধক হিসাবে একটি গুরুত্বপূর্ণ ওষুধ ভারত তৈরী ও বিভিন্ন দেশে রপ্তানী করে। আমেরিকায় এই ওষুধটি তাহাদের দেশের স্বার্থে পর্যাপ্ত রপ্তানীতে ভারতের অনীহা দেখানোর পিছনে যথেষ্ট যুক্তি সঙ্গত কারণ ছিল। তখনই মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প বলেন ওই ওষুধ রপ্তানী না করিলে পরিণতি ভয়াবহ হইবে। কেবলমাত্র আমেরিকার স্বার্থে আমেরিকার রাষ্ট্রপ্রধান ট্রাম্পের চোখ রাঙানী ও ধমক হজম করিতে হইয়াছে ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদিকে। অথচ এই কিছু দিন আগেও একজন আরেক জনের প্রশংসায় পঞ্চমুখ ছিলেন। সংগত কারণেই অর্থাৎ নিজেদের দেশের চাহিদাকে ভুলিয়া গিয়া আমেরিকাকে ওষুধ সরবরাহের ঘটনা তো হইত আত্মঘাতি। কোনও রাষ্ট্রপ্রধান এই পথে যাইতে পারেন না। এক্ষেত্রে ভারতকে বা ভারতের প্রধানমন্ত্রীকে ট্রাম্পের ধমক প্রমাণ করিয়া দিয়াছে পৃথিবীর উপর আমেরিকার প্রভূত্ব তো বেশী দিন চলিতে পারে না।

শুধু তাই নহে, গত তিন দিনে তিন রকম রূপ ধারণ করিলেন বিশ্ব সম্রাট ডোনাল্ড ট্রাম্প। হাইড্রোক্সিক্লোরোকুইন এর রূপ্তনী নিয়া তিনি অত্যন্ত অভদ্র ভাবে ভারতকে হুমকি দিয়াছিলেন। ওষুধ সরবরাহ না করিলে পাল্টা প্রতিশোধ ও প্রত্যাঘাতের জন্য তৈরী থাকিতে হইবে। এই ওষুধের রপ্তানীর উপর নিষেধাজ্ঞা তুলিয়া নেওয়ায় সুর নরম হয় ট্রাম্পের। অন্যদিকে ভারতের উপর সুর নরম করিলেও যাবতীয় রাগ উগরাইয়া দেন ডব্লিওএইচও 'হু' বা বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার উপর। চোখ রাঙাইয়া হুমকির সূরে ট্রাম্প হু-কে জানাইয়া দেন বন্ধ করিয়া দেওয়া হইবে যাবতীয় সাহায্য। ট্রাম্প সাহেবের অভিযোগ হু নাকি চীনের প্রতি পক্ষপাতিত্ব করিতেছে। করোনার ভয়াবহা নিয়া বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা যথাসময়ে আমেরিকারকে সতর্ক করে নাই। তাহারা ব্যস্ত ছিল চিনের উহান প্রদেশ নিয়া। সবচাইতে বড় কথা বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা বা হু গত ১১ মার্চ করোনা বিপর্য্যয়কে বিশ্ব মহামারী বা পেনডেমিক হিসাবে ঘোষণা করার পরও হুশ ফিরেনি ট্রাম্প সাহেবের। অর্থ ও মারনাস্ত্র বলে বলিয়ান ট্রাম্প সাহেবের ধারণা ছিল করোনা চিনের রোগ। কোন ভাবেই করোনা আমেরিকায় ঢুকিতে পারিবে না্। আর করোনা আক্রমণের প্রথম ধাপেই আমেরিকাকে বিপর্য্যস্ত করিয়া ফেলিয়া দিয়াছিল। শুরু হইয়া গিয়াছিল মৃত্যুর মিছিল।

বিশ্বা স্বাস্থ্য সংস্থা এগার মার্চ পেনডামিক হিসাবে করোনাকে ঘোষণা দেওয়া মাত্র তৎপরতা শুরু করিয়া দিয়াছিলেন ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। ঘোষণার দশ-বারো দিনের মাথাতেই মোদি ভারতকে লক ডাউনের আওতায় নিয়া আসিয়াছিলেন। কিন্তু, মোদির পথ অনুসরণ করেন নাই ট্রাম্প। এখন পরিস্থিতির ভয়াবহতায় ট্রাম্পকে মেজাজ গরম করিতেই দেখা যাইতেছে। যাহা একজন শক্তিশালী রাষ্ট্রপ্রধানের কাছে আশা করা যায় না।

হাইলাকান্দির করোনা আক্রান্তের স্বাস্থ্যের অবনতি, ভরতি এসএমসিএইচ-এর আইসিইউয়ে, জানান মন্ত্রী হিমন্ত

গুয়াহাটি, ৯ এপ্রিল (হি.স.) : হাইলাকান্দি জেলার আলগপুর বিধানসভা এলাকার বড়জুরাই গ্রামের বাসিন্দা করোনা ভাইরাসে আক্রান্ত ফয়জুল হক বড়ভুইয়াঁ (৬৫)-র স্বাস্থ্যের আরও অবনতি হয়েছে। তাঁকে সংকটজনক বলে শিলচর মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতাল (এসএমসিএইচ)-এ স্থানান্তর করা হয়েছে। তাঁর শ্বাস-প্রশ্বাসে কষ্ট হচ্ছে। টুইটে এই খবর দিয়েছেন স্বাস্থ্যমন্ত্রী হিমন্তবিশ্ব শর্মা।

প্রসঙ্গত সম্প্রতি তিনি সৌদি আরব থেকে উমরাও হজ পালন করে দিল্লির মরকজ নিজামউদ্দিনে তবলিগ-ই জামাতে যোগদান করেছিলেন বলে খবর পাওয়া গেছে। দিল্লি থেকে বাড়ি আসার পর হোম কোয়ারেন্টাইনে ছিলেন ফয়জুল হক বড়ভুইয়াঁ। পরবর্তীতে তাঁকে নিয়ে ভরতি করা হয় হাইলাকান্দির সন্তোষ কুমার রায় সিভিল হাসপাতালের আইসোলেশনে। চিকিৎসা চলে যথারীতি। কিন্তু তাঁর স্বাস্থ্যের অবনতি হলে স্থানান্তর করা হয় শিলচর মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালের আইসিইউতে। নিউমোনিয়ার উপসর্গ ধরা পড়েছে তাঁর শরীরে। তাঁকে অক্সিজেন দেওয়া হচ্ছে বলে সাংবাদিকদের জানিয়েছেন মন্ত্রীজে ড় শর্মা।এদিকে ফয়জুল হক বড়ভুইয়াঁর পাঁচ সদস্যকে হাইলাকান্দির কোয়ারেন্টাইন সেন্টারে রাখা হয়েছে বলে জানা গেছে। তাঁর সংস্পর্শে কমপক্ষে ৯২ জন এসেছিলেন। তাঁদের কয়েকজনকে শনাক্ত করে কোয়ারেন্টাইন করা হয়েছে। বাকিদের খোঁজে তালাশি চলছে। প্রসঙ্গত, সৌদিৰ হজ থেকে দিল্লির মরকজ নিজামউদ্দিনে তবলিগ-ই জামাতে যোগদান করার তথ্য গোপন করেছিলেন তিনি।

অসমে আরও এক করোনা-আক্রান্তের তথ্য, সংখ্যা বেড়ে ২৯, তিনি ধুবড়ির মরকজ ফেরত দ্বিতীয় ব্যক্তি

গুয়াহাটি, ৯ এপ্রিল (হি.স.) : অসমে আরও এক ব্যক্তির শরীরে কোভিড-১৯ নোভেল করোনা ভাইরাসের সংক্রমণ ধরা পড়েছে। তিনি ধুবড়ি জেলার বাসিন্দা দিল্লির মরকজ নিজামউদ্দিনে তবলিগ-ই জামাতে যোগদানকারী ব্যক্তি। বৃহস্পতিবার রাত ৮-টায় তাঁর ট্যুইটার হ্যান্ডলে এই খবর দিয়েছেন স্বাস্থ্যমন্ত্রী ড় হিমন্তবিশ্ব শর্মা। এ নিয়ে অসমে কোভিড ১৯ সংক্রমিত রোগীর সংখ্যা ২৯ জনে বৃদ্ধি পেয়েছে।

প্রসঙ্গত ধুবড়ি জেলার চাপর গ্রামের বাসিন্দা হাজি জামাল উদ্দিন প্রথম কোভিড ১৯ আক্রান্ত ব্যক্তির সংস্পর্শে এসেছিলেন আজকের দ্বিতীয় ব্যক্তি, নাম রহিম উদ্দিন। তাঁর বাড়ি বিলাসীপাড়ার হাকামায়। হাজি জামালের সংস্পর্শে এসেছিলেন এমন মোট ৩৭ জনের নমুনা সংগ্রহ করা হয়েছিল। ওই ৩৭ জনের মধ্যে চিকিৎসক এবং চিকিৎসাকর্মীও রয়েছেন। রহিম উদ্দিনকে বড়কান্দা হাইস্কুলের কোয়ারেন্টাইনে রাখা হয়েছিল। বিলাসীপাড়া জামে মসজিদে জামালউদ্দিনের সঙ্গে ১৪ মার্চে এক সারিতে নামাজ আদায় করেছিলেন রহিম উদ্দিন। ধুবড়ি জেলায় রহিম উদ্দিনকে নিয়ে করোনা আক্রান্তের সংখ্যা দুইয়ে দাঁড়িয়েছে।

উল্লেখ্য, গত ৭ মার্চ মঙ্গলবার হাজি জামাল উদ্দিন (জেলার প্রথম আক্রান্ত)-এর পজিটিভ রেজাল্ট এসেছিল। রাজ্যে ২৯ জন করোনা আক্রান্তের মধ্যে ২৮ জনের দিল্লির মরকজ নিজামউদ্দিনে তবলিগ-ই জামাতে যোগ রয়েছে।

করোনা-পরিস্থিতিতে কোথায় প্রাইভেট প্র্যাকটিস করা চিকিৎসকেরা

আর কে সিনহা

গোটা বিশ্ব জুড়ে যখন চিকিৎসক, বৈজ্ঞানিক, নার্স, স্বাস্থ্যকর্মী করোনার মতো বিপদজনক ভাইরাসের সঙ্গে লড়াই করে চলেছে। পাশাপাশি প্রতিষেধক আবিষ্কারের জন্য দিনরাত এক করে দিচ্ছে। তখন আমাদের প্রাইভেট প্র্যাকটিস করা ডাক্তাররা কোথায় গেল। তাদের কোনও খোঁজ পাওয়া যাচ্ছে না। সংকটের এই মুহূর্তে তাঁরা কোথায়? রোগীরা এদের মোটা টাকার ফিস দিয়ে থাকে। কিন্তু যখন দেশ ও সমাজের সব থেকে বেশি প্রয়োজন তখন এরা ঘরে গিয়ে লুকিয়ে থাকে। লকডাউন-এর জেরে এদেরও কি ক্লিনিক বন্ধ রাখতে বলা হয়েছিল? বর্তমান সময় সবথেকে বেশি প্রয়োজন চিকিৎসকদের। প্রাইভেট প্র্যাকটিস করা চিকিৎসকরা আজকের সমাজে সব থেকে বেশি জনপ্রিয় ও তারা বেশি আর্থিকভাবে স্বচ্ছলও। কিন্তু প্রথমেই এরা রণক্ষেত্র ছেড়ে পালিয়েছে। শহর হোক কিংবা গ্রাম সব জায়গায় একই চিত্র।এই সকল প্রাইভেট প্র্যাকটিস করা চিকিৎসকেরা নিজেদের ক্লিনিক বন্ধ করে দিয়েছে। তাদের কি এই কাজটা করা উচিত হয়েছে? সংকটের এই সময় কাজ করে চলেছে সরকারি চিকিৎসকেরা। কিন্তু তাদের বদনাম করার লোক আমাদের এখানে আছে। কিন্তু করোনায় আক্রান্ত এই সকল রোগীদের চিকিৎসা করে চলেছে সরকারি হাসপাতালের চিকিৎসকেরা।

জানতে চাই এই সময় প্রাইভেট প্র্যাকটিস করা চিকিৎসকদের কতজন করোনায় আক্রান্ত রোগীদের চিকিৎসা করছে?

কি করে প্রসূতিদের ডেলিভারি পিছোবে

আসলে মানুষ কিছু রোগ ও যন্ত্রণাকে সহ্য করতে পারে। এমনকি পাত্তাও না দিতে পারে। কিন্তু কিছু রোগ এমন থাকে যা পাত্তা দিতে হয়। প্রসূতিদের ডেলিভারির ব্যাপারটা কি পিছিয়ে দেওয়া যেতে পারে? ডায়ালাইসিস কি কিভাবে পেছানো হতে পারে? হার্ট অ্যাটাক ও ব্রেন হেমারেজের মত বিষয়গুলিকে পাত্তা না দিয়ে এগিয়ে যাওয়া কি যায়?

শিশুরা যন্ত্রনা কিভাবে সহ্য করবে? এই সব কথাগুলো প্রাইভেট প্র্যাকটিস করা ও মোটা টাকা কামানো চিকিৎসকেরা কি ভাবে না। এদের হৃদয়টা পাথরের মতো হয়ে গেল কেন? যখন পৃথিবী ও মানব জাতি সংকটে পড়েছে তখন এরা যেন ভুলে না যায় যে মায়ের পেটে থেকে বেরিয়েই এরা চিকিৎসক হয়নি। তাদেরকে ডাক্তার বানাতে দেশের অনেক টাকা খরচ হয়েছে। সেই অর্থ দেশের জনতার। আমার ও আপনার। চিকিৎসক হয়ে তারা উপার্জন করেছে প্রচুর

ডাক্তার হওয়ার পর তারা সাধারণ মানুষ থেকে প্রচুর অর্থ উপার্জন করে বিলাসিতায় ভরা জীবনযাপন ভোগ করছেন।

আর যখন সংকটের মুহূর্ত তখন এরা পিঠ দেখিয়ে পালিয়েছে। তৎপরতার সাথে সরকারি ডাক্তাররা চিকিৎসা করে চলেছে। ইমার্জেন্সিতে আসা রোগীদের চিকিৎসা করে চলেছে। এখন সরকারি হাসপাতালের ডাক্তাররা দিনে ১২ থেকে ১৪ ঘন্টা কাজ করে চলেছে। তাদের সঙ্গে থাকা নার্সিং স্টাফ কাজ করে চলেছে।

প্রাইভেট প্র্যাকটিস করা ডাক্তাররা কি নিজেদের ক্লিনিক ও হাসপাতাল বন্ধ করে দিয়ে ঘরে বসে আছে। তারা কি রাস্তায় কর্তব্যরত পুলিশকর্মীদের ও দেখছে না। পুলিশকর্মীরা নিজেদের কর্তব্যে অবিচল রয়েছে। যে কোনও পরিস্থিতির মোকাবিলা তারা করছে। প্রকৃত অর্থে লকডাউনকে এরাই সার্থক করে তুলেছে। নয়তো যেকোনো সময় মানুষ রাস্তায় বেরিয়ে পড়তে পারতো। এই সকল পুলিশকর্মীদের অনেকে আবার শহীদ হন। কারণ তাদের এই কাজের জন্যই বেছে নেওয়া হয়েছে। একইভাবে চিকিৎসকদেরও বিশেষ একটি কাজের জন্য বেছে নেওয়া হয়েছে। সেই ভাবে তাদের তৈরিও করা হয়েছে। যেকোনো পরিস্থিতিতে তারা সেবা সরবরাহ করতে দায়বদ্ধ।

এইসময় জনতা রোগ এবং যন্ত্রণায় কষ্ট ভোগ করে চলেছেন। এই পরিস্থিতিতে দাঁড়িয়ে ব্যাংক কর্মীরা নিজেদের কর্তব্য পালন করে চলেছেন। মুদির দোকানদার, সবজি বিক্রেতা, দুধওয়ালা সকলে নিজেদের কাজ করে চলেছে। কিন্তু এই সকল ডাক্তাররা কেন নিজের কর্তব্য থেকে মুখ ঘুরিয়ে রয়েছেন। বিবৃতি জারি করে এই সকল চিকিৎসকদের কাজ চালিয়ে যাওয়ার নির্দেশ দিক সরকার। নিকটতম হাসপাতলে এইসকল চিকিৎসকদের মোতায়ন করুক সরকার। যাতে করে তারা হাসপাতালে চিকিৎসকদের সহায়তা করতে পারে। যেই চিকিৎসক এই সরকারি নির্দেশিকা মানবে না। তার লাইসেন্স বাতিল করে দেওয়া। জনতা যন্ত্রণায় কাতরাতে। আর চিকিৎসক বাড়িতে বসে থাকবে এটা চলতে দেওয়া যায় না।

নিজেদের ভাবমূর্তি উজ্জ্বল করার সুযোগ হারাল

নিজেদের ভাবমূর্তি উজ্জ্বল করার একটা সুবর্ণ সুযোগ প্রাইভেট প্র্যাকটিস করা চিকিৎসকরা বর্তমান পরিস্থিতিতে পেয়েছিল। নিজেদের কালিমালিপ্ত ভাবমূর্তিকে উজ্জ্বল করার অবকাশ তারা পেয়েছিল। কিন্তু ভাবমূর্তি উজ্জ্বল করা তো পরের কথা এই পরিস্থিতিতেও নিজেদের আরো কুৎসিত করে তুলেছেন। তো কি মনে করা হবে রোগীদের কাছ থেকে এরা যে টাকা হাতায় সেটাই কি সঠিক? সেই কারণে কি রোগীরা এদের সাথে দুর্ব্যবহার করে? সব প্রাইভেট প্র্যাকটিস করা ডাক্তারি খারাপ না। কিন্তু টাকার লোভে রোগীদের রক্ত চুষে খাওয়া ডাক্তারদের সংখ্যা দিনকে দিন বাড়ছে। এরা রোগীদেরকে খরিদ্দার হিসেবে দেখে। এই ভাবনার জন্য রোগী ও সমাজ থেকে এরা দূরে সরে গিয়েছে।

আজ লকডাউন এর দু সপ্তাহ অতিক্রান্ত। হাসপাতালে পরিসংখ্যান বলে দিচ্ছে রোগীদের সংখ্যা কমছে। পরীক্ষা করার নাম করে এরা রোগীদের বোকা বানিয়ে চলেছে।

মনে রাখবেন যে চিকিতকেরা এখনো রোগীদের মনেপ্রাণে চিকিৎসা করে থাকেন। তাদেরকে সমাজ ভগবানের মতন সমীহ করে চলে। দিল্লির এইমস হোক বা দেশের যেকোনো সরকারি হাসপাতাল সেখানকার রোগীরা চিকিৎসকদের ভগবানের নজরে দেখে কারণ সেই সকল চিকিৎসক রোগীদের জন্য দিনরাত কাজ করে যায়। সরকারি হাসপাতালের চিকিৎসক এবং স্বাস্থ্যকর্মীরা অনেক কঠিন পরিস্থিতির মধ্যে নিজেদের কর্তব্য পালন করে চলে। এদের মাইনেও বেসরকারি হাসপাতালে তুলনায় অনেক কম। আর এখন এরাই করোনার বিরুদ্ধে লড়াই করে চলেছে। করোনা কে ধুলিস্যাৎ এরাই করবে। নিজেদের শহরের দাঙ্গা বা অন্য কোনো পরিস্থিতিতেই এই সকল চিকিৎসকরা পিছু হটে যাননি। প্রাইভেট প্র্যাকটিস করে যাওয়া চিকিৎসকদের মত এরা শুধু টাকা র পেছনে ছুটে না। দেশ ও গোটা বিশ্ব চিরকালের মতো এদের প্রতি কৃতজ্ঞ থাকবে।

দীর্ঘমেয়াদী লকডাউনই চাই, না হলে পরিণতি হতে পারে ভয়ঙ্কর

পুলক মিত্র

প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির ঘোষণা করা প্রথম পর্বের লকডাউনের মেয়াদ শেষ হচ্ছে ১৪ এপ্রিল। এরপর কি দেশ থেকে লকডাউন তুলে নেওয়া হবে? নাকি টানা আরও বেশ কিছুদিন চলবে? দু-একদিনের মধ্যে হয়ত কেন্দ্রে সিদ্ধান্ত জানা যাবে।

কেন্দ্র কি ধাপে ধাপে লকডাউন তোলার পথে এগোবে, নাকি বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার গাউডলাইন অনুসরণ করবে? তেলেঙ্গানা, উত্তরপ্রদেশে, মধ্যপ্রদেশ, পাঞ্জাব সহ দেশের বেশ কয়েকটি রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীরা ইতিমধ্যেই লকডাউন চালিয়ে যাওয়ার জন্য কেন্দ্রে কাছে আর্জি জানিয়েছেন। তবে সবাই এখন কেন্দ্রে সিদ্ধান্তের অপেক্ষায়।

বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার বা হু-র বিধি অনুযায়ী, প্রথমে একদিনের ট্রায়াল এবং তারপর ২১ দিনের লকডাউন। ২২ মার্চ 'জনতা কার্ফু'র মধ্যে দিয়ে ট্রায়াল লকডাউনের সূচনা হয়েচিল ভারতে। এটাই লকডাউনের প্রথম ধাপ। এরপর ২৫ মার্চ থেকে শুরু হয়েছে দ্বিতীয় ধাপ। ২১ দিনের এই লকডাউন শেষ হচ্ছে ১৪ এপ্রিল। এরপর পাঁচদিনের বিরতি দিয়ে তৃতীয় পর্বের লকডাউন। এর মেয়াদ ২৮ দিনের । এরপর আবার ৫ দিনের বিরতি দিয়ে ১৫ দিনের লকডাউন। প্রথম পর্ভ শেষ হওয়ার পর ১৫ থেকে ১৯ এপ্রিল পর্যন্ত সাময়িস ছাড়। তারপর দ্বিতীয় ধাপে ২০ এপ্রিল থেকে ১৮ মে পর্যন্ত টানা ২৮ দিনের লকডাউন হতে পারে। এরপর ১৯ মে থেকে ২৪ মে পর্যন্ত ৫ দিনের বিরতি। এই সময়ের মধ্যে করোনা বা কোভিড ভাইরাসে আক্রান্তের সংখ্যা যদি শূন্যে নেমে আসে, তবে লকডাউন একেবারে তুলে নিতে পারে কেন্দ্র। নতুবা মে মাসের ২৫ তারিখ থেকে ১০ জুন পর্যন্ত ১৫ দিনের জন্য চূড়ান্ত লকডাউন জারি করা হতে পারে।

লকডাউন নিয়ে হু-র নিয়মবিধি

প্রথম ধাপ-১ দিনের

দ্বিতীয় ধাপ-২১ দিনের

৫ দিনের বিরতি

তৃতীয় ধাপ-২৮ দিনের।

৫ দিনের বিরতি

চতুর্থ ধাপ-১৫ দিনের

ভারতে লকডাউন

২২ মার্চ-জনতা কার্ফু (ট্রায়াল লকডাউন)

২৫ মার্চ-১৪ এপ্রিল-দ্বিতীয় ধাপ

১৫-এপ্রিল ১৯-৫ দিনের বিরতি

২০ এপ্রিল -১৮ মে -২৮ দিন (তৃতীয় পর্ব)

আক্রান্ত শূন্যে নেমে এলে লকডাউন প্রত্যাহার, অন্যথায়

১৯-২৪-মে-৫ দিনের বিরতি ২৫ মে-১০ জুন-১৫ দিন (চূড়ান্ত লকডাউন)

প্রশ্ন হলে, ভারত কি হু-র নিয়মবিধি মেনে চলবে? নাকি পরিস্থিতি অনুযায়ী সিদ্ধান্ত নেবে? তবে বিশেষজ্ঞদের মতে,লকডাউন শিথিলতা দেখালে ভারতের অবস্থ ইউরোপ, আমেরিকার চেয়েও ভয়াবহ হতে পারে। কারণ, জনসংখ্যার ঘনত্ব। ইউরোপ, আমেরিকার স্বাস্থ্য পরিকাঠামো আমাদের দেশের থেকে ঢের এগিয়ে। তা সত্ত্বেও করোনার আগ্রাসী চেহারা দেশে ত্রাহি ত্রাহি রব তুলেছেন এই সব দেশের রাষ্ট্রনেতারা। প্রতিদিনই সেসব দেশে মরছেন হাজার হাজার মানুষ। কিছুতেই থামানো যাচ্ছে না মৃত্যু মিছিল। ভারতের কাছে ওষুধ চাইছে মহশক্তিধর আমেরিকা। আর ১৩৮ কোটি মানুষের দেশ ভারতে যদি এই রোগ ছড়াতে শুরু করে, পরিস্থিতি কতটা ভয়ঙ্কতর হয়ে উঠতে পারে, তা সহজেই অনুমেয়। কেন লকডাউন বাড়ানো উচিত, সে সম্পর্কে এখানে কিছু তথ্য তুলে ধরার প্রয়োজন বোধ করছি।

সমীক্ষা বলছে লকডাউন উঠে গেলে, একজন করোনা আক্রান্ত থেকে ৪০৬ জন পর্যন্ত লোকের মধ্যে সংক্রমণ ছড়াতে পারে। আর লকডাউন চললে, সেই সংখ্যা নেমে আসতে পারে আড়াই জনে।

বারতে লকডাউন পর্ব চলার সময় প্রথম সপ্তাহে আক্রান্তের সংখ্যা হাজারের মধ্যে ছিল। এরপর, মাত্র এক সপ্তাহের মধ্যে সেই সংখ্যা ছড়িয়েছে ৫ হাজার। দ্রুত বাড়ছে মৃত্যুর হারও। অর্থাৎ লকডাউন চললেও, পরিস্থিতির বিন্দুমাত্র উন্নতি ঘটেনি। বরম খারাপের দিকে যাচ্ছে।

তবে কি আমরা স্টেজ থ্রি-র পথে এগোচ্ছি?

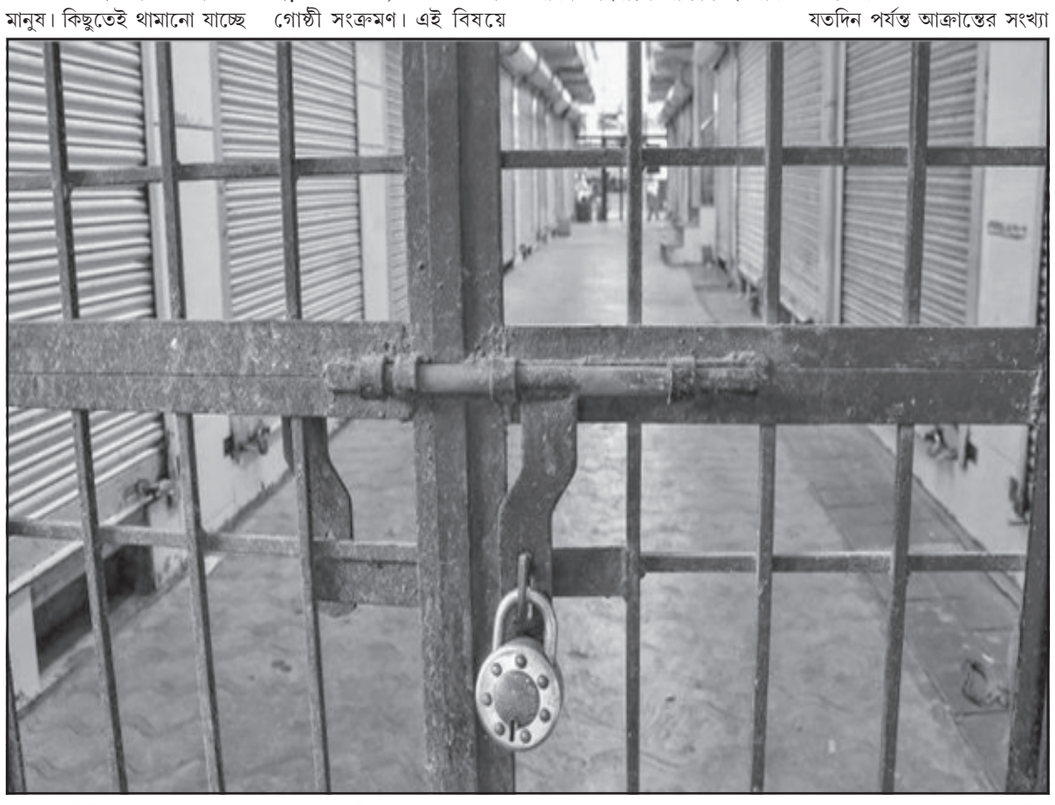

করোনা সংক্রমণের তৃতীয় পর্যায়টি হল, কমিউনিটি ট্রান্সমিশন বা গোষ্ঠী সংক্রমণ। অর্থাৎ কোনও এখটি বিশেষ গোষ্ঠী বা সম্প্রদায় থেকে এই রোগ ছড়াতে থাকলে, তাকে বলা হয় গোষ্ঠী সংক্রমণ। এই বিষয়ে দেশের কোভিড-১৯ হাসপাতালে টাস্কাফোর্সের আহ্বায়ক ডাঃ গিরিধর জ্ঞানী, সম্প্রতি এক সাক্ষাৎকারের জানিয়েছিলেন, 'আমরা এখন করোনা সংক্রমণেকর তৃতীয় স্টেজ রয়েছি। সরকারিভাবে হয়ত আমরা এখনও বলছি না যে দেশ তৃতীয় স্টেজে চলে গিয়েছে। তবে যা পরিস্থিতি, তাতে আমরা এখন করোনা সংক্রমণের তৃতীয় স্টেজে রয়েছি। যদিও কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য মন্ত্রক এই বক্তব্য মানতে চায়নি।

ভারত করোনার সংক্রমণ নিয়ে উদ্বেগজনক ছবি তুলে ধরেছে জনস্বাস্থ্য বিষয়ক প্রথম সারির আন্তর্জাতিক গবেষণা প্রতিষ্ঠান সেন্টার ফর ডিজিজ, ডায়ানামিক্স, ইকোনমিক্স অ্যান্ত পলিসি। দিল্লি ও ওয়াশিংটন-ভিত্তিক এই সংস্থার ডিরেক্টর রামানন লক্ষ্মীনারায়ণন বিবিসিকে জানিয়েছেন, করোনা বাইরাস মহামারীর পরবর্তী 'হট-স্পট' হতে চলেছে ভারত। তাঁর মতে, করোনা ভাইরাসে আক্রান্ত মানুষের সুনামির জন্য তৈরি থাকতে হবে ভারতকে।

আমেরিকা এবং ব্রিটেনে আক্রান্তের সংখ্যা হিসেব তৈরির করতে যে গাড়িতিক সূত্র অনুসরণ করা হয়েছে, ভারতের ক্ষেত্রে তা মানা হলে, অন্তত ৩০ কোটি মানুষের এই মারণ ভাইরাসে আক্রান্ত হওয়ার আশঙ্কা, থাকছে। আক্রান্ত ৩০ কোটির মধ্যে ৪০ থেকে ৮০ লক্ষ মানুষের রোগ মরাত্মক চেহারা নিতে পারে বলে রামাননের আশঙ্কা।

তাঁর ধারণা, ভারতে ঠিকভাবে পরীক্ষা করা হলে, আক্রান্তের সংখ্যা অনেক বেড়ে যাবে। যে সব দেশে করোনা মাহামারীর আকার নিয়েছে, ভারত তার থেকে দু-সপ্তাহ পিছিয়ে রয়েছে। ফলে আগামী কয়েক সপ্তাহের মধ্যে ইতালি, স্পেনের মত অবস্থা ভারতেও হতে পারে বলে রামাননের আশঙ্কা।

ভারতের দুর্বল স্বাস্থ্য পরিকাঠামোর কথাও উল্লেখ করেছেন তিনি ভারতে এখন ৭০ হাজার থেকে ১ লক্ষের মতো আইসিইউ বেড় রয়েছে করোনায় আক্রান্তের সংখ্যা ৪০ থেকে ৮০ লক্ষে পৌঁছলে চিকিৎসা ব্যবস্থা পুরোপুরি ভেঙে পড়বে। তাই তাঁর সতর্কবাণী, বিধি মেনে একজোট হয়ে লড়াই ছাড়া অন্য কোনও পথ নেই।

আক্রান্তের সংখ্যা যে ভাবে বাড়ছে, তাতে এই মুহূর্তে লকডাউন তোলার ভাবনাকে প্রশ্রয় দিলে, তা হবে এক আত্মঘাতী সিদ্ধান্ত, যা ভারতকে ঠেলে দিতে পারে বড়সড় বিপর্যয়ের মুখে। করোনাকে বাগে আনতেই লকডাউন ঘোষণা করা হয়েছিল। কিন্তু সংক্রমণ রোধ করা যায়নি। যতদিন পর্যন্ত আক্রান্তের সংখ্যা শূন্যে এসে না দাঁড়ায়, ততদিন পর্যন্ত কোনওরকম ঢিলেমি দিলেই বিপদ। পরিস্থিতি কোন দিকে এগোচ্ছে, এপ্রিলের শেষদিকে বা মে মাসের প্রথম সপ্তাহে তার কিছুটা আন্দাজ মিলতে পারে।

তাই খুব তাড়াতাড়া এই লড়াই শেষ হবে, তেমনটা আশা না, করাই ভালো। প্রধনমন্ত্রী ও সম্প্রতি তাঁর ভাষণে তেমনই ইঙ্গিত দিয়েছেন। করোনার মত অদৃশ্য শত্রুর বিরুদ্ধে লড়াইয়ে দীর্ঘ যুদ্ধের জন্য দেশবাসীকে তৈরি থাকতে বলেছেন তিনি।

শুধু লকডাউন নয়, প্রয়োজনে আরও কঠোর পদক্ষেপ নিতে হবে। কারণ লকডাউনকে বুড়ো আঙুল দেখিয়ে এখনও প্রচুর মানুষ রাস্তায় ভিড় করছেন, আড্ডা মারছেন, যা এই অবস্থায় একেবারেই কাম্য নয়। সেক্ষেত্রে অবাধ্য জনতাকে সামলাতে হলে, সরকারকে কঠোর হতেই হবে, নইলে বিপদ অনিবার্য। এর আগে করোনা মোকাবিলার প্রতিটি পর্বে আমরা কেন্দ্রে গড়িমসির নমুনা দেখেছি। যেমন—চিনে এত মানুষের মৃত্যু দেখেও হাত গুটিয়ে বসে চিল কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য মন্ত্রক। এমনকী বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার হুঁশিয়ারিকেও গুরুত্ব দেওয়া হয়নি।

ফেব্রুয়ারির মাঝামাঝি নাগাদ আন্তর্জাতিক উড়ানে নিষেধাজ্ঞা জারি করা উচিত চিল। কিন্তু তা ঘটেনি। শেষ পর্যন্ত দেশবাসীর চাপের মুখে মার্চের চতুর্থ সপ্তাহে আন্তর্জাতিক উড়ান বন্ধ করা হল। ততদিনে বিদেশ থেকে করোনা সংক্রমণ নিয়ে দেশে ফিরে এসেছেন অনেক প্রবাসী। তাঁরাই সংক্রমণ ছড়িয়েছেন দেশে।

দিল্লির নিজামুদিদিনে ধর্মীয় স্থানে জমায়েতের অনুমতি দিয়ে দেশের মানুষের বড় সর্বনাশ করেছে কেন্দ্র। যখন গোটা দেশ করোনার ভয়ে তটস্থ, তখন এতবড় সংবেশের অনুমতি দেওয়া হল কোন যুক্তিতে? দিল্লির বুকে প্রায় ১০ হাজার মানুষের জমায়েত হল, বিশ্বের বিভিন্ন দেশ থেকে ২ হাজারের বেশি প্রিতিনিধি এলেন, লকডাউনের পরেও অনেকে সেখানে থেকে গেলেন। এত কিছু ঘটে গেল, কিছুই জানতে পারল না কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রক?

মার্চেই গোড়াতেই লকডাউন ঘোষণা করা উচিত ছিল। কিন্তু করা হল ২৫ মার্চ থেকে।

জনতা কার্ফুর দিনে প্রধানমন্ত্রী দলের লোকেরাই কাঁসরঘন্টা নিয়ে মিছিল করলেন। ৫ তারিখ রাতে দেশবাসী দেখলেন অকাল দীপাবলি। দেদার শব্দবাজি ফাটিয়ে চলল উল্লাস। অরা বিজেপি নেতারা তাকে সমর্থন করলেন। লকডাউন ভিড় জমায়েত নিষিদ্ধ। কিন্তু অগ্রাহ্য করলেন প্রধানমন্ত্রীর দলের লোকজনই। অথচ প্রধানমন্ত্রী মুখে শুনতে পেলাম না কোনও সতর্কবার্তা।

লকডাউনের ক্ষেত্রেও কেন্দ্র যদি আবার ভুল করে, দেশবাসীকে তার জন্য আরও বড় মূল্য দিতে হবে। এই মুহূর্তে লকডাউনই একমাত্র পথ। পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে না আসা পর্যন্ত তা চালিয়ে যেতেই হবে। তবে কতদিন পর্যন্ত এই লকডাউন চালিয়ে যেতে হবে, সেটা সময়ই বলবে। (সৌজন্যে- দি স্টেটসম্যান)

নভেল করোনাভাইরাস সংক্রমণ প্রতিরোধে বাংলাদেশে সব রোহিঙ্গা ক্যাম্প অবরুদ্ধ

নিজস্ব প্রতিনিধি,ঢাকা,এপ্রিল ০৯।। নভেল করোনাভাইরাস সংক্রমণ প্রতিরোধে অবরুদ্ধ কক্সবাজারের আওতায় উখিয়া ও টেকনাফের ৩৪টি রোহিঙ্গা ক্যাম্পও থাকবে বলে জানানো হয়েছে।বৃহস্পতিবার দুপুরে শরণার্থী ত্রাণ ও প্রত্যাবাসন কমিশনার মাহবুব আলম তালুকদার জানান, রোহিঙ্গা ক্যাম্পগুলোতে জরুরি স্বাস্থ্যসেবা ও খাদ্যসহ প্রয়োজনীয় ত্রাণ সামগ্রী বিতরণ ছাড়া অন্য সবধরনের কর্মসূচি ‘লকডাউনের’ মাধ্যমে বন্ধ রাখার নির্দেশনা দেওয়া হয়েছে।এছাড়া লকডাউন ঘোষণার কারণে বিনা প্রয়োজনে যে কেউ রোহিঙ্গা ক্যাম্পে প্রবেশ বা বের হতে পারবে না।

বুধবার পুরো কক্সবাজার জেলাকে ‘লকডাউন’ ঘোষণা করে জেলায় বাইরে থেকে ঢোকা এবং ভেতর থেকে বের হওয়ায় নিষেধাজ্ঞা দিয়েছেন জেলা প্রশাসক কামাল হোসেন।পরবর্তী নির্দেশ না দেওয়া পর্যন্ত জেলার বাসিন্দারা ‘লকডাউনের আওতায় থাকবে বলে জানান তিনি।এর আগে গত মাসে কক্সবাজারের সব পর্যটন কেন্দ্র বন্ধ করে দেয় প্রশাসন। শরণার্থী কমিশনার মাহবুব তালুকদার বলেন,বুধবার সন্ধ্যায় কক্সবাজারের জেলা প্রশাসক পুরো জেলাকে অবরুদ্ধ ঘোষণা করেছেন। এতে উখিয়া ও টেকনাফের ৩৪টি রোহিঙ্গা ক্যাম্পও এই ঘোষণার আওতায় পড়েছে। বলতে গেলে রোহিঙ্গা ক্যাম্পগুলোতে গত ১১ মার্চ থেকে অঘোষিতভাবে লকডাউন চলছে।তিনি বলেন, লকডাউনের কারণে জরুরি স্বাস্থ্যসেবা ও খাদ্যসহ প্রয়োজনীয় ত্রাণ সামগ্রী বিতরণ ছাড়া অন্য সবধরণের কর্মসূচি রোহিঙ্গা ক্যাম্পগুলোতে বন্ধ রয়েছে। সেই সাথে যেকোনো ধরনের যানবাহনসহ বিদেশি নাগরিকদেরও ক্যাম্পগুলোতে যাতায়ত নিষিদ্ধ ঘোষণা করা হয়েছে।যে কেউ বিনা প্রয়োজনে ক্যাম্পে প্রবেশ বা বাইরে বের হতে পারবে না।শরণার্থী কমিশনার আরও বলেন,জরুরি প্রয়োজনে যেসব যানবাহন রোহিঙ্গা ক্যাম্পে যাতায়তের দরকার সেগুলোতে আরআরআরসি অফিসের স্টিকারযুক্ত থাকবে। এসব স্টিকারযুক্ত যানবাহনগুলোই শুধু ক্যাম্পের অভ্যন্তরে যাতায়তের সুযোগ দেওয়া হবে।মাহবুব তালুকদার জানান, রোহিঙ্গা ক্যাম্পগুলোকে লকডাউন ঘোষণার পর থেকে ক্যাম্পের বিভিন্ন প্রবেশ পথে সেনাবাহিনীর সদস্যরা অস্থায়ী চেকপোস্ট বসিয়ে নজরদারি অব্যাহত রেখেছে। এছাড়া ক্যাম্পের অভ্যন্তরে পুলিশ ও র‍্যাব সদস্যরা টহল জোরদার রেখেছেন।পরবর্তী নির্দেশনা না দেওয়া পর্যন্ত অনির্দিষ্টকালের জন্য রোহিঙ্গা ক্যাম্পগুলোতে লকডাউনের কার্যক্রম অব্যাহত থাকবে বলে জানান শরণার্থী ও প্রত্যাবাসন কমিশনার।

এদিকে, কক্সবাজারের সিভিল সার্জন মাহবুবর রহমান জানিয়েছেন, বৃহস্পতিবার কক্সবাজার মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে স্থাপিত ল্যাবে ২৮ জনের সংগৃহীত নমুনার পরীক্ষা করা হলেও যে করোনাভাইরাস রোগী হিসেবে শনাক্ত হয়নি। সকলের পরীক্ষায় নেগেটিভ ফলাফল পাওয়া গেছে।এছাড়া করোনা পরীক্ষায় ১০২ জনের নমুনা সংগ্রহ করা হলেও জেলায় এখনও কেউ রোগী হিসেবে শনাক্ত হয়নি বলে জানান সিভিল সার্জন।এর আগে এক বৃদ্ধ নারী করোনা রোগী হিসেবে শনাক্ত হলেও চিকিৎসা শেষে সুস্থ হয়ে বাড়ি অবস্থান করছেন জানিয়ে মাহবুবর রহমান বলেন, পর্যটন নগরী কক্সবাজার এখনও করোনামুক্ত রয়েছে। এখন সকলের দায়িত্ব নিজ নিজ বাড়ি-ঘরে অবস্থান নিয়ে সফলতা ধরে রাখা।

প্রাণভিক্ষার আবেদন খারিজ, বঙ্গবন্ধুর খুনি মাজেদের মৃত্যুদণ্ড কার্যকর করতে বাধা নেই

নিজস্ব প্রতিনিধি,ঢাকা,এপ্রিল ০৯।। জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান হত্যা মামলার সাজাপ্রাপ্ত আসামি ক্যাপ্টেন (অব.) আবদুল মাজেদের প্রাণভিক্ষার আবেদন খারিজ করে দিয়েছেন রাষ্ট্রপতি আবদুল হামিদ। এর ফলে তার মৃত্যুদণ্ড কার্যকরের পথে আর কোনো বাধা নেই।

বৃহস্পতিবার স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী আসাদুজ্জামান খান কামাল বলেন, আমি শুনেছি যে রাষ্ট্রপতি আবদুল হামিদ বঙ্গবন্ধুর খুনি মাজেদের প্রাণভিক্ষার আবেদন খারিজ করেছেন। তবে এর অনুলিপি আমি এখনও পাইনি।এর আগে বুধবার বঙ্গবন্ধুর খুনি আবদুল মাজেদের মৃত্যু পরোয়ানা জারি করে আদালত। ওইদিন কারাগার থেকে মাজেদকে আদালতে হাজির করার পর ঢাকা জেলা ও দায়রা জজ এম হেলাল চৌধুরী পরোয়ানা জারি করেন। এছাড়া আদালত তাকে বঙ্গবন্ধু হত্যা মামলায় গ্রেপ্তার দেখায়।ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগারের সূত্র জানায়, বুধবার বিকাল ৫টার দিকে মাজেদের মৃত্যু পরোয়ারা কারাগারে পৌঁছায় এবং তাকে পড়ে শোনানো হয়।বুধবার রাতে মাজেদের প্রাণভিক্ষার আবেদন বঙ্গভবনে পৌঁছানোর পর রাষ্ট্রপতি সেটি খারিজ করে দেন।

কাউন্টার টেররিজম অ্যান্ড ট্রান্সন্যাশনাল (সিটিটিসি) ইউনিটের একটি দল সোমবার দিবাগত রাত সাড়ে ৩টার দিকে মিরপুর থেকে মাজেদকে গ্রেপ্তার করে। পরে মঙ্গলবার তাকে আদালতে হাজির করা হলে চিফ মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট এ এম জুলফিকার হায়াত কারাগারে পাঠানোর আদেশ দেন।প্রসঙ্গত, ১৯৭৫ সালের ১৫ আগস্ট কালোরাতে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে নৃশংসভাবে সপরিবারে হত্যা করা হয়। বঙ্গবন্ধুর দুই কন্যা, বর্তমান প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ও শেখ রেহানা বিদেশে থাকায় বেঁচে যান।বঙ্গবন্ধুর পাঁচ হত্যাকারী সৈয়দ ফারুক রহমান, সুলতান শাহরিয়ার রশীদ খান, বজলুল হুদা, এ কে এম মহিউদ্দিন আহমেদ ও মুহিউদ্দিন আহমেদের ফাঁসি ২০১০ সালের জানুয়ারি মাসে কার্যকর হয়।আরেক খুনি আজিজ পাশা ২০০১ সালে জিম্বাবুয়েতে মারা যান।

বঙ্গবন্ধু ও তার পরিবারের সদস্যদের হত্যার কারণে মৃত্যুদণ্ডপ্রাপ্ত সাবেক ১২ সেনা কর্মকর্তার ফাঁসির রায় ২০০৯ সালের ১৯ নভেম্বর সুপ্রিম কোর্টের আপিল বিভাগ বহাল রাখে।পলাতক আসামিরা হলেন- সাবেক লেফট্যানেন্ট কর্নেল খন্দকার আবদুর রশীদ, এস এইচ এম বি নূর চৌধুরী, শরিফুল হক ডালিম, রাশেদ চৌধুরী ও মোসলে উদ্দিন।

করোনা নিয়ে দেশ-বিদেশ থেকে গুজব ছড়ালে কঠোর ব্যবস্থা তথ্যমন্ত্রী ড. হাছান মাহমুদ

নিজস্ব প্রতিনিধি,ঢাকা,এপ্রিল ০৯।। করোনাভাইরাসের এ সংকটময় পরিস্তিতিতে দেশ-বিদেশ যেখান থেকেই হোক, গুজব ছড়ালে অপরাধীর বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা নেয়ার হুঁশিয়ারি দিয়েছেন তথ্যমন্ত্রী ড় হাছান মাহমুদ। বৃহস্পতিবার সচিবালয়ে তথ্য মন্ত্রণালয়ের জরুরি সেবাদানকারী সংস্থাগুলোর প্রধান ও প্রতিনিধিদের সাথে বৈঠকশেষে তিনি এ কথা বলেন।তথ্যমন্ত্রী বলেন,দেশে যখনই কোনো বিশেষ পরিস্থিতি বা দুর্যোগময় পরিস্থিতি তৈরি হয়, তখন কিছু মানুষ গুজব সৃষ্টি করে। বিশেষ করে সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম ব্যবহার করে তারা জনগণের মধ্যে আতংক সৃষ্টি করে।

একইসাথে একটি মহল এধরণের গুজব তৈরি করে সরকারকেও বেকায়দা ফেলার অপচেষ্টায় লিপ্ত থাকে। সরকারের পক্ষ থেকে এ বিষয়গুলো গভীরভাবে পর্যবেক্ষণ করা হচ্ছে এবং ইতোমধ্যেই অনেকের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে উল্লেখ করে তথ্যমন্ত্রী বলেন,যারা এই কাজগুলো করবে, তাদের বিরুদ্ধে আইনানুগ কঠোর ব্যবস্থা গ্রহণ করতে সরকার বদ্ধপরিকর। একইসাথে আমাদের তথ্য অধিদপ্তর এ বিষয়গুলো নজরে রাখছে।

আমাদের মন্ত্রণালয়ের গুজব প্রতিরোধ সেলের কর্মকর্তারাও এগুলো দেখছেন। দয়া করে কেউ গুজব তৈরির চেষ্টা করবেন না,যোগ করেন তিনি।

বিদেশ থেকেও অনেক ধরণের গুজব তৈরি করা হচ্ছে জানিয়ে আওয়ামী লীগের যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক ড় হাছান বলেন, বিদেশে যে সমস্ত বাংলাদেশি নানা কারণে আছেন তারা কিন্তু সবাই অত্যন্ত দেশপ্রেমিক। কিন্তু তাদের মধ্যে কেউ কেউ সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে দেশের মধ্যে আতঙ্ক তৈরি করতে গুজব সৃষ্টির অপচেষ্টা চালাচ্ছে।

তাদের উদ্দেশে হুঁশিয়ারি উচ্চারণ করে তথ্যমন্ত্রী বলেন,তারা হয়তো মনে করছেন তারা বিদেশে আছেন বিধায় তারা ধরাছোঁয়ার বাইরে। কিন্তু তারা বাংলাদেশের নাগরিক সুতরাং বাংলাদেশের নাগরিক যেখান থেকেই অপকর্ম করুন না কেন, সরকার আইনগতভাবে তার বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নিতে পারে এবং তা করবে।

এ সময় অন্যদের মধ্যে তথ্যসচিব কামরুন নাহার, প্রধান তথ্য অফিসার সুরথ কুমার সরকার, বাংলাদেশ টেলিভিশনের মহাপরিচালক এস এম হারুন-অর-রশীদ, অতিরিক্ত সচিব (সম্প্রচার) মো. মিজান উল আলমসহ তথ্য মন্ত্রণালয় ও এর জরুরি সংস্থাসমূহের ঊর্ধতন কর্মকর্তাবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।

করোনাভাইরাস সংক্রমণের ঝুঁকি থাকলেও প্রয়োজনে প্রবাসীদের ফেরত আনা হবে: বাংলাদেশের পররাষ্ট্রমন্ত্রী

নিজস্ব প্রতিনিধি,ঢাকা,এপ্রিল ০৯।। প্রবাসীদের মাধ্যমে নভেল করোনাভাইরাস সংক্রমণের ঝুঁকি থাকলেও প্রয়োজনে তাদেরকে দেশে ফেরানোর কথা বলেছেন পররাষ্ট্রমন্ত্রী এ কে আব্দুল মোমেন।বৃহস্পতিবার পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ে আন্তঃমন্ত্রণালয় সভা শেষে প্রবাসীদের ফেরানোর বিষয়ে এক প্রশ্নে তিনি বলেন,প্রয়োজনবোধে আমরা আনব, যেখানে সহজ হয়।যেখানে সুযোগ হচ্ছে, আমরা অবশ্যই তাদেরকে সেখান থেকে নিয়ে আসছি।

বাংলাদেশে এক মাস আগে যখন প্রথম করোনাভাইরাস রোগী শনাক্ত হয়, তার আগে-পরে কয়েক লাখ প্রবাসী দেশে ফিরে আসেন। বিপুল সংখ্যক প্রবাসী ফেরার পর সরকার বিভিন্ন দেশের সঙ্গে আকাশপথে যাত্রী পরিবহন বন্ধ করে দেয়। বৈশ্বিক মহামারীতে রূপ নেওয়া কোভিড-১৯ এ বিভিন্ন দেশে বাংলাদেশিদেরও আক্রান্ত এবং মারা যাওয়ার খবর আসছে গণমাধ্যমে।

এই মুহূর্তে ভারতে আটকে পড়া বাংলাদেশিদের ফেরত আনা কঠিন মন্তব্য করে পররাষ্ট্রমন্ত্রী মোমেন বলেন, ইন্ডিয়া থেকে আনাটা খুব ডিফিকাল্ট। কারণ তারা আগামী ১৪ এপ্রিল পর্যন্ত পুরোপুরি লকডাউন করে রেখেছে।প্রবাসী কর্মীদের ‘দুর্দশা লাঘব’র চেষ্টা করা হবে জানিয়ে তিনি বলেন, বিভিন্ন দেশের সরকার আমাদের প্রবাসী ও দূতাবাসগুলোকে সহায়তা করছেন। তারা তাদের দেশের করোনাভাইরাস মোকাবেলায় সচেষ্ট আছেন।আমরা তাদেরকে ধন্যবাদ জানিয়ে চিঠি লিখব, আমি এবং প্রবাসী কল্যাণমন্ত্রী দুইজনে একসঙ্গে। প্রবাসীকল্যাণ মন্ত্রী ইমরান আহমেদ, পররাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী শাহরিয়ার আলম, দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ প্রতিমন্ত্রী এনামুর রহমানসহ কর্মকর্তারা ওই সভায় যোগ দেন।

করোনা মোকাবিলায় সরকারের বিধি নিষেধ মেনে চলতে মুসলমানদের প্রতি আহ্বান প্রবীণ কং নেতা মুক্তাধিরের

করিমগঞ্জ (অসম), ৯ এপ্রিল (হি.স.) : করোনা ভাইরাস সংক্রমণের হাত থেকে বাঁচতে সরকারের বিধি নিষেধ মেনে চলুন। সর্বাবস্থায় সামাজিক দূরত্ব বজায় রেখে চলুন। সরকারি নির্দেশ অমান্য করে মসজিদে জমায়েত না হওয়ারও আহ্বান জানান রাজ্যের প্রাক্তন মন্ত্রী প্রবীণ কংগ্রেস নেতা আব্দুল মুক্তাদির চৌধুরী। মানুষ সামাজিক জীব। আর এই কারণে সামাজিক দূরত্ব বজায় রাখা কঠিন বিষয়। কিন্তু এর পরও নিজের আপনজন, পাড়া-প্রতিবেশীর জীবনের কথা চিন্তা করে সামাজিক দূরত্ব বজায় রেখে চলা একান্ত জরুরি। করোনা মহামারিকে কোন অবস্থায় হালকাভাবে না নেওয়ার জন্য আকুল আবেদন জানান প্রাক্তন মন্ত্রী চৌধুরী।

প্রবীণ কংগ্রেস নেতা আব্দুল মুক্তাদির চৌধুরী বলেন, সরকারি নির্দেশ অমান্য করে জেলার বিভিন্ন অঞ্চলের মসজিদে জমায়েত হওয়ার খবর পাওয়া যাচ্ছে। তাই কোনও অবস্থাতেই মসজিদে জমায়েত হয়ে বিপদ ডেকে না আনার জন্য ইসলাম ধর্মাবলম্বীদের প্রতি অনুরোধ জানান প্রাক্তন মন্ত্রী আব্দুল মুক্তাদির চৌধুরী। করোনা ভাইরাস সংক্রমণের ফলে বিশ্বের তাবড় তাবড় শক্তিশালী দেশগুলোও আজ অসহায়ের মতো আত্মসমর্পণ করতে বাধ্য হয়েছে। লকডাউন আইনের মাধ্যমে সামাজিক দূরত্ব বজায় রেখে চলাই হলো এই ভয়ঙ্কর মহামারির করাল থাবা থেকে বাঁচার একমাত্র পথ। ১৩০ কোটি জনসংখ্যার দেশ ভারতবর্ষে এই ভাইরাসজনিত সংক্রমণের হাত থেকে রক্ষা করতে না পারলে দেশের কোটি কোটি মানুষের প্রাণ হারানোর শঙ্কা রয়েছে। কারণ ভারতের চিকিৎসা ব্যবস্থা বিশ্বের প্রথমসারির দেশগুলোর মতো উন্নতমানের নয়। তাই জনগণকে সজাগ থাকা একান্ত আবশ্যক।

প্রাক্তন মন্ত্রী আব্দুল মুক্তাদির চৌধুরী আরও বলেন, আমরা দেখেছি, একাংশ মানুষ পুলিশ তথা প্রশাসনের সঙ্গে লুকোচুরি খেলছেন। পুলিশের টহলদারিকে ফাঁকি দিয়ে রাস্তাঘাটে চলাফেরা করছেন। প্রশাসনকে রীতিমতো চ্যালেঞ্জ জানিয়ে বাজারহাটে জনগণ দিব্যি ক্রয় বিক্রয়ে ব্যস্ত। প্রাক্তন মন্ত্রী সাধারণ জনগণকে হুঁশিয়ারি দিয়ে বলেন, এদের অসচেতন আচরণ সমাজ ও দেশের জন্য কত বড় বিপদ ডেকে আনতে পারে তা তাদের বোধগম্য হচ্ছে না। তিনি আল্লাহের দোহাই দিয়ে বলেন, লকডাউন আইন মেনে চলুন। এমন-কি লকডাউন নির্দিষ্ট সময়ের পর ওঠে গেলেও অহেতুক জমায়েত হবেন না। জনসমাগম এড়িয়ে চলুন, যতদিন পর্যন্ত মারণ ব্যাধি করোনা শেষ না হয়।

মুক্তাধির বলেন, আমরা এটা ভালো করে উপলব্ধি করতে পারি, লকডাউনের ফলে সাধারণ দিন মজুরদের অনেক ভোগান্তিতে পড়তে হচ্ছে। এদের জন্য সমাজের অবস্থা সম্পন্নদের এগিয়ে আসা সামাজিক ও ধর্মীয় দিক দিয়ে দায়িত্ব ও কর্তব্য। আপনি যথা সম্ভব আপনার প্রতিবেশী অসহায় দুস্থ মানুষের পাশে দাঁড়ান। তিনি আরও বলেন, এ মুহূর্তে মসজিদে মন্দিরে গিয়ে সমবেত হয়ে প্রার্থনা করা বন্ধ রয়েছে। শবেমিরাজের পর জুম্মার নামাজ মসজিদে আদায় করা সম্ভব হয়নি। পবিত্র শবেবরাতের রাতেও মসজিদে এবাদত বন্দেগী করা সম্ভব হয়নি। এটা শুধু আমাদের পাপ কার্যের কারণে হয়েছে। এই দুর্যোগপূর্ণ সময়ে প্রত্যেক ধর্মের মানুষকে নিজের ধর্ম অনুযায়ী সৃষ্টিকর্তারকাছে অনুতপ্ত হয়ে প্রার্থনা করা জরুরি।

তিনি চিকিৎসকদের পরামর্শ অনুযায়ী চলার পাশাপাশি প্রতিদিন সকাল বিকাল কালোজিরে ও মধু খাওয়ারও পরামর্শ প্রদান করেন। বলেন, এই দুটি বস্তুর মারাত্মক ঔষধি গুণাগুণ রয়েছে। সম্প্রতি আফ্রিকার একটি দেশের গভর্নর কালোজিরা ও মধু খেয়ে করোনা ভাইরাস থেকে মুক্তি পেয়েছেন বলে জানা গেছে। প্রাক্তন মন্ত্রী আরও বলেন, সরকার সহ যে সকল সচেতন ব্যক্তিবর্গ লকডাউন সঠিকভাবে মেনে চলার আহ্বান জানাচ্ছেন তাঁদেরকে শত্রু ভাববেন না। এঁরাই আসলে আপনার আপনজন। কোনও ধরনের আবেগে আপ্লুত না হয়ে লক ডাউন অমান্য না করার আবেদন জানান প্রাক্তন মন্ত্রী আব্দুল মুক্তাদির চৌধুরী।

করোনা পরিস্থিতির উন্নতি না পর্যন্ত হোম কোয়ারেন্টিনেই থাকবেন খালেদা জিয়া

ঢাকা, ৯ এপ্রিল (হি.স.) : হোম কোয়ারেন্টিন শেষ হলেও করোনা পরিস্থিতির উন্নতি না পর্যন্ত হোম কোয়ারেন্টিনেই থাকবেন বিএনপি চেয়ারপারসন খালেদা জিয়া। বৃহস্পতিবার এ কথা জানান দলের মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর।

তিনি বলেন, করোনা ভাইরাসের সংক্রামণে এখন সারা বিশ্বের যে অবস্থা এবং সারাদেশ এখন লকডাউনের মত হয়ে গেছে, এই অবস্থায় খালেদা জিয়াকে ১০০ শতাংশ কোয়ারেন্টিনে থাকতে হবে। সেখানে তিনি সেইফ আছেন। এখন তিনি সম্পূর্ণ হোম কোয়ারেন্টিন পরিবেশেই থাকবেন। বৃহস্পতিবার ১৪ দিনের কোয়ারেন্টিন শেষ হচ্ছে। এখন সামাজিক দূরত্ব বজায় রেখে পরিবারের সদস্যরা তার সঙ্গে দেখা-সাক্ষাৎ করতে পারবেন। গত ২৫ মার্চ নির্বাহী আদেশে ছয় মাস সাজা স্থগিত রেখে খালেদা জিয়াকে মুক্তি দেয় সরকার। সেদিন বিকেল ৫টায় বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয় হাসপাতাল থেকে মুক্তি পেয়ে অসুস্থ খালেদা জিয়া গুলশানের বাসা ‘ফিরোজা’য় আসেন। ৭৫ বছর বয়সী খালেদা জিয়া রিউমাটয়েড আর্থারাইটিস, ডায়াবেটিস, চোখ ও দাঁতের নানা রোগে ভোগছেন।

ক্রেতার অভাবে মাথায় হাত ফুল ব্যবসায়ীদের

কলকাতা, ৯ এপ্রিল (হি স): করোনা আতঙ্কে গৃহবন্দী শহরবাসী। করোনা সংক্রমণ এড়াতে কলকাতায় চলছে লকডাউন।তবে, এই লকডাউনেও মিলছে জরুরী পরিষেবা। কিন্তু লক ডাউনে জরুরী পরিষেবার আওতায় ছিল না ফুলের বাজার। তবে, সম্প্রতি ফুল বিক্রির ক্ষেত্রে লকডাউন শিথিলের ঘোষণা করেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। আর তারপরেই বুধবার থেকে খুলে যায় ফুলের বাজার। ফুলের বাজার খুলল নেই ক্রেতা। মাথায় হাত ফুল ব্যবসায়ীদের। বৃহস্পতিবার এমন দৃশ্য লক্ষ্য করা গেল মল্লিক ঘাট ফুল বাজারে। মল্লিকঘাট ফুলবাজারে অনেক ফুল ব্যবসায়ী তাঁদের পসরা নিয়ে বসে পড়েছেন।কোলাঘাট, রানাঘাট, বনগাঁ, মেচেদার মতো এলাকা থেকে চাষিরা ফুল নিয়ে আসেন হাওড়ার মল্লিকঘাট ফুলবাজারে। ফুল ব্যবসায়ীরা তাঁদের থেকে ফুল কিনে সেখানেই অন্যান্য ব্যবসায়ীদের পাইকারি হিসেবে বিক্রি করে থাকেন। খুচরো ফুলও বিক্রি হয়ে থাকে এখানে। ফুলের বাজার খুলে বসলেও নেই ক্রেতা। কপালে চিন্তার ভাঁজ পড়েছে ফুল বিক্রেতাদের।

১২০০ বেশি মানুষকে মধ্যাহ্নভোজ করালো ভারতীয় মজদুর সংঘ

নয়াদিল্লি, ৯ এপ্রিল (হি. স.): করোনর জেরে গোটা দেশজুড়ে চলছে লকডাউন। এমন পরিস্থিতিতে দুর্ভোগের মুখে পড়েছে গরিব, শ্রমজীবী মানুষ। এবার এদের পাশে

ছয়ের পাতায়

ভারতের অর্থের দরকার নেই, শোয়েবের প্রস্তাব উড়িয়ে মন্তব্য কপিলের

নয়াদিল্লি, ৯ এপ্রিল (হি.স.) : করোনা মোকাবিলায় ভারতের অর্থের দরকার নেই। শোয়েব আখতারের প্রস্তাব উড়িয়ে দিয়ে মন্তব্য করলেন ভারতের বিশ্বকাপজয়ী অধিনায়ক কপিল দেব।

বৃহস্পতিবার কপিল বলেন, ‘শোয়েব তার মতামত জানিয়েছে। তবে আমাদের অর্থ সংগ্রহের দরকার নেই। করোনার বিরুদ্ধে আমাদের যথেষ্ট আছে। এখন যেটা গুরুত্বপূর্ণ তা হল, আমাদের একজোগে এই সঙ্কটের মোকাবিলা করা। রাজনীতিবিদদের কাছ থেকে টেলিভিশনে আমি এখনও অনেক দোষের খেলা দেখছি এবং এটাকেও থামানো দরকার।’

করোনা মোকাবিলায় অনেক আগেই ভারতীয় ক্রিকেট বোর্ড ৫১ কোটি টাকা দিয়েছে। এ প্রসঙ্গে কপিল বলেন, ‘বিসিসিআই ইতিমধ্যেই প্রধানমন্ত্রী কেয়ারস ফান্ডে ৫১ কোটি টাকা দিয়েছে। প্রয়োজনে আরও দিতে পারবে। এর জন্য তহবিল সংগ্রহ করার দরকার নেই।’

বিশ্বকাপজয়ী প্রাক্তন ভারত অধিনায়ক আরও বলেন, ‘পরিস্থিতি খুব শীঘ্রই স্বাভাবিক হওয়ার সম্ভাবনা নেই। সুতরাং কোনও ক্রিকেট ম্যাচের আয়োজনের অর্থ আমাদের ক্রিকেটারদের ঝুঁকির মধ্যে ফেলে দেওয়া, যা আমাদের দরকার নেই।’ কপিলের মতে, কমপক্ষে পরবর্তী ছ’মাস আমাদের ক্রিকেটকে গুরুত্ব দেওয়া উচিত নয়।

উল্লেখ্য, বুধবার ইসলামাবাদে পিটিআই-কে এক সাক্ষাৎকারে প্রাক্তন পাক স্পিডস্টার বলেন, ‘ভারত-পাকিস্তান দু’দেশেই প্রচুর মানুষ করোনায় আক্রান্ত হচ্ছেন। তাই এই কঠিন পরিস্থিতি কিছুটা স্বাভাবিক হলে দুই দেশের মধ্যে তিন ম্যাচের ওয়ান ডে সিরিজ খেলা উচিত। সেখান থেকে যে অর্থ উঠবে তা তা দু’দেশের ত্রাণ তহবিলে জমা করা যেতে পারে।’

নরেন্দ্রপুরে চাঁদা তুলে জীবাণুমুক্ত করছে স্থানীয় বাসিন্দারা

কলকাতা, ৯ এপ্রিল (হি স):করোনা আতঙ্কে ঘুম উড়েছে শহরবাসীর। ক্রমাগত বেড়েই চলেছে করোনা আক্রান্তের সংখ্যা। তাই এবার করোনা সচেতনতায় চাঁদা তুলে স্থানীয় বাসিন্দারাই করছে জীবাণুমুক্তর কাজ।

লাফিয়ে লাফিয়ে বাড়ছে করোনা আক্রান্তের সংখ্যা। আর তাই করোনা আতঙ্কে দেশজুড়ে চলছে লকডাউন। কিন্তু কোনোভাবেই যাতে না ছড়িয়ে পড়ে সংক্রমণ। তাই সুরক্ষা কথা চিন্তা করে নিজেরাই স্থানীয় বাসিন্দারা নিজেরাই উদ্যোগ নিল জীবাণুমুক্ত করার। তাই রাস্তায় নেমে চাঁদা তুলে স্থানীয় বাসিন্দারা জীবাণুমুক্ত করছে নরেন্দ্রপুর।

উল্লেখ্য, ৯ এপ্রিলের হিসেব মত গত ২৪ ঘণ্টায় তিনজন সুস্থ রোগী সহ রাজ্যে ১৬ জনকে সুস্থ করে বাড়ি পাঠান হয়েছে বলেই জানিয়েছে স্বাস্থ্য মন্ত্রক। সেই সঙ্গে সুস্থ হলেও সন্তানরা আক্রান্ত থাকায় এখনও হাসপাতাল থেকে ছাড়া পাননি আরও দুজন। এখনও চিকিৎসাধীন ৮০ জন রোগী। এছাড়া মারা গেছেন পাঁচজন। ফলে সব মিলিয়ে সরকারি হিসেব মত রাজ্যে করোনা ভাইরাসে আক্রান্ত হয়েছেন ১০৩ জন।

রোনায় বাংলাদেশে আরও একজনের মৃত্যু, নতুন ১১২ সহ মোট শনাক্ত ৩৩০

নিজস্ব প্রতিনিধি,ঢাকা,এপ্রিল ০৯।। করোনাভাইরাসে দেশে নতুন করে আরও একজনের মৃত্যু হওয়ায় মৃতের সংখ্যা বেড়ে ২১ জনে দাঁড়িয়েছে। এছাড়া গত ২৪ ঘণ্টায় আরও ১১২ জন করোনাভাইরাস সংক্রমিত রোগী শনাক্ত হয়েছেন। এ নিয়ে দেশে মোট শনাক্তের সংখ্যা দাঁড়াল ৩৩০।

বৃহস্পতিবার স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের কোভিড-১৯ সংক্রান্ত নিয়মিত অনলাইন ব্রিফিংয়ে স্বাস্থ্যমন্ত্রী জাহিদ মালেক এসব তথ্য জানান।তিনি বলেন, গত ২৪ ঘণ্টায় সারাদেশে ১ হাজার ৯৭ জনের নমুনা পরীক্ষা করে ১১২ জনের করোনা পজিটিভ শনাক্ত হয়েছে। এসময়ে করোনাভাইরাসে আক্রান্ত হয়ে একজনের মৃত্যু হয়েছে।নমুনা পরীক্ষার হার বৃদ্ধি পাওয়ায় করোনা আক্রান্ত শনাক্তের সংখ্যাও বৃদ্ধি পেয়েছে বলে উল্লেখ করেন মন্ত্রী।তিনি পরিস্থিতি মোকাবিলায় প্রধানমন্ত্রী ও বিশেষজ্ঞদের পরামর্শ অনুযায়ী সকলকে ঘরে থাকার আহ্বান জানান।গত ৮ মার্চ বাংলাদশে প্রথম করোনাভাইরাস আক্রান্ত

ছয়ের পাতায়

বাংলাদেশে দাবীকৃত টাকা না দেয়ায় ফেসবুকে ফ্যাক আইডি খুলে অপপ্রচার

নিজস্ব প্রতিনিধি,ঢাকা,এপ্রিল ০৯।। বাংলাদেশের নারায়ণগঞ্জ জেলার সিদ্ধিরগঞ্জে ফেসবুকে ফ্যাক আইডি খুলে এবং অনলাইন সংবাদ মাধ্যমে উদ্দেশ্য প্রনোদিত ভাবে হেয় প্রতিপন্ন করার লক্ষ্যে অপপ্রচারের প্রতিবাদে ভুক্তভোগী যুব মহিলালীগ নেত্রী চম্পা ভুঁইয়া সংবাদ সম্মেলন করেছেন। বৃহস্পতিবার (৯ এপ্রিল) বিকাল ৫টায় সিদ্ধিরগঞ্জ পুলস্থ এস এম টাওয়ারে এ সংবাদ সম্মেলনটি অনুষ্ঠিত হয়।

সংবাদ সম্মেলনে চম্পা ভুঁইয়া উপস্থিত গনমাধ্যম কর্মীদের উদ্দেশ্যে বলেন, সিদ্ধিরগঞ্জের শিমরাইল এলাকার জাহাঙ্গীরের স্ত্রী সুমি বেগমের দাবীকৃত ৫ লাখ টাকা না দেয়ায় ফেসবুকে ফ্যাক আইডি খুলে আমার বিরুদ্ধে অপপ্রচারে লিপ্ত হয়েছে। সিদ্ধিরগঞ্জসহ নারায়ণগঞ্জের অনেকেই জানেন বিগত দিনে আমার একটি সমস্যা হয়েছিল। সেই সমস্যা চলাকালীন সময় আমি আড়াই মাস সুমির বাসায় অবস্থান নেই। সেখানে অবস্থান নেয়ার পর সুমি বেগমের অপকর্মের নানা বিষয় আমি জেনে যাই। সুমি বেগম দীর্ঘদিন যাবৎ ওই এলাকায় মাদক ব্যবসা করে আসছে। এমনকি তার বাসায়ও মাদক সেবনের আড্ডা বসে। বিভিন্ন জায়গা থেকে লোকজন এসে তার বাড়িতে মাদক সেবন করে। এছাড়াও ভান্ডারী তরিকার অনুষ্ঠানের নামে মাদকের আড্ডা বসায়। কিছুদিন আগে তার বাড়ীতে মাদক ব্যবসা নিয়ে একজন খুনও হয়েছে।

চম্পা বলেন, আমার একটি সামাজিক সংগঠনের মিটিংয়ের জন্য ৬/৭ জন্য সদস্য জালাল ভাইয়ের বাসায় বসি। মিটিং শেষে উপস্থিত সবাইর মধ্যে কয়েকজন রয়েছে যারা সিগারেট সেবন করে। হঠাৎ সুমির জামাই জাহাঙ্গীর ভাই আমাকে বলে সিগারেট সেবন করার জন্য। তখন দুষ্টুমি করে আমি সিগারেট সেবন করি। এর ফাঁকে কখন যে ছবি তুলেছে আমি বলতে পারি না। পরবর্তীতে সুমি ও তার স্বামী আমাকে এই ছবি দেখিয়ে ব্লাকমেইল করে ৫ লাখ টাকা দাবী করে।

আমি এতে অস্বীকৃতি জানালে তারা এই ছবি আমার স্বামী ও শশুর বাড়িতে পাঠাবে বলে আমাকে হুমকি দেয়।

চম্পা আরো বলেন, তাদের অনেক অপকর্মের তথ্য আমি জেনে ফেলায় তাই তারা তাদের অপকর্ম ঢাকতে ফেসবুকে ফ্যাক আইডি খুলে আমার সিগারেট সেবনের ছবি পোষ্ট করে অপপ্রচার চালাচ্ছে। সিগারেট সেবন যদি মাদক সেবন হয় তাহলে এদেশের ৯০ শতাংশ মানুষ মাদক সেবী। আর এই ছবিটি দেখে কিছু সাংবাদিক ভাই যাচাই না করেই নিউজ করছেন। আমি সাংবাদিক ভাইদেরকে অনুরোধ করবো যেন তারা সংবাদ পরিবেশনের আগে ভালো ভাবে অনুসন্ধান করে নেয়। কারণ হুট করে একটি নিউজ করে দিয়ে মানুষকে হেয় করা গনমাধ্যমের কাজ নয়। আমি চক্রান্তকারী মাদক ব্যবসায়ী সুমি গংদের বিরুদ্ধে আইনগত ব্যবস্থা নিব। তারা নব্য আওয়ামীলীগার। ২০১৮ সালের নির্বাচনের সময় তাদের আবির্ভাব হয়েছে। তাদের অপকর্ম চালু রাখতে আমাদের মত ত্যাগী আওয়ামীলীগের কর্মীদেরকে মাঠ থেকে সড়াতে এই অপপ্রচার চালিয়ে যাচ্ছে। আমি এই অপপ্রচারের তীব্র নিন্দা জানাই।

করোনা পরিস্থিতি স্বাভাবিক না হওয়া পর্যন্ত খালেদা জিয়া সেল্ফ আইসোলেশনে থাকবেন: মির্জা ফখরুল

নিজস্ব প্রতিনিধি,ঢাকা,এপ্রিল ০৯।। কারাগার থেকে ছয় মাসের জন্য মুক্তি পাওয়ার পর রাজধানীর গুলশানে নিজ বাসভবনে ১৪ দিনের হোম কোয়ারেন্টাইন শেষ করলেও দেশে করোনাভাইরাস পরিস্থিতি স্বাভাবিক না হওয়া পর্যন্ত সেল্ফ আইসোলেশনে থাকবেন বিএনপি চেয়ারপার্সন খালেদা জিয়া।

বৃহস্পতিবার বিএনপি মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর সাংবাদিকদের বলেন,দেশ এখন কার্যত লকডাউনের আওতায় রয়েছে। এ পরিস্থিতিতে, শতভাগ সুরক্ষার জন্য তাকে (খালেদা জিয়া) কোয়ারেন্টিনে থাকতে হবে। তিনি সেখানে নিরাপদে থাকবেন।দেশে করোনা পরিস্থিতি স্বাভাবিক না হওয়া পর্যন্ত খালেদা জিয়া তার গুলশানের বাসভবনে কোয়ারেন্টাইনে থাকবেন। পরে আমরা তার চিকিৎসা ও অন্যান্য সমস্যা সম্পর্কিত পরবর্তী পদক্ষেপ গ্রহণ করব, যোগ করেন তিনি।

বিএনপি চেয়ারপার্সনের স্বাস্থ্যের অবস্থা সম্পর্কে জানতে চওয়া হলে ফখরুল বলেন,খালেদা এখনও খুবই অসুস্থ এবং তার অবস্থার তেমন উন্নতি হয়নি। আমাদের অন্যতম প্রধান দাবি ছিল চিকিৎসার জন্য তাকে বিদেশ পাঠানো। দুর্ভাগ্যক্রমে সরকার সে অনুমতি দেয়নি।করোনাভাইরাস প্রাদুর্ভাবের কারণে বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকরা তাকে প্রয়োজনীয় স্বাস্থ্যসেবা দিতে পারছেন না। তবে তার ব্যক্তিগত চিকিৎসকরা যতটা সম্ভব তাকে চিকিৎসা দিচ্ছেন। আমরা আশা করি, এই চিকিৎসায় তিনি ভালো থাকবেন, যোগ করেন ফখরুল।

বিএনপি চেয়ারপারসনের ব্যক্তিগত চিকিৎসক দলের সদস্য ডা. এ জেড এম জাহিদ হোসেন বলেন, ম্যাডামের ১৪ দিনের কোয়ারেন্টিন আজ শেষে হয়েছে।

ছয়ের পাতায়

হরেকরকম ○ হরেকরকম ○ হরেকরকম

জন্মদিনে পরিবার থেকে দূরে জয়া, আবেগঘন বার্তা স্বামী, সন্তানদের

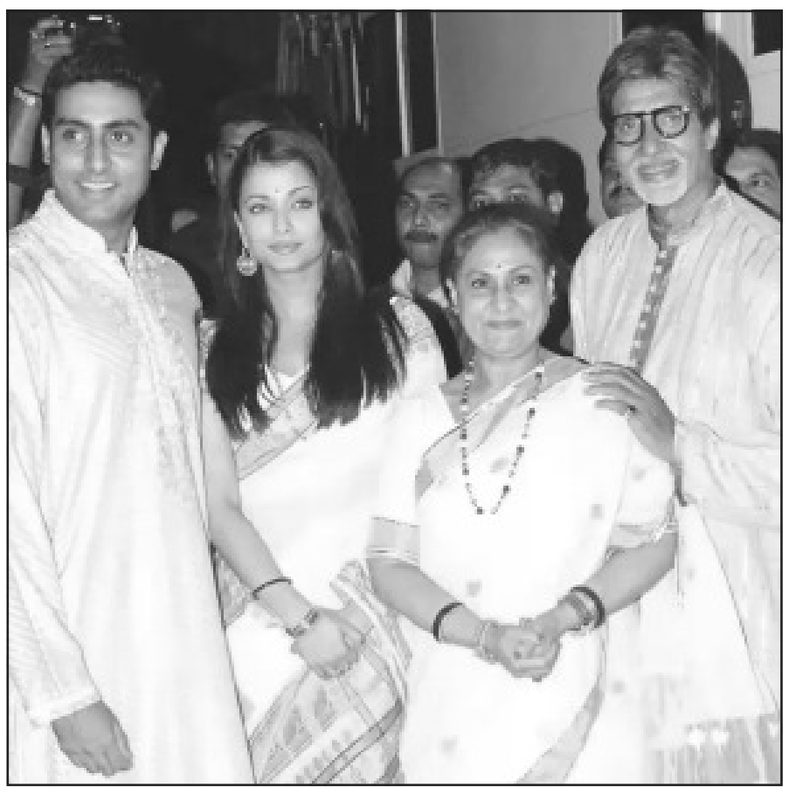

বয়স তাঁর কাছে নিতান্তই এক সংখ্যামাত্র। জন্মদিন ফিরে ফিরে আসে অন্য মানে নিয়ে। তিনি জয়া বচ্চন। সত্তরের দশকের মিষ্টি বাঙালি মেয়ে থেকে বলিউডের বচ্চন পরিবারের দাপুটে অভিনেত্রী হয়ে ওঠা এ অভিনেত্রী আজ ৭২-এ পা দিলেন। প্রতিবছর ঘটা করে পরিবারের সদস্যদের সঙ্গে জন্মদিন উদযাপন করলেও এবার ব্যতিক্রম ঘটল। এ বছর জন্মদিন পরিবারের সঙ্গে কাটানোর সুযোগ পেলেন না জয়া বচ্চন। লকডাউনের কারণে তিনি আটকে রয়েছেন দিল্লিতে। তাই বলে থেমে থাকেনি শুভেচ্ছাবিনিময়। বরং আবেগঘন শুভেচ্ছাবার্তা দিয়ে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে সাড়া ফেলেন সন্তানেরা। জন্মদিনের সকালে ইনস্টাগ্রামেই মাকে উইশ করলেন অভিষেক বচ্চন ও শ্বেতা বচ্চন নন্দা। টুইটারে বার্তা দিয়েছেন স্বামী অমিতাভও।

অভিষেক লেখেন, 'প্রত্যেক সন্তানের কাছেই সবচেয়ে প্রিয় শব্দ মা। শুভ জন্মদিন মা। যদিও লকডাউনের জন্য তুমি এখন আমাদের থেকে অনেক দূরে দিল্লিতে। তবুও জানবে প্রতি মুহূর্তে আমরা তোমার কথাই মনে করছি, মনের মধ্যে শুধু তুমিই আছো। তোমায় ভালোবাসি মা...'। আর বেশ কিছুদিন আগে এক সাক্ষাতারে অভিষেক জানিয়েছিলেন, জয়া বচ্চন তাঁর কাছে শুধুই মা। ছোট থেকে মায়ের কোনো ছবি দেখতেন না তিনি। যখন ঠিক করলেন নিজে অভিনয় করবেন, তখন জয়ার ছবি দেখা শুরু করেন। মায়ের অনস্ক্রিন পারফরম্যান্স মুগ্ধ করেছিল ছেলেকে। তিনি বলেছিলেন, 'বাবার সঙ্গে সিনেমা দেখাটা মজার। কিন্তু মা অনস্ক্রিন কাঁদলেও আমার মন খারাপ হয়ে যায়। আসলে মায়ের সঙ্গে আমার ব্যক্তিগত বন্ডিংটা একেবারে আলাদা।'স্বামী অমিতাভ বচ্চনের সঙ্গে জয়া।

শ্বেতা লিখেছেন, 'তোমাকে আমার মনে নিয়ে ঘুরি মা। যেখানেই যাই না কেন, তুমি সব সময়ে আমার সঙ্গে থাকো। হ্যাপি বার্থডে মা।' দুই সন্তানের পাশাপাশি অমিতাভ বচ্চনও এই বিশেষ দিনে শুভেচ্ছা জানাতে ভোলেননি। টুইট বার্তায় এদিন অনুরাগীদের জন্য জয়ার পক্ষে ধন্যবাদ জানালেন অমিতাভ। তিনি জানান, 'যারা জয়াকে ওর জন্মদিনে শুভেচ্ছা জানিয়েছ, সবাইকে আমার আন্তরিক ধন্যবাদ ও ভালোবাসা। ওকে মনে করার জন্য ধন্যবাদ। সবাইকে ব্যক্তিগতভাবে জবাব দেওয়া সম্ভব নয়, তাই এখানেই তোমাদের সবাইকে অনেক ভালোবাসা পাঠিয়েছে জয়া। শুভেচ্ছা বার্তার জন্য অনেক ধন্যবাদ।'

১৯৪৮ সালের আজকের দিনে ভারতের মধ্য প্রদেশের জব্বলপুরে জন্ম হয় জয়ার। ছোট থেকেই জেদি স্বভাবের জয়া যখন যা চাইতেন, তা অর্জন করেই তবে শান্ত হতেন। খেলাধুলায় বিশেষ আগ্রহ ছিল জয়ার। ভর্তি হয়েছিলেন পুনে ফিল্ম ইনস্টিটিউটে। তবে তার আগে তিনি সত্যজিৎ রায়ের 'মহানগর' ছবিতে কাজ করে ফেলেন। ১৯৬৬ সালে ভারতসেরা এনসিসি ক্যাডেট সম্মানে সম্মানিত হন জয়া।

তবে জয়া বচ্চনের আরেক পরিচিতি হলো তাঁর আদি নিবাস বাংলাদেশে! চলচ্চিত্র অভিনেত্রী ও রাজনীতিবিদ জয়া বচ্চনের পৈতৃক আদি নিবাস নেত্রকোনা জেলার পূর্বধলা উপজেলায়। দেশ বিভাগের আগে তাঁর বাবা তরুণ কুমার ভাদুরী কলকাতায় চলে যান। ১৯৭৩ সালের ৩ জুন বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ হন অমিতাভ ও জয়া। অসাধারণ অভিনয়ের জন্য জয়া তিনবার ফিল্মফেয়ারে সেরা অভিনেত্রীর শিরোপা পেয়েছেন। ২০০৭ সালে পেয়েছেন লাইফটাইম অ্যাচিভমেন্টের সম্মান।

একসময় জয়া বচ্চন ও অমিতাভ বচ্চন দুজনই বলিউড কাঁপিয়েছেন। তবে এখনো অমিতাভ বচ্চন মর্যাদার শীর্ষে রয়েছেন। তাঁরা দুজনই চান, জীবনের শেষ সময় পর্যন্ত একে অন্যের হাতে হাত রেখে জীবনটা কাটিয়ে দিতে।

ঈদে মুক্তি পাবে না সালমানের ছবি

ঈদ মানেই সালমান খানের ছবি। ভাইজানের অসংখ্য অনুরাগী এই দিনের প্রতীক্ষায় থাকেন। তবে এবার করোনা বোধ হয় সবার আশায় জল ঢালতে চলেছে। এ বছর ঈদে সালমানের 'রাধে: ইওর মোস্ট ওয়ান্টেড ভাই' ছবিটি মুক্তি পাবে না।

প্রভু দেবা পরিচালিত 'রাধে' ছবির শুটিং শেষ পর্যায়ে এসে আটকে গেছে। সংশ্লিষ্ট সূত্র বলছে, এই ছবির শুটিং অনেক দিন আগেই শেষ হয়ে যেত কিন্তু বিশ্বজুড়ে করোনাভাইরাস সংক্রমণের কারণে 'রাধে' ছবির থাইল্যান্ড অংশের শিডিউল বাতিল করা হয়। যদিও মুম্বাইতে এর লোকেশন পরিবর্তন করা হয় এবং করোনার মধ্যেও সালমান ছবির শুটিং বন্ধ রাখেননি। শুটিং চলাকালীন সেটে করোনা-সংক্রান্ত সব রকম সতর্কতা নেওয়া হতো। 'রাধে' ছবির মাত্র ৮ থেকে ১০ দিনের শুটিং বাকি ছিল। এ ছাড়া সালমান ও দিশা পাটানির একটা গানের দৃশ্য শুটিং করার কথা ছিল। নির্মাতারা চেয়েছিলেন মার্চের মধ্যে ছবিটির শুটিং শেষ করতে। কিন্তু গত ১৬ মার্চ বিনোদন-সংশ্লিষ্ট সংগঠনগুলো ঘোষণা করে যে ১৯ মার্চ থেকে কোনো ছবি, ধারাবাহিক ও ওয়েব সিরিজের শুটিং হবে না। তা ছাড়া ভারতের প্রধানমন্ত্রী ১৪ এপ্রিল পর্যন্ত লকডাউন ঘোষণা করেছেন। তাই সব ছবির শুটিং এখন বন্ধ। এদিকে প্রযোজনা-পরবর্তী কাজও আটকে আছে। কারণ, ভিএফএক্স স্টুডিওগুলো এখন বন্ধ। তাই লকডাউন শেষ হওয়া ছাড়া কাজ করার আর কোনো সুযোগ নেই। ১৪ এপ্রিল যদি লকডাউন উঠে যায়, তাহলেও 'রাধে' ছবির ঈদের দিন মুক্তি পাওয়ার সম্ভাবনা ক্ষীণ। কারণ, লকডাউনের পর হাতে থাকবে ৪০ দিনেরও কম সময়। তাই অল্প সময়ের মধ্যে এই বিগ বাজেটের ছবি মুক্তি দেওয়া বড় ধরনের চ্যালেঞ্জ সালমান খান। বলিউড বিশেষজ্ঞেরা বলছেন, 'সূর্যবংশী' ও '৮৩' ছবি দুটির মুক্তির দিন যথাক্রমে ২৪ মার্চ ও ১০ এপ্রিল। তাই এই ছবিগুলো হয়তো আগে মুক্তি পাবে। তার পর 'রাধে'-এর মুক্তি পাওয়া উচিত। প্রভু দেবা পরিচালিত এই ছবিতে সালমান খানের নায়িকা হিসেবে দিশা পাটানিকে দেখা যাবে।

হৃতিকের প্রেমে হাবুডুবু খাচ্ছেন নোরা

করোনার তাণ্ডবে সারা বিশ্ব আতঙ্কিত। এদিকে বলিউডের 'ডান্স কুইন' নোরা ফতেহি নিজের মনের কথা ফাঁস করলেন। ছবির সংখ্যা তাঁর হাতে গোনা। কিন্তু এই মুহূর্তে বলিউড ইন্ডাস্ট্রিতে নোরা রীতিমতো রাজ করছেন। তাঁর নাচের তালে মুগ্ধ নয় থেকে নব্বই। অভিনয় দিয়ে নয়, নাচ এবং আবেদন দিয়েই সবার মন জয় করেছেন তিনি।

হাজার হাজার তরুণ নোরার প্রেমে হাবুডুবু খাচ্ছেন। এদিকে নোরা আবার এক বলিউড সুপারস্টারের প্রেমে মগ্ন। সম্প্রতি নিজের মনের কথা ফাঁস করেন এই বিটাউন কন্যা। নোরা বলেছেন, 'আমি বলিউডের এক অভিনেতাকে সত্যি হৃদয় দিয়ে ভালোবাসি। আর তিনি হৃতিক রোশন। আমি বরাবরই ওনাকে ভালোবেসে এসেছি। এই জীবনে একবার হলেও এই অসাধারণ অভিনেতার সহঅভিনেত্রী হয়ে আমি কাজ করতে চাই।'

হৃতিকের অনেক বড় ভক্ত নোরা। হৃতিকের সঙ্গে নাচের তালে তাল মেলাতে চান তিনি। হৃতিকের প্রসঙ্গে নোরা আরও বলেন, 'আমি হৃতিকের অভিনয় থেকে নাচ সবকিছুই দারুণ পছন্দ করি। আমি ওনার মতো ডান্সার হতে চাই। আমার খুব ইচ্ছা একবার হৃতিকের সঙ্গে নাচ করার।'

'স্ট্রিট ডান্সার থ্রিডি' ছবিতে নোরা সবার নজর কেড়েছিলেন। এই ছবিতে বরুণ ধাওয়ান এবং শ্রদ্ধা কাপুরের মতো সহশিল্পীকে রীতিমতো টক্কর দিয়েছিলেন তিনি। শুধু পর্দাতেই নয়, মঞ্চেও তিনি পারফর্মার হিসেবে ঝড় তোলেন। বলিউডের এই সাহসী অভিনেত্রীর ইনস্টাগ্রামে অনুরাগীর সংখ্যা ১ কোটি ২৩ লাখ। সবার হৃদয় হরণকারী এই নায়িকা এদিকে হৃতিককে তাঁর মন দিয়ে বসেছেন।

আইটেম গানের শিল্পী হিসেবে নোরা বলিউডের বেশ কিছু ছবিতে নজর কেড়েছেন। সেগুলোর মধ্যে 'বাহুবলী: দ্য বিগিনিং', 'কিক টু', 'শের', 'লোফার', 'সত্যমেব জয়তে', 'স্ত্রী', 'ভারত', 'বাটলা হাউস' ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য। হিন্দির পাশাপাশি দক্ষিণী ছবিতেও নোরা সমান দক্ষ। তেলুগু, মালয়ালম এবং তামিল ছবিতেও তাঁর সরব উপস্থিতি নজর কাড়ে। তবে কেবল বড় পর্দাই নয়, ছোট পর্দা এবং মিউজিক ভিডিওতেও সমান জনপ্রিয় তিনি। 'বিগ বস ৯', 'ঝালাক দিখ লা যা', 'কমেডি নাইটস', 'এমটিভি ট্রল পুলিশ'সহ অন্যান্য রিয়েলিটি শোতেও তাঁর পারফরম্যান্স নজরকাড়া।

ভারতের বাইরে থেকে এসে যাঁরা বলিউডে দাপটের সঙ্গে নিজেকে প্রতিষ্ঠা করেছেন, তাঁদের মধ্যে ২৭ বছর বয়সী নোরা ফাতেহি অন্যতম। অথচ নোরা নাকি কোনো দিন প্রথাগতভাবে নাচই শেখেননি। তাঁর নাচের গুরুর নাম ইউটিউব। মরোক্কান মা—বাবার ঘরে ১৯৯২ সালের ৬ ফেব্রুয়ারি জন্ম কানাডায়। বেড়ে ওঠা সেখানেই। আর ক্যারিয়ার ভারতে। তাই ভারতীয়-আরব-কানাডিয়ান সংস্কৃতির মিশেলে তাঁর নাচের ভঙ্গিমা অন্য সবার চেয়ে আলাদা।

ভুয়া ছবি শেয়ার করে লজ্জায় অমিতাভ বচ্চন

ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি শুক্রবার এক ভিডিও বার্তায় লকডাউনে ভারতবাসীকে দীপাবলি পালনের দিকনির্দেশনা দেন। রোববার ৬ এপ্রিল রাত

মোমবাতি, টর্চলাইট বা নিদেনপক্ষে মোবাইলের লাইট জ্বালিয়ে ঘরে কোয়ারেন্টিনে থেকে দীপাবলির উৎসব পালন করতে বলেন তিনি। এভাবেই ভারতীয়দের একতাবদ্ধতার শক্তি বেরিয়ে আসবে।

সরকারের এই ঘোষণার প্রচারণাও করেন অমিতাভ বচ্চন। একইভাবে টর্চ জ্বলিয়ে দীপাবলিও পালন করেন। ১৪ ঘণ্টা আগে একটি ছবি শেয়ার করেছেন তিনি। সেখানে অন্ধকারে জ্বলজ্বল করছে ভারতের মানচিত্রের মতো একটা অংশ। ক্যাপশনে এই বিগ বি লেখেন, 'বিশ্ব আমাদের দেখছে। আমরা এক (উই আর ওয়ান)।'

একজন লিখেছেন, 'এটা একটা ফেইক ছবি, স্যার। একটা বানানো ছবি নিয়ে মাতামাতি করার কিছু নেই।' আরেকজন লিখেছেন, 'শেয়ার করার আগে আরেকবার ভাবুন মিস্টার বচ্চন।'

এরপর অমিতাভ বচ্চন একটি ছোট্ট সিনেমাও শেয়ার করেন, যেখানে পরিচ্ছন্নতাকর্মী, ডাক্তার, পুলিশসহ অন্যদের ধন্যবাদ জানানো হয়েছে। বলা হয়েছে, 'তাঁদের ধন্যবাদ, কৃতজ্ঞতা, যাঁরা আপনার আর করোনার মাঝখানে দেয়াল হয়ে দাঁড়িয়েছেন।'

অন্যদিকে শোনা যাচ্ছে, কাজ হারানো ১ লাখ চলচ্চিত্র-টিভিকর্মীর পরিবারকে প্রতি মাসে রেশন দেবেন অমিতাভ বচ্চন। এ কাজে তাঁকে সহায়তা করবে সনি পিকচার্স নেটওয়ার্কস ও কল্যাণ জুয়েলার্স।

বিষয়টি নিশ্চিত করে সনি পিকচার্স নেটওয়ার্কস ইন্ডিয়ার ব্যবস্থাপনা পরিচালক ও সিইও এনপি সিং বলেছেন, 'আমরা এক ভয়ংকর সময়ের ভেতর দিয়ে যাচ্ছি। সে জন্য অমিতাভ জি "উই আর ওয়ান" নামে একটি উদ্যোগ নিয়েছেন। ভারতে ছোট ও বড় পর্দার সঙ্গে জড়িত বেকার হয়ে পড়া ১ লাখ পরিবারকে খাবার দেওয়া হবে।' সনি পিকচার্স এ জন্য বেশ কয়েকটি সুপারমার্কেট ও মুদি ব্যবসায়ীর সঙ্গে চুক্তি করেছে। ইতিমধ্যে কুপন বিতরণ করা হয়েছে। তা ছাড়া আর্থিক সহায়তার ব্যবস্থাও আছে।

২০১০ সাল থেকে সনি টিভিতে জনপ্রিয় রিয়েলিটি শো 'কৌন বনেগা ক্রোড়পতি' সঞ্চালনা করছেন ৭৭ বছর বয়সী বলিউডের এই শাহেনশাহ। আর বচ্চন পরিবারের প্রায় সবাই কল্যাণ জুয়েলার্সের বিজ্ঞাপনচিত্রে মডেল হয়েছেন। এদিকে 'ফ্যামিলি' নামের একটি স্বল্পদৈর্ঘ্য ছবিতে দেখা দেবেন অমিতাভ। এতে করোনাভাইরাসে ঘরে থাকা, স্বাস্থ্যবিধি বজায় রাখা ও সামাজিক দূরত্বের গুরুত্ব তুলে ধরা হয়েছে। কঠিন সময়ে মানুষের সহনশীলতার বিষয়টি উঠে আসবে ছবিটিতে। এতে আরও অংশ নিয়েছেন রজনীকান্ত, প্রিয়াঙ্কা চোপড়া, আলিয়া ভাট, সোনালি কুলকার্নি, দিলজিৎ দোসাঞ্জ, চিরঞ্জীবী, মোহনলাল, মামুতি, শিব রাজ কুমার ও প্রসেনজিৎ চট্টোপাধ্যায়। আজ ৬ এপ্রিল এটি সনি নেটওয়ার্কে প্রচার হবে।

লকডাউনে ঘরেই শুটিং সারলেন অমিতাভ বচ্চন, রজনীকান্ত, প্রিয়াঙ্কারা

লকডাউনে পুরো ভারত যখন ঘরবন্দী, এ সময়ে ঘরে বসে সিনেমার শুটিংয়ে অংশ নিয়েছেন ভারতের বিভিন্ন ইন্ডাস্ট্রির নামকরা সব তারকা। ছবিটি দেখে মনে হতে পারে, লকডাউন অমান্য করে কীভাবে শুটিং করলেন অমিতাভ বচ্চন, রজনীকান্ত, প্রিয়াঙ্কা চোপড়া, প্রসেনজিৎ চট্টোপাধ্যায়ের মতো তারকারা! আসলে ঘরে বসে একা একাই শুটিং করেছেন এই তারকারা।বলিউড, কলিউড ও টালিউডের বড় সব তারকাকে নিয়ে নির্মিত স্বল্পদৈর্ঘ্য চলচ্চিত্র 'ফ্যামিলি'। সনি পিকচার্স নেটওয়ার্কে গত সোমবার প্রকাশ পেয়েছে ছবিটি। শুটিংয়ের জন্য কাউকেই কারও সঙ্গে দেখা করতে হয়নি, একসঙ্গে কোথাও জড়ো হতে হয়নি। শুটিং হয়েছে অনলাইনে। জানা গেছে, চলচ্চিত্রের স্বল্প আয়ের কলা-কুশলীদের জন্য তহবিল সংগ্রহ করতে নির্মাণ করা হয়েছে ছবিটি। এ ছবি থেকে আয় করা অর্থ সাহায্য হিসেবে দেওয়া হবে ভারতের বিভিন্ন ইন্ডাস্ট্রির স্বল্প আয়ের কলাকুশলীদের। ছবিটি প্রসঙ্গে টুইটে অমিতাভ বচ্চন জানিয়েছেন, এই ছবিটি কেবল লকডাউনে ঘরবন্দী দর্শকদের জন্য নয়আমাদের ছবির দুনিয়াটাও একটি পরিবার। তাই যাঁরা দৈনিক মজুরিতে এখানে কাজ করেন, তাঁদের পরিবারের পাশে রয়েছে পুরো ইন্ডাস্ট্রি।'ফ্যামিলি' ছবির প্রযোজক করণ জোহর জানিয়েছেন, শুধু এই কজন বড় তারকাই নন, এই পরিবারের সদস্য আলিয়া ভাট, মোহনলাল, মামুট্টি, চিরঞ্জীবী, শিব রাজকুমার, সোনালি কুলকার্নি, দিসজিৎ দোসাঞ্জ। এই পরিবারের কর্তা অমিতাভ। তিনি তাঁর একটি সানগ্লাস হারিয়ে ফেলেছেন। সেটার খোঁজেই একে একে এসে যোগ দেবেন বড় তারকারা। সবাই নিজের বাড়িতে বসে এ ছবির জন্য কাজ করেছেন। ঘরে বসে কাজ করার ধারণা থেকেই এ ছবি নির্মাণের চিন্তা এসেছে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদের। 'ফ্যামিলি' ছবিটির সহপ্রযোজক কল্যাণ জুয়েলার্স এবং অমিতাভ বচ্চন আর পরিচালনা করেছেন প্রসূন পান্ডে। বাড়িতে বসেও যে বড় কাজ করা যায়, তার একটি নজির সৃষ্টি করলেন ভারতের চলচ্চিত্রশিল্পের একদল গুণী মানুষ। এনডিটিভি

করোনার সঙ্গে যুদ্ধের পারিবারিক গল্প

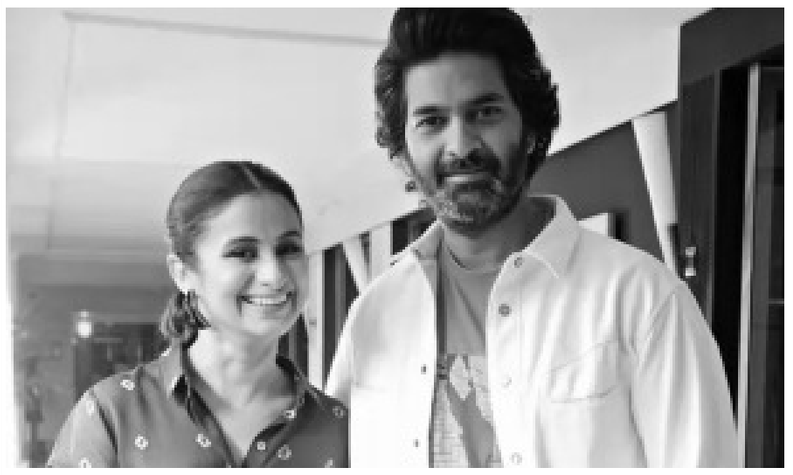

'রক অন' সিনেমার অভিনয়শিল্পী পূরব কোহলি, স্ত্রী লুসি পেটন, মেয়ে ইনায়া ও ছেলে ওসিয়ান- পরিবারের চার সদস্যের সবাই করোনায় আক্রান্ত। তাঁদের পারিবারিক ডাক্তারই নিশ্চিত করেন যে তাঁদের কোভিড-১৯ পজিটিভ। ইনস্টাগ্রামে এক পোস্টে ৪১ বছর বয়সী এই বলিউড তারকা জানিয়েছেন বিস্তারিত।

লন্ডন থেকে তিনি লিখেছেন, 'আমাদের পুরো পরিবার করোনায় আক্রান্ত। আমরা নিজেদেরকে দুই সপ্তাহ ধরে সবার থেকে বিচ্ছিন্ন রেখেছি। অনেকটা সাধারণ ঠান্ডা, জ্বরের মতোই। তবে গলা সাধারণ ফ্লুর চেয়ে বেশি আক্রান্ত হয়। আর মনে হয় যেন দম নিতে পারছি না। আমাদের ৩ জনের ১০০-১০১ জ্বর ছিল। কিন্তু আমার ছেলে ওসিয়ানের টানা পাঁচদিন ১০৪ জ্বর ছিল। আমরা নিয়মিত ডাক্তারের সঙ্গে যোগাযোগ রেখেছি। সমস্ত পরামর্শ মেনে চলেছি। আর এখন আমরা সুস্থ্য।'

১। পরিবারের প্রত্যেকে প্রতিদিন ৪-৫ বার গরম পানি, লবণ দিয়ে কুলকুচা করেছেন।
২। আদা, হলুদ আর মধু মিশিয়ে খেয়েছেন।
৩। প্রতিদিন গরম পানি পান করেছেন।
৪। গরম পানি দিয়ে গোসল করেছেন।
৫। বুকে বেশি কষ্ট হলে গরম পানির বোতল চেপে ধরেছেন। তাতে খানিক আরাম হয়েছে।
৬। ওষুধ চলেছে। সঙ্গে প্রচুর বিশ্রাম নিয়েছেন।

এখন তাঁরা সবাই মোটামুটি ভালো আছেন। তবে শারীরিক দুর্বলতা এখনো কাটিয়ে উঠতে পারেননি। সবাইকে উদ্দেশ্য করে এই "জাল" তারকা বলেন, "লন্ডনে প্রচুর মানুষ করোনায় আক্রান্ত। আমাদের পরিচিত অনেকেরই কোভিড ১৯ পজিটিভ। আপনারা সাবধানে থাকুন, সতর্ক থাকুন, ঘরে থাকুন। বিশ্রাম নিন। আপনি যদি করোনায় আক্রান্তও হন, ভেঙে পড়বেন না। আপনার শরীরকে যুদ্ধ করতে দিন। চিকিৎসকের পরামর্শ অনুযায়ী চলুন। আপনার শরীরের ক্ষমতা আছে করোনাকে হারানোর। আপনি কেবল সেই সমর্থনটা দিন।"

উত্তরবঙ্গ মেডিকেলে আর হবে না করোনা আক্রান্ত রোগীর চিকিৎসা : বিশেষজ্ঞ কমিটি

শিলিগুড়ি, ৯ এপ্রিল (হি. স.) : করোনাভাইরাসে আক্রান্ত রোগীর চিকিৎসা আর হবে না উত্তরবঙ্গ মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালে। শুক্রবার থেকে করোনার চিকিৎসার জন্য প্রধাননগরের একটি হাসপাতালকে অধিগ্রহণ করা হয়েছে। সেখানে রোগীদের স্ক্রিনিং করে করোনার উপসর্গ থাকলে মেডিকেলে তাঁর লালারসের নমুনা পাঠানো হবে। লালারসের পরীক্ষার রিপোর্ট পজিটিভ হলে সেই রোগীকে হিমাঞ্চল বিহারের বেসরকারি হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হবে। বৃহস্পতিবার উত্তরকন্যায় একটি বৈঠকের শেষে রাজ্যের করোনা বিষয়ক বিশেষজ্ঞ কমিটির প্রধান ডাঃ অভিজিৎ চৌধুরী এই কথা জানান।

এদিন দুপুরে দার্জিলিং, কালিম্পং এবং জলপাইগুড়ির প্রশাসনিক কর্তাদের নিয়ে উত্তরকন্যায় বৈঠক করেন দুই বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক। পরে অভিজিৎবাবু বলেন, 'উত্তরবঙ্গের সামগ্রিক পরিস্থিতির উপর নজর রাখা, এখানকার আট জেলার সঙ্গে সমন্বয় রেখে পরিস্থিতিয় মোকাবিলা করার জন্য ডাঃ গোপালকৃষ্ণ ঢালি শিলিগুড়িতে থাকছেন। আগামী দুই সপ্তাহ তিনি শিলিগুড়িতে থাকবেন।

এদিন তিনি বলেন, করোনা নিয়ে উত্তরবঙ্গে আতঙ্কের কিছুই হয়নি। এক-দুটো মৃত্যু হলেই সবাই আতঙ্কিত হয়ে যাচ্ছেন, করোনা মানেই হয়তো মৃত্যু-এসব ধারনা পুরোপুরি ভ্রান্ত। চিকিৎসক, নার্স এবং চিকিৎসাকর্মীদের মধ্যেও অনেকেই এই রোগ নিয়ে অযথা আতঙ্কিত হচ্ছেন, তা দূর করতেই আমি এসেছি।' তিনি আরও বলেন, 'করোনা মোকাবিলায় রাজ্য সরকার সবরকমের প্রস্তুতি নিয়ে রেখেছে। রাজ্যে ৬০টি কোভিড হাসপাতাল তৈরি করা হয়েছে। প্রত্যেকটিতেই চারটি করে ভেন্টিলেটর মেশিনও পাঠানো হয়ে গিয়েছে। তবে, করোনা হলেই ভেন্টিলেশন দিতে হবে বা হাইড্রক্সিক্লোরোকুইন ডোজ খাওয়াতে হবে এসব ধারনা পুরোপুরি ভিত্তিহীন।' নিজের অজ্ঞতা থেকেই মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প ভারতের কাছে এই ওষুধ চেয়েছেন বলেও মন্তব্য করেন তিনি।

লকডাউনে ক্ষুদ্র শিল্প চালু রাখার আবেদন মমতার

কলকাতা, ৯ এপ্রিল (হি. স.): লকডাউনের মধ্যে রাজ্যের ক্ষুদ্র শিল্প গুলিকে চালু রাখুন। রাজ্যের ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্পপতিরা মাস্ক তৈরি করুন। বৃহস্পতিবার নবান্ন বণিক সভার সাথে এক উচ্চপর্যায়ের বৈঠকে এই পরামর্শ দেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। একইসঙ্গে কারখানা খোলা রাখলে সে ক্ষেত্রে শ্রমিকদের জন্য পর্যাপ্ত নিরাপত্তা ব্যবস্থা নেওয়ার নির্দেশ দেন মুখ্যমন্ত্রী।

এদিন মুখ্যমন্ত্রী ব্যবসায়ীদের উদ্দেশ্যে বলেন, 'এমন মাস্ক তৈরি করুন যাতে সেগুলি পুনরায় ধুয়ে ব্যবহার করা যায়। কিছু কাজের এক্সপেরিমেন্ট করুন। ক্ষুদ্র এবং মাঝারি শিল্প গুলি মাস্ক তৈরি করুক।' একইসঙ্গে মুখ্যমন্ত্রী অনুরোধ করে বলেন, যে ব্যবসায়ীদের যেখানে কারখানা রয়েছে সেখানের বাজার বা বড় বিপণন সংস্থা রয়েছে এমন জায়গায় তারা দায়িত্ব নিয়ে স্যানিটাইজার রাখার ব্যবস্থা করুন। এতে সাধারণ মানুষ কোন জিনিস কেনার আগে নিজের হাত ধুয়ে ফেলতে পারবেন। পাশাপাশি তিনি পরামর্শ দিয়ে বলেন, গ্রামাঞ্চলের দিকে দিয়ে উঁচু করে একটি জায়গায় স্যানিটাইজার রাখার ব্যবস্থা করুন এছাড়া শহরের ক্ষেত্রে গোল করে কেটে সেখানে নির্দিষ্ট দূরত্বে স্যানিটাইজার রাখার ব্যবস্থা করুন। এর পরেই ব্যবসায়ীদের উদ্দেশ্যে তিনি প্রশ্ন ছুঁড়ে জানান, কে কোন বাজারের দায়িত্ব নেবেন তা নিজেদের মধ্যে ঠিক করে মুখ্যমন্ত্রীকে সেই তালিকা জানাতে।

প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী লক ডাউনের মেয়াদ বাড়ানোর ইঙ্গিত দিয়েছেন। বিশেষজ্ঞরা জানিয়েছেন এই মেয়াদ বাড়ালে আখেরে লাভ হবে ভারতের। মুখ্যমন্ত্রী এদিন এই প্রসঙ্গে বলেন, 'লকডাউন ভাঙা যাবে না। আমরা লোকজনকে সমর্থন করছি তা নয় তবে বাধ্য হয়ে নিজেদের ভালোর জন্য লকডাউন মানতে হচ্ছে।' এছাড়া কারখানা খোলা রাখার জন্য তিনি ব্যবসায়ীদের আবেদন করেছেন।

বৈঠকে মুখ্যমন্ত্রী বেঙ্গল কেমিক্যাল সহ উত্তরবঙ্গের বেশ কয়েকটি কুইনাইন প্রস্তুতকারী কোম্পানিকে করোনা ভাইরাসের প্রতিষেধক ওষুধ তৈরির নির্দেশ দেন।এছাড়া চালকল, আটাকল, ময়দাকল, জল প্রকল্প, বিদ্যুৎ প্রকল্প, যানবাহন প্রভৃতি সচল রাখতে কলকাতার নির্দিষ্ট কয়েকটি বাজারে এসেনশিয়াল স্পেয়ার পার্টস এর হোলসেল মার্কেট খোলার জন্য মুখ্য সচিবকে নির্দেশ দেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। একইসঙ্গে ওই কারখানায় কর্মরত শ্রমিকদের যেন পর্যাপ্ত পরিমাণে মাস্ক, স্যানিটাইজার দেওয়া হয় সে বিষয়টিও নিশ্চিত করার নির্দেশ দিয়েছেন ব্যবসায়ীদের।

ত্রাণকার্য যোগ দেওয়ার জন্য দলীয় সাংসদদের কাছে আহ্বান জগত প্রকাশের

নয়াদিল্লি, ৯ এপ্রিল (হি. স.): করোনাভাইরাস রোধে গোটা দেশে চলছে লকডাউন। এমন পরিস্থিতিতে ত্রাণ কার্যে নিয়োজিত হওয়ার আহ্বান দলের সাংসদদের করলেন বিজেপির সর্বভারতীয় সভাপতি জগত প্রকাশ নাড্ডা।

দলের রাজ্যসভা ও লোকসভার সাংসদদের উদ্দেশ্য করে লেখা চিঠিতে জগত প্রকাশ নাড্ডা জানিয়েছেন যে সাংসদদের নিজ এলাকায় গিয়ে মানুষের সঙ্গে মিশে ত্রাণকার্য চালিয়ে যেতে হবে। পাশাপাশি সোশ্যাল মিডিয়া ও সংবাদপত্রের মাধ্যমে কেন্দ্রীয় সরকার করোনা রোধে যে উদ্যোগ নিয়েছে তা সবিস্তারে আলোচনা করতে হবে। উল্লেখ করা যেতে পারে, সম্প্রতি উভয় কক্ষের সাংসদদের বেতন এক বছরের জন্য ৩০ শতাংশ কমিয়ে দিয়েছে কেন্দ্রীয় সরকার। এর পাশাপাশি সাংসদ তহবিলের অর্থ দু বছরের জন্য বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে।

ফালাকাটায় লরির ধাক্কায় মৃত সাইকেল আরোহী

ফালাকাটা, ৯ এপ্রিল (হি. স.) : আলিপুবদুয়াবেব ফালাকাটা-জটেশ্বর এশিয়ান হাইওয়ের স্টেশন মোড় এলাকায় লরির ধাক্কায় বেঘোরে প্রাণ গেল এক সাইকেল আরোহীর। বৃহস্পতিবার বেলা পৌনে তিনটে নাগাদ দুর্ঘটনাটি ঘটে। লরিটিকে আটক করে জটেশ্বরে ফাঁড়ির পুলিশ। মৃতের পরিচয় জানার চেষ্টা চালাচ্ছে ফালাকাটা থানা। প্রাথমিকভাবে জানা গিয়েছে, বাবলু নামে ওই যুবকের বাড়ি বাগানবাড়ি এলাকায়। দুর্ঘটনার খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে আসে ফালাকাটা থানার পুলিশ ও ফালাকাটা দমকল কেন্দ্রের ইঞ্জিন। পরে পুলিশ মৃতদেহটি উদ্ধার করে থানায় নিয়ে যায়।লরিটিকে আটক করে জটেশ্বরে ফাঁড়ির পুলিশ। মৃতের পরিচয় জানার চেষ্টা চালাচ্ছে ফালাকাটা থানা।পুলিশ জানিয়েছে, আগামীকাল দেহটি ময়নাতদন্তের জন্য আলিপুরদুয়ার জেলা হাসপাতালে পাঠানো হবে।

ট্রেড লাইসেন্স জমা দেওয়ার সময়সীমা বাড়ালো রাজ্য সরকার

কলকাতা, ৯ এপ্রিল (হি. স.): ট্রেড লাইসেন্স জমা দেওয়ার সময়সীমা বৃদ্ধি করল রাজ্য সরকার। বৃহস্পতিবার নবান্নে বণিকসভার সঙ্গে এক উচ্চপর্যায়ের বৈঠকে এমনটাই জানালেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। ব্যবসায়ীদের লাইসেন্স পুনর্নবীকরণ করার সময়সীমা বাড়িয়ে ৩০ জুন পর্যন্ত করা হল।

মুখ্যমন্ত্রী এদিন জানান, ব্যবসায়ীদের লাইসেন্স পুনর্নবীকরণ করার সময়সীমা বাড়ানো হল। সময়সীমা বাড়িয়ে ৩০ জুন পর্যন্ত করা হল। এপ্রিল মাসের শেষ এই ওই মেয়াদ শেষ হচ্ছিল। করোনার জন্য দেশজুড়ে যে লকডাউন শুরু হয়েছে তাতে থমকে গিয়েছে জনজীবন। এর ফলে লাইসেন্স পুনর্নবীকরণ করার চাপ ব্যবসায়ীদের উপর দেওয়া যাবে না।' ফল স্বরূপ সময়সীমা বাড়ানোর সিদ্ধান্ত নিয়েছে রাজ্য সরকার।

অন্যদিকে, যদি সময়সীমা বাড়িয়েও কাজ না হয় সে ক্ষেত্রে অনলাইনে লাইসেন্স পুনর্নবীকরণ করার ব্যবস্থা করবে রাজ্য সরকার বলে এদিন জানান মুখ্যমন্ত্রী।

ঝাড়গ্রামে জনধন যোজানায় টাকা তুলতে লকডাউনের নিয়ম ভেঙে ব্যাঙ্কের বাইরে লম্বা লাইন

ঝাড়্গাম, ৯ এপ্রিল (হি. স.) : কেন্দ্রীয় সরকারে জনধন যোজানায় বিভিন্ন মহিলাদের অ্যাকাউন্টে ঢুকচ্ছে পাঁচশো টাকা করে।আর সেই টাকা তুলতেই দেখা গেল ব্যাঙ্কের বাইরে লম্বা লাইন।কেবল এক জায়গাতেই নয় জেলার বিভিন্ন জায়গাতে চিত্রটা একই।তার উপর আবার গুজব ছড়িয়ে "এখনই টাকা না তুললে সেই টাকা ফেরৎ চলে যাবে" ।আর এতে বেড়েছে আরো মানুষের ভীড়।চোখে না দেখলে বিশ্বাস হবে না কয়েক শো মানুষের ব্যাঙ্কের বাইরে লম্বা লাইন।যা কিনা লক ডাউনের সব নিয়মকে ছাপিয়ে গিয়েছে।অসংখ্য মানুষের এক জায়গাতে জমায়েত।তার উপর একের সাথে অপরের দূরত্বের কোন বালাই নেই।নাক বা মুখ ঢাকাও নেই বেশির ভাগ মানুষের।যেখানে ঝাড়গ্রাম জেলা প্রশাসনের পক্ষ থেকে ,পুলিশ,পুরসভার পক্ষ থেকে মাইকিং,প্রাচার পত্র বিলি,গান ,ছবি এঁকে সহ নানাভাবে জেলার মানুষকে লক ডাউন মানতে বলা হচ্ছে সেখানে ব্যাঙ্ক গুলির বাইরে এমন দৃশ্য কার্যত জেলার মানুষদের মনে আরো আতঙ্ক তৈরি করেছে।ব্যাঙ্ক কর্তৃপক্ষের বক্তব্য তাদের পক্ষ থেকে মানুষ জনকে সাবধনতা মানতে বলা হলেও তারা তা মানছেন না।এদিন বৃহস্পতিবার ঝাড়গ্রাম জেলার লোধাশুলির সেন্ট্রাল ব্যাঙ্ক অব ইন্ডিয়া শাখা,বাঁধগোড়া এলাকার এই ব্যাঙ্গের শাখা,সাঁকরাইল ব্লকের বাকড়া শাখা অফিসেও দেখা গিয়েছে এইভাবে বহু মানুষের জমায়েত।বেশির ক্ষেত্রেই দেখা গিয়েছে অধিকাংশই মহিলাদের ভীড়।ব্যাঙ্ক কর্তৃপক্ষের বক্তব্য মহিলার টাকা তোলার জন্য ভীড় করছেন।তার উপর গুজব রটেছে টাকা ফিরে যাবে। ফলে গ্রাম গঞ্জ থেকে সকলে এসে ভীড় জামাচ্ছেন। বাঁধগোড়া এলাকার বাসিন্দা অনূপ সিংহ বলেন " সেন্ট্রাল ব্যাঙ্ক অব ইন্ডিয়া বাঁধগোড়া শাখার এই ব্যাঙ্কে ভীড় দেখলে রীতিমত অবাক হতে হয়।লক ডাইন চলছে।তথচ কোন নিয়ম না মানে এত মানুষের জমায়েত,লম্বা লাইন।ব্যাঙ্ক কর্তৃপক্ষের বিষয়টি দেখা উচিত।" সেন্ট্রাল ব্যাঙ্ক অব ইন্ডিয়া বাঁধগোড়া শাখার ম্যানেজার পল ভিনসেন্ট রানা বলেন " মহিলার জনধন যোজনার পাঁচশো টাকা তোলার জন্যই মূলত লাইন দিচ্ছেন।তর উপর গুজব যে টাকা এখনই না তুললে টাকা ফেরৎ চলে যাবে।আমরা নটিস দিয়েছি,মানুষ জনকে মুখেও বলছি।কিন্তু তা শুনছন না মানুষ।ভীড় করছেন।আমরা পুলিশকে জানিয়েছি।" লোধাশুলির সেন্ট্রাল ব্যাঙ্ক অব ইন্ডিয়ার ম্যানেজার রঞ্জিৎ কুমার কেশরী বলেন "বেশির ভাগ মহিলা পাঁচশো টাকা তোলার জন্যই লাইন দিচ্ছে।বাইরে পুলিশ,সহ আমাদের নিরপত্তা রক্ষী রয়েছে।আমরা ব্যাঙ্কের ভিতরে দু জনের বেশি ঢুকতে দিচ্ছি না।তবে বাইরে অনেকে ভীড় করছেন।আমরা নিয়ম মানার চেষ্টা করছি।মানুষ বুঝছেন না।"

এবার এক ক্লিকেই চিকিৎসা পরিষেবা হুগলিতে

হুগলি, ৯ এপ্রিল (হি. স.) : ভিডিও কলিং-এর মাধ্যমে পড়াশুনার পর, করোনা পরিস্থিতিতে এবার চালু হল ভিডিও কলিং-এর মাধ্যমে চিকিৎসা পরিষেবার ব্যাবস্থা। চিকিৎসার পরিভাষায় এই প্রযুক্তি ভিত্তিক এই পরিষেবার নাম টেলি-কনস্যাল্টেশন বা টেলি-মেডিসিন। লকডাউনের মত পরিস্থিতিতে স্বাস্থ্য ব্যাবস্থায় এহেন পরিষেবার জুড়ি মেলা ভার। হুগলি জেলায় সম্ভাব্য প্রথম এই পরিষেবাই চালু হল চুঁচুড়ায়।

চুঁচুড়া স্টেশন থেকে ঢিল ছোঁড়া দূরত্বে গুডডেজডায়গনস্টিক এন্ড ফার্মেসী চালু করলো টেলি-মেডিসিন ব্যাবস্থা। সংস্থার কর্নধার ডাঃ দেবরাজ ঘোষ বলেন একে তো করোনা আতঙ্ক, তার উপর চলছে লকডাউন। এই দু'য়ের জেরে বাড়িতে কারোর শারিরীক সমস্যা হলে চিকিৎসকের পরামর্শ পাওয়া কঠিন হয়ে উঠেছে। কঠিন পরিস্থিতিতে রাস্তাঘাটে গাড়ি-পাওয়া যেমন সমস্যা তেমনই করোনা আতঙ্কে অনেক জায়গাতেই চিকিৎসকদের চেম্বারও থাকছে বন্ধ। সেকথা চিন্তা করেই দেবরাজবাবু টেলি মেডিসিনের পরিষেবা চালু করলেন। এই পরিষেবা পেতে আপনার কাছে ইন্টারনেট সহ একটি স্মার্ট ফোন থাকলেই হবে। সেই ফোন থেকে ৯৪৩২৪২৪১৪২ - এই হোয়াটসঅ্যাপ নাম্বারে একটি হাই বলে মেসেজ পাঠালেই ডাক্তারের অ্যাপয়েনমেন্ট পেতে আপনাকে কি করতে হবে তার বিস্তারিত আপনার হোয়াটসঅ্যাপে চলে আসবে। এছাড়া ওই নাম্বারে আপনি ফোনও করতে পারেন। ফোন করলে আপনার রোগীর নাম, বয়স, কি সমস্যা, আগে ডাক্তার দেখিয়েছেন কি না ইত্যাদি-ইত্যাদি জেনে নেওয়া হবে। কতক্ষন পর আপনি ডাক্তারের সাথে কথা বলতে পারবেন তাও আপনাকে জানিয়ে দেওয়া হবে। ঠিক সেই সময়ে আপনার মোবাইলের ডাটা অন করে রাখতে হবে। সময়মত আপনার মোবাইলে ভিডিও কল আসবে। আপনি সেই ভিডিও কলে ডাক্তারের সাথে কথা বলতে পারবেন পাশাপাশি দরকার হলে মোবাইল ঘুড়িয়ে রোগীকেও একঝলক দেখিয়ে দিতে পারবেন। কথা হয়ে গেলেই কল কেটে যাবে। কিছুক্ষনের মাধ্যেই গুডডেজ থেকে আপনার হোয়াটসঅ্যাপে প্রেসক্রিপশনের পিডিএফ কপি চলে আসবে। আপনার নিকটবর্তী দোকান থেকে সেই ওষুধ সংগ্রহ করে নেবেন। আপনি চাইলে গুডডেজে এসে চিকিৎসকের ফিজ দেওয়ার পাশাপাশি প্রেসক্রিপশনের হার্ড কপি সংগ্রহ করতে পারেন। অথবা আপনার বাড়ি যদি দূরে বা জেলার বাইরে হয় তাহলে বাড়িতে থেকেই মোবাইল পে কিংবা গুডডেজের অ্যাকাউন্টে চিকিৎসকের ফিজ জমা দিতে পারেন। সমগ্র পরিষেবার জন্য চিকিৎসক ন্যার্য ফিজ ছাড়া আপনাকে একটাও অতিরিক্ত পয়সা খরচ করতে হবে না। গুডডেজের কর্নধার দেবরাজবাবু বলেন করোনা মোকাবিলায় লকডাউন পরিস্থিতিতে আমরা সাধারন মানুষের কথা চিন্তা করে এই পরিষেবা চালু করেছি। অন্যদিকে এই পরিষেবা চালু হওয়ায় খুশি জেলাবাসী।

১৫ শতাংশ চা কর্মীদের কাজে লাগানোর ভাবনা মুখ্যমন্ত্রীর

কলকাতা, ৯ এপ্রিল (হি. স.) : চা বাগানের মোট শ্রমিকদের ১৫ শতাংশকে কাজে লাগানোর ভাবনা চিন্তা করছে রাজ্য সরকার। বৃহস্পতিবার নবান্ন বণিকসভার সাথে এক উচ্চপর্যায়ের বৈঠকে এমনটাই জানালেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। বাগিচা শ্রমিক ও বিভিন্ন অত্যাবশ্যকীয় পণ্য উৎপাদনকারী সংস্থার সঙ্গে যুক্ত শ্রমিকদের কথা মাথায় রেখে নিয়ম কিছুটা শিথিল করে চা বাগান ও এই ধরনের কারখানাগুলি খোলার সিদ্ধান্ত নিয়েছে।

এদিন বণিকসভার বৈঠকে মুখ্যমন্ত্রী জানান, কেন্দ্র সরকার বেশ কিছু চা-বাগান খোলার কথা জানিয়েছেন। তবে এইভাবে চা বাগান কিছু জায়গায় খোলা হবে কিছু জায়গায় খোলা হবে না এমনটা হবে না। সমগ্র চা বাগানে যে পরিমাণ শ্রমিক কাজ করেন তাদের ১৫ শতাংশকে যথাযথ নিরাপত্তা দিয়ে কাজ করানোর কথা ভাবা হচ্ছে। এ ক্ষেত্রে যথেষ্ট দূরত্ব মেনে এবং শ্রমিকদের পর্যাপ্ত শুদ্ধিকরণের ব্যবস্থা করে তবেই তাদের কাজে লাগানো হবে।

মুখ্যমন্ত্রী আরও জানান, ১৫ শতাংশ শ্রমিকদের পর্যায়ক্রমে ঘুরিয়ে-ফিরিয়ে কাজে লাগানো হবে।এই ভাবে সব শ্রমিককে কাজ করানো যাবে বলেই মত প্রকাশ করেন মুখ্যমন্ত্রী। প্রসঙ্গত, কেন্দ্রীয় সরকার রাজ্যের চা বাগানগুলি খোলার কথা আগে জানালেও বাগিচা শ্রমিকদের স্বাস্থ্য সুরক্ষার কথা মাথায় রেখে রাজ্য সরকার তা খুলতে চায়নি।

হাইলাকান্দির করোনা আক্রান্তের স্বাস্থ্যের অবনতি, ভরতি এসএমসিএইচ-এর আইসিইউয়ে, জানান মন্ত্রী হিমন্ত

গুয়াহাটি, ৯ এপ্রিল (হি.স.) : হাইলাকান্দি জেলার আলগপুর বিধানসভা এলাকার বড়জুরাই গ্রামের বাসিন্দা অসমের ২৮ তম করোনা ভাইরাসে আক্রান্ত ফয়জুল হক বড়ভুইয়াঁ (৬৫)-র স্বাস্থ্যের আরও অবনতি হয়েছে। তাঁকে সংকটজনক বলে শিলচর মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতাল (এসএমসিএইচ)-এ স্থানান্তর করা হয়েছে।

তাঁর শ্বাস-প্রশ্বাসে কষ্ট হচ্ছে। টুইটে এই খবর দিয়েছেন স্বাস্থ্যমন্ত্রী হিমন্তবিশ্ব শর্মা।

প্রসঙ্গত সম্প্রতি তিনি সৌদি আরব থেকে উমরাও হজ পালন করে দিল্লির মরকজ নিজামউদ্দিনে তবলিগ-ই জামাতে যোগদান করেছিলেন বলে খবর পাওয়া গেছে।

দিল্লি থেকে বাড়ি আসার পর হোম কোয়ারেন্টাইনে ছিলেন তিনি। পরবর্তীতে তাঁকে নিয়ে ভরতি করা হয় হাইলাকান্দির সন্তোষ কুমার রায় সিভিল হাসপাতালের আইসোলেশনে। চিকিৎসা চলে যথারীতি। কিন্তু তাঁর স্বাস্থ্যের অবনতি হলে স্থানান্তর করা হয় শিলচর মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালের আইসিইউতে। তাঁকে অক্সিজেন দেওয়া হচ্ছে বলে সাংবাদিকদের জানিয়েছেন মন্ত্রীজে ড় শর্মা।

করোনা হাসপাতালের কর্মীদের বাইরে ঘোরাফেরা বন্ধের দাবীতে কাঁকসার মলানদীঘি ফাঁড়িতে বিক্ষোভ গ্রামবাসীদের

দুর্গাপুর, ৯ এপ্রিল (হি. স.) : এলাকায় বেসরকারী হাসপাতালকে করোনা হাসপাতাল করা হয়েছে। অভিযোগ সেখানের কর্মীরা স্বাস্থ্যবিধি না মেনে গ্রামে ঘোরাফেরা করছে। রাস্তার পাশেই ফেলা হচ্ছে স্যানিটাইজেশনের সামগ্রী। আর তাতেই আতঙ্কিত এলাকাবাসী। হাসপাতালের কর্মীদের বাইরে ঘোরাফেরা বন্ধের দাবীতে পুলিশ ফাঁড়িতে বিক্ষোভ দেখাল গ্রামবাসীরা। বৃহস্পতিবার ঘটনাটি ঘটেছে পশ্চিম বর্ধমানের কাঁকসার মলানদীঘি এলাকায়।

উল্লেখ্য, মলানদীঘির এক বেসরকারী হাসপাতালকে করোনা রোগী চিকিৎসার হাসপাতাল করা হয়েছে। ইতিমধ্যে ওই হাসপাতালের অন্যান্য রোগীদের অন্যত্র সরিয়ে দেওয়া হয়েছে। প্রয়োজনীয় পরিকাঠামো তৈরী করা হয়েছে। বৃহস্পতিবার আশপাশের গ্রামবাসীরা মলানদীঘি ফাঁড়ি ঘেরাও করে। এবং স্বাস্থ্যবিধি মেনে হাসপাতালের কর্মীদের রাখার দাবীতে স্মারকলিপি জমা দেয় বাসিন্দারা। গ্রামবাসীদের পক্ষে অসীম চট্টোপাধ্যায় জানান,' এলাকায় করোনা হাসপাতাল হয়েছে। মানুষ পরিষেবা পাক আপত্তি নেই। শুনেছি ইতিমধ্যে সন্দেহজনক এক করোনা রোগীর চিকিৎসা চলছে। কিন্তু গত কয়েকদিন ধরে হাসপাতালের বেশ কিছু কর্মী স্বাস্থ্যবিধি না মেনে গ্রামে ঘোরাফেরা করছে। তাতেই আতঙ্কিত। গ্রামের ছোট ছেলে মেয়ারা বাইরে ঘোরাফেরা করে। তাদের আটকে রাখা অসম্ভব। হাসপাতালের ওই কর্মীদের মাধ্যমে সংক্রামক ছড়ানোর আশঙ্কা রয়েছে। তাছাড়াও হাসপাতালে ব্যাবহার্য সানিটাইজেশনের সামগ্রী গ্লাভস, মাস্ক রাস্তার পাশে ফেলা হচ্ছে। তাতে আতঙ্কিত। সংক্রামিত হওয়ার আশঙ্কা রয়েছে। তাই স্বাস্থ্যবিধি মেনে হাসপাতালের কর্মীদের হাসপাতালেই রাখার দাবী জানাচ্ছি। এবং রাস্তার পাশে ব্যাবহার্য স্যানিটাইজেশনের সামগ্রী সরানোর দাবী জানাচ্ছি। '

মলানদীঘি গ্রাম পঞ্চায়েত প্রধান পীযুষ মুখোপাধ্যায় জানান,' গত দুদিন থেকে এই ধরণের অভিযোগ আসছে। গ্রাম বাসীরা একটু আতঙ্কের মধ্যে রয়েছে। আতঙ্কিত না হওয়ার জন্য সচেতনতা করা হচ্ছে। বিষয়টি প্রশাসনিক মহলে জানানো হয়েছে।' কাঁকসা বিডিও সুদীপ্ত ভট্টাচার্য জানান,' স্মারকলিপি পেয়েছি। ইতিমধ্যে রাস্তার পাশে পড়ে থাকা ব্যাবহার্য হাসপাতালের সামগ্রী সরানো হয়েছে। এবং হাসপাতালের কর্মীদের বিষয়টি উর্ধতন আধিকারিকদের জানানো হয়েছে। বিষয়টি খতিয়ে দেখা হচ্ছে।'

হাসপাতালে আধিকারিকদের স্বাধীনতা কেড়ে নেওয়ার প্রতিবাদে এসডিএফ

কলকাতা, ৯ এপ্রিল (হি. স.) : স্বাস্থ্যভবনের নির্দেশে করোনা চিকিৎসা সংক্রান্ত কোনও বিষয়েই আর আধিকারিকদের সিদ্ধান্ত নেওয়ার ক্ষমতা থাকছে না। বৃহস্পতিবার এই অভিযোগ করেছে সার্ভিস ডক্টর্স ফোরাম (এসডিএফ)।

হাসপাতাল পরিষেবায় প্রিন্সিপাল/সুপার/মুখ্য স্বাস্থ্য আধিকারিকদের স্বাধীনতা কেড়ে নেওয়ায় চিকিৎসা পরিষেবা পেতে আরো জটিলতা সৃষ্টি হবে। সংগঠনের কোষাধ্যক্ষ ডা: স্বপন বিশ্বাস এই অভিযোগ করে বলেন, "রোগী পরিষেবার মান নিম্নগামী হবে। রোগীরা ক্ষতিগ্রস্ত হবে।"

সংগঠনের সাধারণ সম্পাদক ডা: সজল বিশ্বাস এক বিবৃতিতে বলেন 'স্বাস্থ্য পরিষেবা পরিচালনায় কেন্দ্রীয় স্তরের সাধারণ রূপরেখা থাকা জরুরি। কিন্তু বিশেষ বিশেষ পরিস্থিতিতে ও স্থান বিশেষে তার পরিবর্তনও বহু ক্ষেত্রে দরকার হয়। যা স্থানীয় স্তরে কর্মকর্তারা বিজ্ঞান ভিত্তিক পরিস্থিতি বিশ্লেষণ দ্বারা মানুষের প্রয়োজনমতো করে থাকেন। তৃণমূল স্তর থেকে মতামত উঠে না এলে কেন্দ্রীয় স্তরে সাধারণ গাইড লাইনও কার্যকারিতা হারায়। আজ করোনা অতিমারির হাত থেকে মানব সমাজকে রক্ষা করতে বাস্তব অভিজ্ঞতা ভীষণ ভাবে প্রয়োজন। হাসপাতাল গুলির সেই স্বাধীনতা কেড়ে নিলে পরিস্থিতি আরো শোচনীয় হবে। মানুষ ক্ষতিগ্রস্ত হবে।

এসডিএফ-এর অভিযোগ, "এছাড়াও সরকার যেভাবে করোনা র মোট সংখ্যা চেপে দিচ্ছে এর ফলে সরকারের এই স্বৈরাচারী সিদ্ধান্ত রোগের মোট সংখ্যা চাপার কাজে সহায়ক হবে। এর ফল অত্যন্ত মারাত্মক হবে।

লকডাউনের সুযোগে দুর্গাপুরে অবাধে লুঠ হচ্ছে বন্ধ কারখানার যন্ত্রাংশ, ক্ষোভ বিধায়কের

দুর্গাপুর, ৯ এপ্রিল(হি. স.) : করোনা মোকাবিলায় দেশজুড়ে জারি হয়েছে লকডাউন। স্তব্ধ স্বাভাবিক জনজীবন। গৃহবন্দী সাধারন মানুষ। আর লকডাউনের সুযোগে অবাধে লুটতরাজ চলছে পশ্চিম বর্ধমানের শিল্পশহর দুর্গাপুরের বন্ধ কারখানায়। ক্ষোভে ফুঁসছে এলাকাবাসী।

উল্লেখ্য, দীর্ঘদিন ধরে বন্ধ হয়ে পড়ে রয়েছে কোকওভেন থানার অন্তর্গত জেসপ কারখানা। গত ২৪ মার্চ থেকে দেশজুড়ে করোনা সংক্রামক রুখতে লকডাউন শুরু হয়েছে। তার জেরে স্তব্ধ জনজীবন। লকডাউনের নজরদারিতে ব্যাস্ত পুলিশ প্রশাসন। আর সেই সুযোগে অবাধে চুরি হচ্ছে দুর্গাপুরের বন্ধ কারখানার যন্ত্রাংশ। পাঁচিল ভেঙে কারখানার ভেতর ঢুকে কারখানার যন্ত্রাংশ চুরি করছে। চুরির হাত থেকে বাদ পড়ছে ইট।বাসিন্দাদের অভিযোগ, কারখানার পাঁচিল গেট ভেঙে দুষ্কৃতীরা ঢুকে পড়ছে ভেতরে, তারপর ভেতরের সামগ্রী যেমন চুরি করছে। তেমনই ভেতরে নিরাপদ ডেরা তৈরী করেছে।' বাসিন্দারা আরও জানান,' আতঙ্কে রয়েছি। আশঙ্কা এইসব দুস্কৃতীরা বাইরে পথ চলতি মানুষের সর্বস্ব ছিনতাই করে ঢুকে পড়বে ঘন জঙ্গলে।' ঘটনায় ক্ষুব্ধ দুর্গাপুর পশ্চিমের বিধায়ক বিশ্বনাথ পাড়িয়াল। তিনি বলেন,' জেসপ কারখানা শহরের সেন্টিমেন্ট। পুলিশকে জানিয়েছি ওই কারখানায় দুস্কৃতী দৌরাত্ম বন্ধ করতে।' যদিও দুর্গাপুর কোকওভেন থানার পুলিশ জানিয়েছে,' তদন্ত চলছে।

হাওড়ায় স্বাস্থ্যকর্তা-সহ দু''জনের দেহে মিলল করোনাভাইরাসের সংক্রমণ : রাজ্য স্বাস্থ্য দফতর

হাওড়া, ৯ এপ্রিল (হি. স.) : হাওড়ায় স্বাস্থ্যকর্তা-সহ দু''জনের দেহে মিলল করোনাভাইরাসের সংক্রমণ। রাজ্য স্বাস্থ্য দফতর সূত্রে এমনটাই খবর। জানা গিয়েছে, হাওড়া জেলার এক হাসপাতালের স্বাস্থ্যকর্তা এবং অপর এক স্বাস্থ্যকর্মী একসঙ্গে সংক্রমিত। তাঁদের দক্ষিণ কলকাতার এমআর বাঙ্গুর হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে।

স্বাস্থ্য দফতরের এক আধিকারিক বলেছেন, 'হাওড়া জেলা হাসপাতালের মেডিক্যাল সুপারকে সোমবার থেকে হোম কোয়ারান্টাইনে রাখা হয়েছিল। কিন্তু করোনা উপসর্গ পরিলক্ষিত হওয়াতে তাঁর নমুনা পরীক্ষা হয়েছে। রিপোর্ট পজিটিভ পাওয়ার পরেই ওই সুপারকে এমআর বাঙ্গুর হাসপাতালে স্থানান্তরিত করা হয়েছে।' সেই সুপারের সংস্পর্শে কোন কোন স্বাস্থ্যকর্মী, চিকিৎসক, নার্স এসেছিলেন, তা চিহ্নিত করার চেষ্টা চলছে। ইতিমধ্যে সতর্কতা অবলম্বনে কয়েকজন চিকিৎসককে কোয়ারান্টাইনে পাঠানো হয়েছে। ৩০ মার্চ সালকিয়ার এক ব্যক্তির সংক্রমণের জেরে সেই হাসপাতালে মৃত্যু হয়েছে। সংক্রমিত স্বাস্থ্যকর্তা সেই রোগীর সংস্পর্শে এসেছিলেন বলেই সূত্রের খবর। এদিকে, রাজ্যে গত ২৪ ঘন্টায় করোনা ভাইরাসআক্রান্তের সংখ্যা ১২ জন, এই নিয়ে এ রাজ্যে করোনা ভাইরাস আক্রান্তের সংখ্যা ৭১ থেকে বেড়ে হল ৮৩, এমনটাই জানানো হয়েছে রাজ্য সরকারের তরফে। রাজ্যে করোনা ভাইরাসে মৃতের সংখ্যা নতুন করে আর বাড়েনি। ৮৩ জন করোনা আক্রান্তের মধ্যে ৩ জনকে সুস্থ করে তোলা হয়েছে বলে জানানো হয় রাজ্যের তরফে। তাঁদের দ্রুত ছেড়ে দেওয়া হয়।

দুষ্কৃতী শরীরে করোনা বিপাকে সাত পুলিশকর্মী

লুধিয়ানা, ৯ এপ্রিল (হি. স.): করোনায় আক্রান্ত দুষ্কৃতীকে গ্রেফতার করে বিপত্তি। সাত পুলিশকর্মীকে পাঠানো হল কোয়ারেন্টাইনে। বুধবার চাঞ্চল্য ঘটনাটি সাক্ষী রইল পঞ্জাবের লুধিয়ানায়।

বৃহস্পতিবার ডিএসপি গুরদীপ সিং গাউসাল জানিয়েছেন, ডাকাতি করার অভিযোগে সৌরভ সেহগাল নামে এক দুষ্কৃতীকে গ্রেফতার করে লুধিয়ানার ফোকাল পয়েন্ট থানার পুলিশ। বুধবার রাতে তাকে যখন স্বাস্থ্য পরীক্ষার জন্য হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। তখন তার শরীরে করোনার সংক্রমণ ধরা পড়ে। হাসপাতালে মধ্যেই ওই দুষ্কৃতীকে কোয়ারেন্টাইনে পাঠানো হয়। স্বাস্থ্য দফতরের নির্দেশে সাত পুলিশকর্মীকেও কোয়ারেন্টাইনে নিয়ে যাওয়া হয়। এদের মধ্যে থানার দায়িত্বপ্রাপ্ত আধিকারিকও রয়েছেন। ওই দুষ্কৃতীর খবর পুলিশকর্মীকে যে দুই ব্যক্তি দিয়েছিল তাদেরকে হোটেলে আইসোলেশন এ পাঠানো হয়েছে।

লকডাউনে আর্তদের সহায়তায় সরকারি অর্থ আত্মসাৎ, বোকাখাত থানায় অভিযোগ গ্রাম পঞ্চায়েত সভাপতির বিরুদ্ধে

বোকাখাত (অসম), ৯ এপ্রিল (হি.স.) : গোলাঘাট জেলার বোকাখাত বিধানসভা এলাকার মহমাইকি গ্রাম পঞ্চায়েত সভাপতির বিরুদ্ধে সরকারি অর্থ আত্মসাৎ করার অভিযোগ উঠেছে। খোদ কৃষিমন্ত্রী অতুল বরার নির্বাচনী এলাকা বোকাখাতের মহমাইকি গ্রাম পঞ্চায়েতের রেশন কার্ড নেই এমন দরিদ্র মানুষজনের সহায়তার জন্য ওই অর্থ রিলিজ করা হয়েছিল।

লকডাউনের ফলে ঘরবন্দি সাধারণ মানুষকে রেশন কার্ডের মাধ্যমে বিনামূল্যে চাল দিচ্ছে অসম সরকার। অন্যদিকে, রেশন কার্ড নেই এমন মানুষের সহায়তার জন্য দুর্যোগ মোকাবিলা দফতরের নির্দিষ্ট প্রকল্পের আওতায় গ্রাম পঞ্চায়েতের মাধ্যমে ১০০০ টাকা করে দেওয়া হচ্ছে। সেই টাকা আত্মসাৎ করার অভিযোগ উঠেছে মহমাইকি গ্রাম পঞ্চায়েতের সভাপতি সুরেন্দ্রনাথ গগৈয়ের বিরুদ্ধে।

অভিযোগ, পঞ্চায়েতের ৬ নম্বর ওয়ার্ডের সদস্যের বাড়িতে বিতু শইকিয়া নামের এক সুবিধাভোগীকে সরকার কর্তৃক বরাদ্দ টাকা দেওয়া হবে বলে ডেকে নিয়ে যান সভাপতি সুরেন্দ্র গগৈ। ওই বাড়িতে সুবিধাভোগী বিতু শইকিয়ার টিপ সই নিয়ে ১০০০ টাকা হাতে দিয়ে তার ফটো তুলে খালি হাতে তাঁকে বাড়ি পাঠিয়ে দেওয়া হয়েছে বলে অভিযোগ উঠেছে।

সরকারি সাহায্যের অর্থ সুবিধাভোগী বিতু শইকিয়াকে দেওয়া হয়েছে বলে ফটো তোলার পর প্রাপ্য টাকা দেওয়া হয়নি বলে অভিযোগ তুলে বোকাখাত থানায় এক এজাহার দায়ের করেছেন ভুক্তভোগী ব্যক্তি। মহমাইকি গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকায়ই কৃষিমন্ত্রী তথা অগপ সভাপতি অতুল বরার বাড়ি। এ ঘটনায় গোটা এলাকায় তীব্র প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হয়েছে।

হাইলাকান্দির আক্রান্ত ব্যক্তির সহযাত্রী ডিমা হাসাওয়ের ছয়জন কোয়ারেন্টাইনে

হাফলং (অসম), ৯ এপ্রিল (হি.স.) : হাইলাকান্দি জেলার সৌদি ফেরত কোভিড ১৯ সংক্রমিত ফয়জুল হক বড়ভুইয়াঁর সংস্পর্শে এসেছিলেন ডিমা হাসাও জেলার ছয়জনকে আজ কোয়ারেন্টাইনে নেওয়া হয়েছে। ১৭ মার্চ গুয়াহাটি থেকে গুয়াহাটি-শিলচর ফাস্ট প্যাসেঞ্জারের এস-থ্রি কামরায় ফয়জুল হক বড়ভুইয়াঁর সঙ্গে ছিলেন ডিমা হাসাও জেলার এই ছয়জন। এই সব যাত্রীদের মধ্যে পাঁচ জনই হচ্ছেন হাফলং শহরের বাসিন্দা এবং বাকি এক জন মাহুরের। এরা সবাই হাই রিস্কে থাকায় আজ বৃহস্পতিবার এঁদের কোয়ারেন্টাইনে পাঠানো হয়েছে।

ট্র্যাভেল লিস্ট দেখে এই সকল যাত্রীকে শনাক্ত করে ডিমা হাসাও জেলা প্রশাসন। গত ১৭ মার্চ গুয়াহাটি থেকে শিলচরগামী ৫৫৬১৫ গুয়াহাটি-শিলচর ফাস্ট প্যাসেঞ্জার ট্রেনের এস থ্রি কামরায় যাত্রা করছিলেন হাইলাকান্দির সৌদি ফেরত ফয়জল হক বড়ভুইয়াঁ। আর এদিন ওই ট্রেনে একই কোচে ডিমা হাসাও জেলার ছয় ব্যক্তিও যাত্রা করেছিলেন। তাই ওই দিন ট্রেনের রিজার্ভেশন তালিকা ডিমা হাসাও জেলা প্রশাসনের কাছে আসার পরই সতর্কতামূলক ব্যবস্থা হিসেবে ওই ছয় ব্যক্তিকে বৃহস্পতিবার হাফলং শিক্ষা ভবনে তৈরি কোয়ারেন্টাইনে নিয়ে আসা হয়। তবে ওই ছয় ব্যক্তির শরীরে এখন পর্যন্ত সংক্রমণের কোনও লক্ষণ নেই বলে জানা গেছে।

এদিকে ওই ছয় ব্যক্তিকে কোয়ারেন্টাইনে রাখার পাশাপাশি এঁদের পরিবারের সদস্যদের হোম কোয়ারেন্টাইনে রাখা হয়েছে বলে প্রশাসন সূত্রে জানা গেছে।

লকডাউনের জেরে বন্ধ হয়ে গেল প্রাচীন এক্তেশ্বরে শিবের গাজন

বাঁকুড়া, ৯ এপ্রিল (হি. স.) : প্রাচীন এক্তেশ্বর শিবের গাজন এবার বন্ধ হয়ে গেল লকডাউনের জেরে।হাজার হাজার গাজন সন্ন্যাসীর হর হর মহাদেব, এক্তেশ্বর বাবার নামে গর্জনে মাতোয়ারা হয়ে পড়তো যে এক্তেশ্বর শিব মন্দির এখন তা খাঁ খাঁ করছে।স্থানীয় বাসিন্দারা, প্রবীণ ব্যক্তিরা কেউ বলতে পারছেন না অতীতে এরকম ঘটনা ঘটেছিল কি না।যদিও প্রথা মেনে পাঁচ জন সন্ন্যাসী এবার গাজনের শাস্ত্রীয় ক্রিয়া কর্ম করবেন।অর্থাৎ নিয়ম রক্ষা হবে।

প্রাচীন এই মন্দিরে প্রতিদিন হাজার হাজার ভক্ত সমাগম হয়।প্রতি বছর চৈত্র সংক্রান্তিতে বসে গাজন ও মেলা।লকডাউন ঘোষনা হতেই জেলার অন্যান্য মন্দিরের মতো এখানেও বাইরের লোক জন, ভক্ত আসা বন্ধ করে দেওয়া হয়। মন্দিরের মূল ফটক বন্ধ করে দেওয়া হয়, শুধুমাত্র পূজারী ব্রাহ্মণ ছাড়া মন্দিরের গর্ভ গৃহে প্রবেশ নিষিদ্ধ করে মন্দির কর্তৃপক্ষ।মন্দির কর্তৃপক্ষ তখনই সিদ্ধান্ত গ্রহন করে জানিয়ে দেন যে সরকারী নির্দেশ মতো এবার গাজন উৎসব বন্ধ রাখা হবে।

জেলার বিভিন্ন প্রান্ত থেকে প্রায় দশ বারো হাজার গাজন সন্ন্যাসী হাজির হত এক্তেশ্বরে।সাধারন গৃহস্থ মানুষ গাজনে ব্রত পালন করতে সন্ন্যাস গ্রহন করেন।স্থানীয় ভাষায় এদের ”ভক্ত্যা” বলা হয়।সন্ন্যাস গ্রহনে র পর তিন দিন তারা সারাদিন উপবাস থেকে সন্ধ্যার পর শিবের মাথায় জল ঢেলে পূজা সেরে ফলমূল আহার করে উপবাস ভঙ্গ করেন।এই তিনদিন সন্ন্যাসী বা ভক্ত্যা রা কেউ বাড়িতে রাত্রি যাপন করবেন না।চৈত্র সংক্রান্তির দিন সকালে শিবের মাথায় জল ঢালার পর ব্রত সাঙ্গ করেন।এবছর ব্রত পালন করতে না পেরে স্বাভাবিক ভাবেই ভক্ত্যা রা মনক্ষুন্ন।তারা উপবাস করতে পারবেন না, এমনকি মন্দিরে ও প্রবেশ করতে পারবে না।প্রায় বারো বছর ধরে এই ব্রত পালন করে আসছেন কুচকুচিয়ায় অসীম দত্ত, রামপুরের কেবু দাস।অসীম দত্ত বলেন দীর্ঘ দিন ধরে ব্রত পালন করে আসছি, এবার তা করতে না পারায় মনটা খারাপ, কিন্তু কিছু করার নেই।ঠিক করেছি সংক্রান্তির দিন সকালে মন্দিরে গিয়ে দূর থেকে বাবাকে প্রনাম করে আসব।এক্তেশ্বর মন্দির পরিচালন কমিটির সদস্য আনন্দ দেঘুরিয়া বলেন লকডাউনের জেরে এবার সমস্ত অনুষ্ঠান, উৎসব বন্ধ রাখার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে।শুধুমাত্র শাস্ত্রীয় ক্রিয়া কর্ম পালন করা হবে।যিনি পাঠ ভক্ত্যা অর্থাৎ প্রধান ভক্ত্যার দায়িত্ব পালন করে আসছেন তিনি সেই দায়িত্ব পালন করবেন।তাকে সহযোগিতা করবেন আরো চারজন।তিনি বলেন নিয়ম অনুযায়ী পাট ভক্ত্যা পনের দিন ধরে হবিষান্ন করে ব্রত পালন করছেন। এদিন প্রথা মেনে মন্দিরের আটচালায় বাবার পাট (পেরেক দিয়ে পোতা লম্বা পাটাতন এর মত) নিয়ে আসা হবে।আগামী কাল ও পরশু অর্থাৎ শুক্র ও শনিবার মন্দির সংলগ্ন গাই - গয়লা পুকুরে পাটের স্নান করানো হবে।পরদিন নদীতে স্নান করানো হবে।গাজন উপলক্ষে যে মেলা বসতো এবার সেটাও বন্ধ।কয়েক হাজার দোকান, চড়ক নিয়ে হাজির হোত মানুষজন।বিভিন্ন জায়গায় থেকে হাজার হাজার মানুষের সমাগম হোত মেলায়।

জুমিয়াদের

● প্রথম পাতার পর

হয়নি। তাই তাদের বিনামূল্যে রেশন সামগ্রী দেওয়ার জন্যও আবেদন জানিয়েছেন তিনি। তাছাড়া পাহাড়ি এলাকায় শুখা মরশুমে বিনামূল্যে রেশন ও পানীয় জলের ব্যবস্থা করার দাবী জানান। সেই সাথে যারা মাস্ক কিনতে পারছেন না, তাদের বিনামূল্যে মাস্ক সরবরাহের দাবি জানিয়েছেন রাধা চরণ দেববর্মা।

এসমা লাগু

● প্রথম পাতার পর

তাঁরা সরকারি চাকুরীর নিয়ম ভঙ্গ করছেন। তাই, নির্দিষ্ট আধিকারিকদের কথা বলার এক্তিয়ার দিয়ে আদেশ জারি করেছে ত্রিপুরা সরকার।

এদিকে, রাতে টুইট করে ত্রিপুরার মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব জানিয়েছেন, রাজ্যে এএসমা আইন চালু করা হয়েছে। তিনি বলেন, করোনা ভাইরাস মোকাবিলায় ত্রিপুরাবাসীর স্বার্থে ওই আইন আজ থেকে চালু করা হচ্ছে। প্রসঙ্গত, চিকিৎসা, পরিবহন, বিদ্যুৎ সরবরাহের মতো জরুরি পরিষেবা ভেঙে পড়ার সম্ভাবনা দেখা দিলে বা বিপর্যস্ত বলে সেই পরিস্থিতির মোকাবিলায় কর্মবিরতি, ধর্মঘট নিষিদ্ধ ঘোষণা এবং প্রয়োজনে কর্মচারীদের ওভারটাইম করতে বাধ্য করতে পারে প্রশাসন। এএসমা আইন লাগু করেই সরকারের পক্ষে তা সম্ভব। তাই ধারণা করা হচ্ছে, করোনা মোকাবিলা ওই আইন লাগু না করে সম্ভব নয় বলে মনে করছে ত্রিপুরা সরকার।

জরুরী পরিষেবা

হাসপাতাল : জিবি : ২৩৫-৫৮৮৮ **আইজিএম :** ২৩২-৫৬০৬, **টি এম সি :** ২৩৭ ০৫০৪ **চক্ষুব্যাঙ্ক :** ৯৪৩৬৪৬২৮০০। **অ্যাম্বুলেন্স : একতা সংস্থা :** ৯৭৭৪৯৯৮৯৯৬ **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **শিবনগর মডার্ণ ক্লাব : ও আমরা তরুণ দল :** ২৫১-৯৯০০, **সেন্ট্রাল রোড দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ **রিলিভার্স :** ৯৮৬২৭৬৭৪২৮ **কর্ণেল চৌমুহনী যুব সংস্থা :** ৯৮৬২৫৭০১১৬/ **সংহতি ক্লাব :** ৮৭৯৪১ ৬ ৮২৮১, **অনীক ক্লাব :** ৯৪৩৬৪৮৭৪৮৩, ৯৪৩৬৪৬৪৬০১, **রামকৃষ্ণ ক্লাব :** ৮৭৯৪১৬৮৮১ **শতদল সংঘ :** ৯৮৬২৯৩৯৭৮০, **প্রগতি সংঘ (পূর্ব আড়ালিয়া) :** ৯৭৭৪১১৬৬২৪, **রেডক্রস সোসাইটি :** ২৩১-৯৬৭৮, **টিআরটিসি :** ২৩২৫৬৮৫, **এগিয়ে চলো সংঘ :** ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **লালবাহাদুর দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৯৪৩৬৫০৮৬৩৯, ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **মানব ফাউন্ডেশন:** ২৩২৬১০০। **চাইল্ড লাইন :** ১০৯৮ (টোলফ্রি : ২৪ ঘন্টা)। **ব্লাড ব্যাঙ্ক : জিবি :** ২৩৫-৬২৮৮ (পি বি এক্স), **আইজিএম:** ২৩২-৫৭৩৬, **আই এল এস :** ২৪১৫০০০/৮৯৭৪০৫০৩০০ **কসমোপলিটন ক্লাব :** ৯৮৫৬০ ৩৩৭৭৬, **শববাহী যান : নব অঙ্গীকার** ৮৭৯৪৫১৪৩১১, **সেন্ট্রাল রোড যুব সংস্থা :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ **বটতলা নাগেরজলা স্ট্যান্ড ডেভেলাপমেন্ট সোসাইটি :** ০৩৮১-২৩৭-১২৩৪, ৮৯৭৪৮৬০৩৩৫, ৯৮৬২৭০২৮২৩, **সমাজ কল্যাণ ক্লাব :** ৯৭৭৪৬৭০২৪২, **সংযোগ সংঘ :** ৯৪৩৬১৬৯৫২১, ৯৮৫৬৮৬৭১২০, **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **ত্রিপুরা ট্রাক ওনার্স সিন্ডিকেট :** ২৩৮-৫৮৫২, **ত্রিপুরা ট্রাক অপারেটর্স অ্যাসোসিয়েশন :** ২৩৮-৬৪২৬, **রিলিভার্স :** ৮৮৩৭০৫৯৫৯৮, **কুঞ্জবন স্পোর্টিং ইউনিয়ন :** ৮৯৭৪৫৮১৮১০, **ত্রিপুরা ন্যায্যমূল্যের দোকান পরিচালক সমিতি :** ২৩৮১৭১৮, ৯৪৩৬৪৬৯৬৪৪, **সূর্য তোরণ ক্লাব (দুর্গা চৌমুহনী) :** ৮৭২৯৯১১২৩৬, **আগন্তুক ক্লাব :** ৭০০৫৪৬০০৩৫/ ৯৪৩৬৫৯১৮৯১, **ত্রিপুরা নির্মাণ শ্রমিক ইউনিয়ন :** ৮২৫৬৯৯৭ **ফায়ার সার্ভিস : প্রধান স্টেশন :** ১০১/২৩২-৫৬৩০, **বাধারঘাট :** ১০১/২৩৭-৪৩৩৩, **কুঞ্জবন :** ২৩৫-৩১০১, **মহারাজগঞ্জ বাজার :** ২৩৮ ৩১০১ **পুলিশ : পশ্চিম থানা :** ২৩২-৫৭৬৫, **পূর্ব থানা :** ২৩২-৫৭৭৪, **আমতলী থানা :** ২৩৭-০৩৫৮, **এয়ারপোর্ট থানা :** ২৩৪-২২৫৮, **সিটি কন্ট্রোল :** ২৩২-৫৭৮৪, **বিদ্যুৎ : বনমালীপুর :** ২৩২-৬৬৪০, ২৩০-৬২১৩। **দুর্গা চৌমুহনী :** ২৩২-০৭৩০, **জিবি :** ২৩৫-৬৪৪৮। **বড়দোয়ালী :** ২৩৭০২৩৩, ২৩৭১৪৬৪ **আইজিএম :** ২৩২-৬৪০৫। **বিমানবন্দর এয়ার ইন্ডিয়া :** ২৩৪১৯০২, ২৩৪-২০২০, **এয়ার ইন্ডিয়া টোল ফ্রি নম্বর :** ১৮৬০-২৩৩-১৪০৭, ১৮০০-১৮০-১৪০৭, **ইন্ডিগো :** ২৩৪-১২৬৩, **স্পাইস জেট :** ২৩৪-১৭৭৮, **রেল সার্ভিস : রিজার্ভেশন :** ২৩২-৫৫৩৩ **আন্তর্জাতিক বাস সার্ভিস : টি আর টি সি বিল্ডিং :** ২৩২-৫৬৮৫। **আগরতলা রেলস্টেশন :** ০৩৮১-২৩৭৪৫১৫।

লকডাউন : অসমে মাধ্যমিকের ফলাফল অনিশ্চিত, দশম শ্রেণির জন্য অনলাইন পাঠ্যক্রম চালু অসমে

গুয়াহাটি, ৯ এপ্রিল (হি.স.) : লকডাউনের সময়সীমা অতিক্রান্ত হওয়ার পরই অসম মাধ্যমিক শিক্ষা পর্ষদ (সেবা) পরিচালিত মাধ্যমিক ও হাই মাদ্রাসা পরীক্ষার ফলাফল ঘোষণা করা হবে। এখনও এ ব্যাপারে কোনও সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়নি। জানিয়েছেন সেবা-র চেয়ারম্যান রমেশচন্দ্র জৈন। তিনি আরও জানান, লকডাউন শুরু হওয়ার পর গত ২৫ মার্চ থেকে দশম শ্রেণির ছাত্রছাত্রীদের জন্য স্পেশাল অনলাইন পাঠ্যক্রমের ব্যবস্থা করেছেন তাঁরা।

একাংশ সংবাদ মাধ্যমে প্রকাশিত বা সম্প্রচারিত খবর নস্যাৎ করেছেন এক টেলিফোনিক সাক্ষাৎকারে রমেশচন্দ্র জৈন। বলেন, আগামী জুনের দ্বিতীয় সপ্তাহের মধ্যে মাধ্যমিক ও হাই মাদ্রাসা পরীক্ষার ফলাফল ঘোষণা করার প্রশ্নই ওঠে না। বর্তমানে লকডাউন চলছে। ফলাফল ঘোষণা করার আগে বহু কাজ থাকে। এ সবের আংশিক কাজ সম্পন্ন হলেও বেশ কিছু বাকি। লকডাউনের মধ্যেও নিয়ম বজায় রেখে সংশ্লিষ্ট শিক্ষক, আধিকারিক ও কর্মচারীরা কাজ করছেন। তবে লকডাউনের আগে পর্যন্ত ৮৪ শতাংশ উত্তরপত্র পরীক্ষণ পর্ব সম্পূর্ণ হয়ে গিয়েছিল। বাকি রয়েছে ১৬ শতাংশ। লকডাউন শেষ হওয়ার দু-তিনদিনর মধ্যে এগুলি সম্পূর্ণ করে ফেলবেন নিয়োজিত শিক্ষক-শিক্ষিকারা।

মাধ্যমিক শিক্ষা পর্ষদের চেয়ারম্যান রমেশচন্দ্র জৈন আরও জানান, লকডাউন না থাকলে মে মাসের ১৫ তারিখের মধ্যে মাধ্যমিক ও হাই মাদ্রাসা পরীক্ষার ফলাফল ঘোষণা করার লক্ষ্য ছিল সেবা-র। তাই লকডাউনের সময়সীমা শেষ না হওয়া পর্যন্ত মাধ্যমিকের ফলাফল কবে ঘোষণা হবে তা এ মুহূর্তে সঠিকভাবে কিছুই বলতে পারছেন না সেবা-র চেয়ারম্যান রমেশচন্দ্র জৈন।

সেবা-র চেয়ারম্যান রমেশচন্দ্র জৈন আরও জানান, ২৪ মার্চ মধ্যরাত থেকে লকডাউন শুরু হওয়ার পর গত ২৫ মার্চ থেকে দশম শ্রেণির ছাত্রছাত্রীদের জন্য স্পেশাল অনলাইন পাঠ্যক্রমের ব্যবস্থা করেছেন তাঁরা। ইউটিউব চ্যানেলে [illegible] শীর্ষক বিজ্ঞান, অঙ্ক, অসমিয়া, বড়ো এবং ইংরেজি বিষয়ের এই পাঠদান কার্যসূচি চালিয়েছে সেবা। জানান, অনলাইনের মাধ্যমে ইউনিট টেস্ট অনুষ্ঠিত হবে। এ প্রশ্নপত্রাবলি ইউটিউবে আপলোড করা হবে। দশম শ্রেণির ছাত্রছাত্রীরা তাদের বাড়িতে বসেই সেই সব প্রশ্নের উত্তর লিখে বিষয় শিক্ষকদের দেখাতে হবে, জানিয়েছেন রমেশচন্দ্র জৈন।

এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে, চলতি ২০২০ শিক্ষাবর্ষের মাধ্যমিক ও হাই মাদ্রাসা পরীক্ষার শুরু হয়েছিল গত ১০ ফেব্রুয়ারি থেকে, শেষ হয়েছে ২৯ ফেব্রুয়ারি। রাজ্যের মোট ৩,৫৮,৪৪৬ জন শিক্ষার্থী পরীক্ষা দিয়েছেন।

করোনা পরিস্থিতিতে আর্তের পাশে এবিভিপি

কলকাতা, ৯ এপ্রিল (হি. স.) : করোনা পরিস্থিতিতে গোটা বিশ্বের মতোই বিপর্যস্ত পশ্চিমবঙ্গ। মারণ এই ব্যাধি মোকাবিলায় লকডাউনের উপর ভরসা রেখেছে প্রশাসন। ফলে সাধারণ মানুষের দৈনন্দিন স্বাভাবিক জীবনযাপনের ওপর প্রভাব পড়েছে।এমন পরিস্থিতিতে রাজ্যবাসীর পাশে এসে দাঁড়িয়েছে রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সংঘের ছাত্র সংগঠন অখিল ভারতীয় বিদ্যার্থী পরিষদ (এবিভিপি)।

বৃহস্পতিবার এবিভিপির রাজ্য সহ-সভাপতি সুবীর হালদার প্রতিবেদককে জানিয়েছেন যে রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্তে এবিভিপি তরফ থেকে করোনা মোকাবিলায় হ্যান্ড স্যানিটাইজার, মাস্ক, লিকুইড সাবান দেওয়া হয়েছে। এর পাশাপাশি গরীবদের মধ্যে চাল, ডাল, আলু অন্যান্য খাদ্য সামগ্রীও দেওয়ার কাজ চলছে। টানা ১২ দিন ধরে উত্তর ও দক্ষিণ বঙ্গ মিলিয়ে সাধারণের মধ্যে ত্রাণ বিলি করে চলেছেন সংগঠনের কার্যকর্তা। এর পাশাপাশি চলছে সাধারণ মানুষকে সচেতনতা করার কাজও।কলকাতায় সেবা কার্য সম্পর্কে বলতে গিয়ে তিনি বলেন, উত্তর ও দক্ষিণ কলকাতা বিশেষ করে বস্তি এলাকাগুলিতে খাদ্য সামগ্রী, হ্যান্ড স্যানিটাইজার ও মাস্ক দেওয়া হয়েছে। গোটা রাজ্যে এখনো পর্যন্ত ৮ হাজার থেকে ১২ হাজার পরিবারের কাছে খাদ্য সামগ্রী ও অন্যান্য বস্তু বিতরণ করা হয়েছে। গোটা রাজ্যে প্রায় দুই হাজার কার্যকর্তা নিরন্তন জনসেবায় নিজেদের নিয়োজিত করেছেন। করোনা পরিস্থিতিতে রক্তের অভাব মেটানোর জন্য স্থানীয় ব্লাড ব্যাঙ্কগুলিতে কার্যকর্তারা গিয়ে রক্তদান করে আসছে। পাশাপাশি রক্তদান নিয়ে স্থানীয় হাসপাতালের সঙ্গেও যোগাযোগ করা হয়েছে। কিছু ক্ষেত্রে সহায় সম্বলহীন মানুষদের জন্য রান্না করা খাবার বাড়িতে পৌঁছে দেওয়ার কাজও করা হচ্ছে।

উল্লেখ করা যেতে পারে পশ্চিমবঙ্গে করোনায় এখনো পর্যন্ত ৭১ জন আক্রান্ত হয়েছে। মৃতের সংখ্যা পাঁচ। করোনা মোকাবিলায় সমাজের সকল স্তরের মানুষের সহযোগিতা চেয়েছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী ও রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। লোকডাউনের জেরে বহু মানুষই দুর্ভোগে পড়েছে। কিন্তু তাদের দুর্ভোগ লাঘব করার জন্য পাশে এসে দাঁড়িয়েছে এবিভিপি কার্যকর্তারা।

মির্জা ফখরুল

তিনের পাতার পর

তবে তিনি সেল্ফ আইসোলেশনে থাকায়, আত্মীয়-স্বজনরা এখন সামাজিক দূরত্ব বজায় রেখে তার সঙ্গে দেখা করতে পারবেন।

উল্লেখ্য, গত ২৫ মার্চ প্রধানমন্ত্রীর অনুমোদনক্রমে ছয় মাসের জন্য কারাগার থেকে মুক্তি পান খালেদা জিয়া। এরপর থেকেই তিনি হোম কোয়ারেন্টিনে ছিলেন।

করালো ভারতীয় মজদুর সংঘ

তিনের পাতার পর

এসে দাঁড়াল ভারতীয় মজদুর সংঘ।

বৃহস্পতিবার দিল্লির বিভিন্ন এলাকায় ১২০০ বেশি মানুষকে মধ্যাহ্নভোজ খাইয়েছে এই সংগঠন। এছাড়াও ২০০ টি গরিব পরিবারের হাতে দশদিনের রেশন তুলে দেওয়া হয়েছে।ভারতীয় মজদুর সংঘের মহামন্ত্রী অনিস মিশ্র জানিয়েছেন, এদিন রোহিনী, কল্যানপুরি, শাহদারা, শ্যাম এনকলেভ, নজাফগড়, গোল ডাকখানা, রওশনার সহ দিল্লির বেশ কয়েকটি জায়গায় বারোশো মানুষকে এদিন মধ্যাহ্নভোজ খাওয়ানো হয়। ২৭ মার্চ থেকে ৭ এপ্রিল পর্যন্ত দিল্লির ৩২০০ পরিবারের হাতে দশদিনের রেশন তুলে দেওয়া হয়েছে। এছাড়াও শহরের ৪৮ হাজার মানুষকে খাওয়ানো হয়েছে। এই রেশনের মধ্যে আছে চাল, ডাল, চা পাতা, চিনি, মসলা, মিল্ক পাউডার। এই সংগঠনের সঙ্গে যুক্ত রেল কর্মচারীরা ৫০০ বেশি শ্রমিকের কাছে খাবার তুলে দিচ্ছে।তিনি আরো বলেছেন লকডাউন এরমধ্যে সেবা ভারতী, বিশ্ব হিন্দু পরিষদ, অখিল ভারতীয় বিদ্যার্থী পরিষদ, রাষ্ট্র সেবিকা সমিতি কাজ করে চলেছে।

মোট শনাক্ত ৩৩০

তিনের পাতার পর

রোগী শনাক্ত হয়। এদিকে বিশ্বব্যাপী করোনাভাইরাস (কোভিড-১৯) আক্রান্ত ১৫ লাখ ও মৃতের সংখ্যা ৮৮ হাজার ছাড়িয়েছে।বিশ্বব্যাপী করোনাভাইরাসের সর্বশেষ পরিসংখ্যান জানার অন্যতম ওয়েবসাইট ওয়ার্লোমিটারের তথ্য অনুযায়ী, নভেল করোনাভাইরাসে বৃহস্পতিবার সকাল পর্যন্ত আক্রান্ত হয়েছেন বিশ্বের ১৫ লাখ ১৮ হাজার ৭১৯ জন। এদের মধ্যে বর্তমানে ১০ লাখ ৯৯ হাজার ৬২৮ জন চিকিৎসাধীন এবং ৪৮ হাজার ৭৯ জন (৪ শতাংশ) আশঙ্কাজনক অবস্থায় রয়েছেন।এ পর্যন্ত করোনাভাইরাস আক্রান্তদের মধ্যে ৩ লাখ ৩০ হাজার ৫৮৯ জন (৭৯ শতাংশ) সুস্থ হয়ে উঠেছেন এবং ৮৮ হাজার ৫০৫ জন (২১ শতাংশ) রোগী মারা গেছেন।গত বছরের ডিসেম্বরের চীন থেকে উৎপত্তি হওয়া প্রাণঘাতি করোনাভাইরাস বাংলাদেশসহ বিশ্বের ২০৯টি দেশ ও অঞ্চলে ছড়িয়ে পড়েছে।গত ১১ মার্চ করোনাভাইরাস সংকটকে মহামারি ঘোষণা করে বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা (ডব্লিউএইচও)।

আতঙ্ক কাটিয়ে চালু হল এনআরএসের পুরুষ মেডিসিন বিভাগ

কলকাতা,৯ এপ্রিল (হি.স.) : করোনা আতঙ্কের মাঝে খুশির খবর। আতঙ্ক কাটিয়ে ফের চালু হল এনআরএস মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের পুরুষ মেডিসিন বিভাগ। করোনা আক্রান্ত হয়ে এন আর এস মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে মৃত্যু হয় এক যুবকের। আর সেই আতঙ্কে ভুগছে গোটা এন আর এস হাসপাতাল। আর সেই আতঙ্কে বন্ধ রাখা হয়েছিল এনআরএস হাসপাতালে পুরুষ মেডিসিন বিভাগ ও সিসিইউ।হাসপাতাল সূত্রে খবর,স্যানিটাইজ প্রক্রিয়ার পরই খুলে গেল এন আর এস মেডিকেল কলেজ হাসপাতালর পুরুষ মেডিসিন বিভাগ। খুব শীঘ্রই চালু হবে সিসিইউ বিভাগও।

উল্লেখ্য, কয়েকদিন আগে মহেশতলার এক যুবক শারীরিক কিছু সমস্যা নিয়ে এন আর এস মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের মেডিসিন বিভাগের পুরুষ ওয়ার্ডে ভর্তি হয়েছিলেন। এরপর তার অবস্থা সংকটজনক হওয়ায় তাকে সিসিইউতে রাখা হয়। এরপর ধীরে ধীরে ওই যুবকের করোনা সংক্রমনের উপসর্গগুলি প্রকাশ পেতে থাকায় তার নমুনা তড়িঘড়ি পাঠানো হয় নাইসেডে। এরপর মৃত্যু হয় ওই যুবকের। কিন্তু তার মৃত্যুর পরে রিপোর্ট আসে করোনা পজেটিভ। এই ঘটনার পরেই আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়ে এন আর এস মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে। ৭৯ চিকিৎসক ও স্বাস্থ্যকর্মী নার্সের পাঠানো হয় কোয়ারেন্টিনে। পাশাপাশি জীবাণুমুক্ত করা হয় সিসিইউ ও পুরুষ মেডিসিন বিভাগ। চিকিৎসক স্বাস্থ্যকর্মী ও নার্স মিলিয়ে ৭৯ জনকে কোয়ারেন্টাইনে মধ্যে ৭৪ জনের রিপোর্ট নেগেটিভ এসেছে।

প্রধানমন্ত্রীর কোরোনা রিলিফ ফান্ডে দান করল নবদ্বীপের প্রতিবন্ধী নাবালিকা

নবদ্বীপ, ৯ এপ্রিল (হি. স.) : করোনাভাইরাসের সংক্রমণের জন্য বর্তমানে গোটা দেশে জরুরি পরিস্থিতি তৈরি হয়েছে। প্রধানমন্ত্রী লকডাউন ঘোষণা করায় এখন স্তব্ধ গোটা দেশ। দেশের অর্থনৈতিক পরিকাঠামো অনেকটাই ভেঙে পড়েছে। এই পরিস্থিতিতে কেন্দ্রীয় সরকারের তরফে প্রধানমন্ত্রীর ত্রাণ তহবিল গঠন করা হয়েছে। সেখানে সাহায্য করছেন অনেকেই। এবার সেই ত্রাণ তহবিলে অনুদান দিতে এগিয়ে এল নবদ্বীপের বছর ১১-র প্রতিবন্ধী নাবালিকা অঙ্কিতা দেবনাথ। নিজের সামান্য প্রতিবন্ধী ভাতাটুকুও তুলে দিল কেন্দ্রীয় সরকারেরর কোরোনা রিলিফ ফান্ডে।

নদিয়ার নবদ্বীপের সরকারপাড়ার বাসিন্দা অঙ্কিতার বাবা মিঠুন দেবনাথ পেশায় আলমারি কারখানার শ্রমিক। পরিবারে আর্থিক স্বচ্ছলতা নেই। দিন আনা দিন খাওয়া সংসার। একমাত্র মেয়ে অঙ্কিতা ছোটো থেকেই শারীরিকভাবে ৭৫ শতাংশ প্রতিবন্ধী। সরকারের তরফে প্রতিবন্ধী ভাতা পায় সে। কিছুদিন আগেই তিন মাসের প্রতিবন্ধী ভাতা ৩০০০ টাকা একসঙ্গে তার অ্যাকাউন্টে এসেছে। সেই টাকার পুরোটাই সে দান করে দিয়েছে প্রধানমন্ত্রীর ত্রাণ তহবিলে। এছাড়াও অঙ্কিতার পরিবারের পক্ষ থেকে ১০০০ টাকাও তহবিলে দান করা হয়েছে। অঙ্কিতার এই প্রয়াস অনেকেরই মনোবল বাড়িয়ে তুলবে বলে মনে করছেন স্থানীয়রা।

করোনা সচেতনতায় গলা মিলিয়ে গান গাইলেন মেয়র পারিষদ

কলকাতা, ৮ এপ্রিল (হি. স.): করোনা সচেতনতা বৃদ্ধিতে কলকাতা পুলিশকে শহরের বিভিন্ন রাস্তায় গান গেয়ে প্রচার চালাতে দেখা গেছে। এবার এই একই পন্থা মেনে গানের গলা মেলালেন মেয়র পারিষদ দেবাশীষ কুমার। নিজের ৮৫ নম্বর ওয়ার্ডে ১০০ জন সাফাই কর্মীর সঙ্গে এদিন গলা মেলান ওয়ার্ডের কাউন্সিলর তথা মেয়র পারিষদ দেবাশিসবাবু। করোনা সচেতনতা জেরে সবাইকে ঘরে থাকার পরামর্শ দিয়েছেন বিশেষজ্ঞরা। সেইমত বিভিন্ন এলাকায় এলাকায় সচেতনতা বৃদ্ধির জন্য গান গেয়ে এক অভিনব উদ্যোগে প্রচার শুরু করেছিল কলকাতা পুলিশ। এবার সেই পথ ধরেই স্থানান্তর প্রচার করল কাউন্সিলর দেবাশীষ কুমার।

ত্রিধারা সম্মিলনী ক্লাবের সামনে ১০০জন পুর কর্মী ও সাফাই কর্মীদের সঙ্গে নির্দিষ্ট দূরত্ব অবলম্বন করে ”মানুষ করোনার জন্য, মানুষ বাঁচার জন্য, একটু ঘরের ভিতরে থাকতে সে কি পারে না?” গান গাইলেন তিনি। গানটি লিখেওছেন এক সাফাই কর্মী।

এ প্রসঙ্গে দেবাশিসবাবু জানিয়েছেন, কি সাফাই কর্মীদের সাথে ও সহযোগিতা করে নিজের সহ এলাকাকে পরিষ্কার রাখতে হবে। এমনকি এই অভিনব কায়দায় সচেতনতার প্রচারকে সমর্থন করে সাধারণ মানুষকে তিনি ঘরে থাকার আবেদন জানান।

গৃহবন্দী পড়ুয়াদের সতেজ করতে উদ্যোগী এবার কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়

কলকাতা,৯ এপ্রিল (হি স): করোনা সংক্রমণ এড়াতে দেশজুড়ে চলছে লকডাউন। কিন্তু লকডাউনের জেরে একটানা গৃহবন্দী থাকার ফলে অনেক পড়ুয়ারা মানসিক অবসাদে ভুগছে। আর তাই সেই সব পড়ুয়াদের আবার সতেজ করতে উদ্যোগী কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়।

মানসিক স্থিতি নড়বড়ে হয়ে গেছে যে পড়ুয়াদের। তাদের জন্য এবার বিনামূল্যে সকাল ন'টা থেকে রাত ন'টা পর্যন্ত পড়ুয়াদের জন্য অনলাইন কাউন্সেলিংয়ের দরজা খুলল কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়।

এই প্রসঙ্গে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য সোনালি চক্রবর্তী বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন, ‘আমাদের যে কোনও ছাত্রছাত্রী ফোন করে মনোবিদদের পরামর্শ পাবেন। নিখরচায় তাঁদের কাউন্সেলিং করা হবে।

এবার করোনা মোকাবিলায় জীবাণুমুক্ত করা হচ্ছে থানাও

কলকাতা, ৯ এপ্রিল (হি. স.): চোখে না দেখা গেলেও করোনা আতঙ্কে আতঙ্কিত দেশবাসী। করোনা আতঙ্কে গৃহবন্দী দেশ থেকে শহর। করোনা আতঙ্কে থরহরি কম্প কলকাতা।কিন্তু সে আতঙ্কের মাঝেও কলকাতাবাসীর সুরক্ষার স্বার্থে দিনরাত এক করে কাজ করে চলেছে কলকাতা পুলিশ।আর এবার করোনা মোকাবিলায় জীবাণুমুক্ত করা হচ্ছে কলকাতার থানা গুলো।বৃহস্পতিবার জীবাণুমুক্ত করা হল। শেক্সপিয়র সরনি থানা।

ফসল

● প্রথম পাতার পর

এদিন তিনি কৃষকদের উদ্দেশ্যে আবেদন জানান, সামাজিক দূরত্ব বজায় রেখে ফসল উৎপাদন করুন। কারণ, উৎপাদন ঠিক রাখতে হবে।

যুবকের

● প্রথম পাতার পর

বেধে রাখা হয়েছে। চিকিৎসকরা লক্ষ্য করেন, ব্লেইড বা ছুরি দিয়ে সে আত্মহত্যার চেষ্টা করছিল।

এনিয়ে রীতিমতো কৌতুহলের সৃষ্টি হয়েছে। সে অবশ্য জানায়, ভাড়া বাড়ির মালকিনিকে সে মাসি বলে ডাকে। মাসির সঙ্গে ঝগড়ার জেরেই এই ঘটনা ঘটেছে। এর পেছনে অন্যকোন রহস্য রয়েছে কিনা তা খতিয়ে দেখছে পুলিশ।

জারি

● প্রথম পাতার পর

থেকে আগামীকাল মধ্যরাত্রি ১২ তা পর্যন্ত ২৪ ঘন্টার জন্য সমস্ত উদয়পুর মহকুমায় কারফিউ জারি করা হচ্ছে। তাঁর নির্দেশ, ওই সময়ে বাড়ি থেকে কেউ বের হবেন না। কারণ, বাড়ি থেকে বের হলে কড়া পুলিশি ব্যবস্থার সম্মুখীন হবেন। তিনি জানান, জরুরি পরিষেবার সাথে যুক্ত যাঁরা রয়েছেন তারা রাস্তায় বের হতে পারবেন।

অপেক্ষা

● প্রথম পাতার পর

ল্যাব টেকনিশিয়ানদের আজ আগরতলা গভর্নমেন্ট মেডিক্যাল কলেজে প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়েছে।

এদিন স্বাস্থ্যসচিব জানান, রাজ্যের রোগীদের বিভিন্ন টেস্টের জন্য ১৫ হাজার রেপিড অ্যান্টিবডি কিটের অর্ডার দেওয়া হয়েছে। আগামী কয়েকদিনের মধ্যেই সেগুলি রাজ্যে পৌঁছে যাবে বলে স্বাস্থ্যসচিব আশা প্রকাশ করেন।

এদিকে, স্বাস্থ্যসচিব আরও জানান, বহিঃরাজ্যে চিকিৎসারত রাজ্যে ৮ জন করোনা ভাইরাস সংক্রমিত রোগীর শারীরিক অবস্থা স্থিতিশীল রয়েছে। তিনি আরও জানান, রাজ্যে বর্তমানে চাল, ডাল সহ বিভিন্ন নিত্যপণ্য দ্রব্যের পর্যাপ্ত পরিমাণে মজুত রয়েছে।

মহিলা

● প্রথম পাতার পর

ত্রিপুরায় প্রবেশের সময় আটক করে গ্রামবাসী। এর পর বিএসএফ তাদের উদ্ধার করে পুলিশের হাতে তুলে দিয়েছে। ওই আধিকারিক বলেন, তাদের বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা নেওয়া হবে। তিনি বলেন, ওই চার মহিলা এবং দুই শিশুকে স্বাস্থ্য পরীক্ষার জন্য মোহনপুর প্রাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্রে নেওয়া হয়েছিল। চিকিৎসকরা জানিয়েছেন, তাদের শারীরিক কোনও সমস্যা নেই।

ওই চার মহিলা এবং দুই শিশু রামনগর এলাকার বাসিন্দা বলে ধারণা করা হচ্ছে। জিজ্ঞাসাবাদে তাদের কথাবার্তায় অসংলগ্নতা রয়েছে। তবে তারা ত্রিপুরার বাসিন্দা বলে অনুমান করছে পুলিশ। বেআইনিভাবে বাংলাদেশে গিয়েছিলেন তারা, এমনটাই মনে করছে পুলিশ।

করা হচ্ছে

● প্রথম পাতার পর

সংস্থা করোনা ভাইরাসকে এক বিশ্বব্যাপী মহামারি রূপে ঘোষণা করেছে এবং ভারত সরকারও একে এক বিপর্যয় হিসাবে বিজ্ঞপ্তি জারি করেছে। তেমনি রাজ্য সরকারও বিভিন্ন প্রতিরোধমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করেছে। তার মধ্যে ব্যক্তিগত স্বাস্থ্যবিধি বজায় রাখার জন্য ৬০ ইথানল বা ৭০ আইসোপ্রোপিলযুক্ত স্যানিটাইজার ব্যবহারও একটি গুরুত্বপূর্ণ পন্থা। এ সব দিক বিবেচনা করে ত্রিপুরার আবগারি দফতর অ্যালকো বেভারেজ-এর সাথে বিষয়টি আলোচনা করলে ডিয়েগিও গ্রুপ ১০, ০০০ লিটার স্যানিটাইজার সরবরাহ করতে সম্মত হয়।

ট্রাম্প

● প্রথম পাতার পর

বাড়িয়ে দেওয়ায় ট্রাম্পের প্রতিক্রিয়া, কখনই ভুলব না!

ভারতীয় সময় অনুযায়ী বুধবার গভীর রাতে টুইট করে ট্রাম্প লিখেছেন, এই সময়ে বন্ধুদের মধ্যে আরও ঘনিষ্ঠ সহযোগিতা প্রয়োজন। হাইড্রক্সিক্লোরোকুইন নিয়ে সিদ্ধান্তের জন্য ভারত, ভারতবাসীকে ধন্যবাদ। কখনই ভুলব না! প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর প্রতি কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করে ট্রাম্প টুইটারে লিখেছেন, ”এই লড়াইয়ে শুধুমাত্র ভারত নয়, মানবতার স্বার্থে আপনার দৃঢ় নেতৃত্বের জন্য ধন্যবাদ প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী।”

শুধুমাত্র টুইট করেই থেমে থাকেননি ট্রাম্প, পরে হোয়াইট হাউসে সাংবাদিক সম্মেলনে ডোনাল্ড ট্রাম্প বলেন, ”আমরা যা অনুরোধ করেছি তা মঞ্জুর করার জন্য প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীকে অসংখ্য ধন্যবাদ। তিনি দুর্দান্ত ছিলেন, আমরা চিরকাল মনে রাখব। প্রসঙ্গত, এর আগে মোদীকে মহান আখ্যা দিয়েছিলেন ট্রাম্প।

মুখ্যমন্ত্রীর

● প্রথম পাতার পর

দেন ও সাহস জোগান। অচিরেই তিনি সুস্থ হয়ে উঠবেন বলে মুখ্যমন্ত্রী আশা ব্যক্ত করেন।

পরে সাংবাদিকের সঙ্গে কথা বলার সময় মুখ্যমন্ত্রী জানান, জিবি হাসপাতালে চিকিৎসা সংক্রান্ত বিভিন্ন জিনিসপত্র যেমন পিপিই, মাস্ক, স্যানিটাইজার পর্যাপ্ত পরিমাণে রয়েছে। যে বা যাঁরা এ সংক্রান্ত বিভ্রান্তি ছাড়িয়েছে তাঁদের বিরুদ্ধে কড়া ব্যবস্থা নেওয়া হবে বলেও মুখ্যমন্ত্রী জানান। তিনি আরও বলেন, চিকিৎসক, নার্স সহ স্বাস্থ্যকর্মী, যাঁরা স্বাস্থ্য পরিষেবা প্রদানের ক্ষেত্রে আন্তরিকভাবে কাজ করেছেন তাঁদের সহযোগিতা প্রদান করতে হবে।

যে সকল স্বাস্থ্যকর্মী বিভিন্ন জায়গায় ভাড়াটে হিসেবে থেকে কাজ করছেন তাঁদের যাতে হেনস্তা না করা হয় সেই বিষয়ে সকলকে দায়িত্ব নিতে হবে। যদি কোনও স্বাস্থ্যকর্মীকে হেনস্তা করা হচ্ছে বা হয়েছে বলে অভিযোগ আসে তা হলে দোষী ব্যক্তির বিরুদ্ধে অ্যাপিডেমিক ডিজিজ অ্যাক্ট অনুযায়ী ব্যবস্থা নেওয়া হবে। মুখ্যমন্ত্রী জানান, ত্রিপুরা সরকার স্বাস্থ্য পরিষেবার সঙ্গে যুক্ত সকলকে বিভিন্ন সুযোগ সুবিধা প্রদান করছে। পাশাপাশি করোনা সংক্রমণ মোকাবিলায় রাজ্যে লকডাউনজনিত পরিস্থিতিতে ত্রিপুরা সরকার যে ব্যবস্থা গ্রহণ করেছেন তা সাংবাদিকদের সামনে তুলে ধরেন মুখ্যমন্ত্রী দেব।

করোনা-আক্রান্ত বৃদ্ধার

আটের পাতার পর

জম্মু-কাশ্মীরের প্রিন্সিপাল সেক্রেটারি রোহিত কানসাল বুধবার গভীর রাতে টুইট করে জানিয়েছেন, জম্মু গভর্নমেন্ট মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতালে প্রাণ হারিয়েছেন কোভিড-১৯ ভাইরাসে সংক্রমিত উধমপুরে বাসিন্দা একজন বৃদ্ধা। করোনা ছাড়াও আর্থাইটিসে আক্রান্ত ওই বৃদ্ধা শয্যাশায়ী ছিলেন। তাঁর সংস্পর্শে যাঁরা যাঁরা এসেছিলেন তাঁদের খোঁজ চলছে।

করোনাভাইরাসের সংক্রমণ রুখতে মাস্কের পর ফেস শিল্ড তৈরি শুরু করল মাহিন্দ্রা

পিথমপুর, ৯ এপ্রিল (হি. স.) : করোনাভাইরাস পরিস্থিতি মোকাবিলায় গত মাসে কান্দিভালি কারখানা থেকে ফেস মাস্ক তৈরি শুরু করেছিল মাহিন্দ্রা। এবার মধ্যপ্রদেশের পিথমপুর কারখানা থেকেও ফেস শিল্ড তৈরি শুরু করল কোম্পানিটি। বৃহস্পতিবার ফ্রড- এর থেকে ফেস শিল্ডের ডিজাইন নিয়ে উৎপাদন শুরু করেছে মাহিন্দ্রা। চেন্নাই ও সানন্দের কারখানা থেকে পার্সোনোল প্রোটেকটিভ ইকুইপমেন্ট তৈরি করছে ফ্রড। জানা গিয়েছে এই মুহূর্তে পিথমপুর কারখানা থেকে ৫,০০০ ফেস শিল্ড তৈরির লক্ষ্যমাত্রা রেখেছে মাহিন্দ্রা। পরে উৎপাদন বাড়ানো হতে পারে। সম্প্রতি কোম্পানির সিইও পবন গোয়েঙ্কা জানিয়েছিলেন প্রথম ৫০, ০০০ ফেস শিল্ড বিনামূল্যে বিতরণ করা হবে। এছাড়াও পিথমপুর কারখানায় রান্না শুরু করেছে মাহিন্দ্রা। ইতিমধ্যেই ১,০০০ প্যাকেট খাবার বিভিন্ন মানুষের কাছে পাঠিয়ে দেওয়া হয়েছে। বিভিন্ন কারখানায় শ্রমিকদের খাবার ও অন্যান্য সামগ্রী পৌঁছে দিতে কোম্পানির তরফ থেকে বিশেষ উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। এছাড়াও ভেন্টিলেটর তৈরি করার সম্ভাবনা খতিয়ে দেখছে মাহিন্দ্রা। করোনাভাইরাস আক্রান্তদের সুস্থ করে তুলতে বিশ্বব্যাপী ভেন্টিলেটরের চাহিদা বেড়েছে।

আত্মসুরক্ষার জন্য কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রকের দ্বারস্থ হলো চিকিৎসকেরা

নয়াদিল্লি, ৯ এপ্রিল (হি. স.) : করোনার বিরুদ্ধে সামনে দাঁড়িয়ে থেকে যারা যুজে চলেছেন সেই সকল চিকিৎসকেরা এবার দ্বারস্থ হল কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রকের। কেন্দ্রের কাছে নিরাপত্তা চেয়েছেন তারা।

দেশজুড়ে চিকিৎসকদের সঙ্গে দুর্ব্যবহার করা হচ্ছে এমন দাবি তুলে বৃহস্পতিবার ফেডারেশন অফ রেসিডেন্স ডক্টরস অ্যাসোসিয়েশনের তরফ থেকে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্টমন্ত্রী অমিত শাহকে উদ্দেশ্য করে লেখা চিঠিতে তারা দাবি করেছে অবিলম্বে ডক্টরস প্রটেকশন অ্যাক্ট তৈরি করা হোক।

াঙ্গন

বিশ্বকাপ ফুটবল আয়োজনে ঘুষ ! অভিযোগ উড়িয়ে দিল কাতার

দোহা, ৯ এপ্রিল (হি.স.) : মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ঘুষ দিয়ে ফুটবল আয়োজনের বিষয়টি উড়িয়ে দিল কাতার।

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রসিকিউটররা অভিযোগ তোলে যে, ২০১৮ সালে ফুটবল বিশ্বকাপ আয়োজন কারা রাশিয়া ও আগামী ২০২২ বিশ্বকাপের কাতারে। এই দুই দেশকে ভোটে আয়োজক বানানোর জন্য ঘুষ নিয়েছিল ফুটবলের সবোচ্চ সংস্থা ফিফা। তবে ২০১৮'র সফল আয়োজ রাশিয়া ব্যাপারটি পাত্তাই দেয়নি। আর কাতার বিশ্বকাপের আয়োজক কমিটি (এসসি) অভিযোগটি জোরালোভাবে উড়িয়ে দিয়েছে। নিউইয়র্কে দীর্ঘদিন ধরে চলমান ফুটবল গভর্নিং বডির বিরুদ্ধে দুর্নীতি তদন্তে নথি পেশ করে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ফেডারেল প্রসিকিউটররা। নথিতে দাবি করা হয়, ফিফার নির্বাহী কমিটির বেশ কয়েকজন সাবেক সদস্যকে ভোট সংক্রান্ত ঘুষের প্রস্তাব দেওয়া হয় এবং তারা তা গ্রহণও করেছেন।

কাতার আয়োজকদের এক বিবৃতিতে বলা হয়,'বছরের পর বছর ধরে ভুয়া দাবি তোলা হলেও কাতার অনৈতিকভাবে ২০২২ বিশ্বকাপের আয়োজনের স্বত্ব পেয়েছে বা ফিফার কঠোর বিডিংয়ের নিয়ম ভাঙার ফন্দি করেছে, এমন কোনও প্রমাণ কখনও পাওয়া যায়নি।'

২০১৮ ও ২০২২ বিশ্বকাপের আয়োজক নির্ধারণে সকল নিয়ম দৃঢ়ভাবে মানা হয়েছে জানিয়ে কাতারের সুপ্রিম কমিটি ফর ডেলিভারি অ্যান্ড লেগাসি (এসসি) জানিয়েছে, এসব অভিযোগ ভিত্তিহীন এবং এসব কঠোরভাবে মোকাবেলা করা হবে। ফুটবলের সর্বোচ্চ সংস্থা ফিফা অবশ্য এক বিবৃতিতে জানিয়েছে, সব 'অপরাধমূলক অন্যায়ের অভিযোগ'তদন্তের পক্ষে তারা। উল্লেখ্য, ২০২২ সালের নভেম্বর-ডিসেম্বরে হওয়ার কথা রয়েছে আগামী কাতার বিশ্বকাপ।

বাবার পর করোনায় মৃত্যু ইতালিয়ান প্রাক্তন অ্যাথলেটের

রোম, ৯ এপ্রিল (হি.স.) : বাবার পর এবার ছেলে। প্রাণঘাতী করোনাভাইরাসের থাবায় মারা গেলেন ইতালির প্রাক্তন অলিম্পিক অ্যাথলেট দোনাতো সাবিয়া। কোভিড-১৯ এ আক্রান্ত হয়ে ৫৬ বছর বয়সে চলে গেলেন ৮০০ মিটার অলিম্পিক ফাইনালের দুবারের এই দৌড়বিদ। তার মৃত্যুর খবর নিশ্চিত করেছে ইতালিয়ান অলিম্পিক কমিটি (কোনি)। কিছুদিন আগে এই করোনাভাইরাসেই মারা যান সাবিয়ার বাবা।

এক বিবৃতিতে কোনি জানায়, সাবিয়া ৮০০ মিটার অলিম্পিকে দুবারের ফাইনালিস্ট ছিলেন। তিনি বেশ কিছুদিন ধরে দক্ষিণ ইতালি অঞ্চলের বাসিলিকাতার পোতেনজায় স্যান কার্লো হাসপাতালে আইসিইউতে ভর্তি ছিলেন।

সাবিয়া ১৯৮৪ লস অ্যাঞ্জেলেস অলিম্পিকে ৮০০ মিটার ফাইনাল দৌড়ে পঞ্চম হয়ে শেষ করেন। আর চার বছর পর সিউল অলিম্পিকে একই ইভেন্টের ফাইনালে সপ্তম হয়ে শেষ করেন। তিনি অবশ্য ১৯৮৪ সালে ইউরোপিয়ান ইন্ডোর চ্যাম্পিয়নশিপে সোনা জিতেছিলেন। কোনি জানায়, সাবিয়া অলিম্পিক ফাইনালে ওঠা প্রথম কোনও অ্যাথলেট জিনি করোনায় মারা গেলেন।

ক্রিকেটকে ভীষণভাবে মিস করছি : পৃথ্বী

মুম্বই, ৯ এপ্রিল (হি.স.) : করোনাভাইরেসের জেরে ক্রিকেট ছাড়া একেবারেই মন ভালো নেই মুম্বইকর পৃথ্বী শ-র। পৃথ্বী জানালেন, 'আমি সত্যিই ক্রিকেটকে ভীষণভাবে মিস করছি সঙ্গে দেশের ক্রিকেটীয় সংস্কৃতিকে। কিন্তু আমাদের এটাও মাথায় রাখতে হবে গোটা পৃথিবীর মানুষ একটা মহামারীর সঙ্গে লড়াই চালাচ্ছে। চিকিৎসক, নার্স, পুলিশ প্রত্যেককে আমার কুর্নিশ। তবে এই লকডাউন পিরিয়ডে শারীরীক কসরত করে নিজেকে ফিট রাখছেন পৃথ্বী। নিজের জন্য তৈরি রেখেছেন যথাযথ ডায়েট প্ল্যান। এছাড়াও তাঁর ব্যাটিংয়ের পুরনো ভিডিও দেখে ভুল শুধরে নেওয়ারও চেষ্টা করছেন অনুর্ধ-১৯ বিশ্বজয়ী অধিনায়ক। কয়েকজন কিংবদন্তী অ্যাথলিটের আত্মজীবনী এই সময় সঙ্গী পৃথ্বীর। নিজেকে ফিট রাখা ছাড়াও লকডাউন পিরিয়ডে রান্না শিখছেন তিনি, জানিয়েছেন ডান-হাতি ওপেনার। এছাড়া প্লে-স্টেশনেও বেশ কিছুটা সময় কাটাচ্ছেন অভিষেক টেস্টে শতরানকারী ব্যাটসম্যান।

"ভারতের টাকার দরকার নাই"

করোনার বিরুদ্ধে লড়াইয়ের জন্য ভারত-পাকিস্তান ওয়ানডে সিরিজ আয়োজন করে যে তহবিল গঠনের প্রস্তাব দিয়েছিলেন শোয়েব, সেটি উড়িয়ে দিলেন কপিল দেব

ক্রিকেটে ভারত-পাকিস্তান লড়াই মানেই দর্শকদের জন্য উপভোগ্য ম্যাচ! দুই দেশের রাজনৈতিক সম্পর্কের টানাপোড়েন এবং সীমান্তে সামরিক উত্তেজনা মিলিয়ে দুই দেশের ব্যাট আর বলের লড়াই যেন স্নায়ুক্ষয়ী উত্তেজনা। যে লড়াইয়ের টিভি স্বত্ব পাওয়ার জন্য কোটি কোটি রুপি ব্যয় করতে প্রস্তুত টেলিভিশন চ্যানেলগুলো। সম্প্রচার থেকে মোটা অঙ্কের রাজস্ব পাওয়ার ব্যাপারটা মাথায় রেখেই পাকিস্তানের সাবেক ফাস্ট বোলার শোয়েব আখতার দর্শকশূন্য মাঠে ভারত-পাকিস্তানের তিনটি ওয়ানডে ম্যাচ খেলার প্রস্তাব দিয়েছিলেন। যা থেকে পাওয়া অর্থ দুই দেশের করোনার বিরুদ্ধে লড়াইয়ে ব্যয় করা হবে।

কিন্তু শোয়েবের এমন প্রস্তাব উড়িয়ে দিলেন ভারতের প্রথম বিশ্বকাপজয়ী অধিনায়ক কপিল দেব। বলছেন, 'ভারতের টাকার দরকার নেই।' করোনায় আক্রান্ত হয়ে দেশে দেশে মারা যাচ্ছে মানুষ। এই পরিস্থিতিতে কোনো ক্রিকেট আয়োজন না করে করোনার বিরুদ্ধে সমন্বিত লড়াইয়ের ওপরই জোর দিয়েছেন কপিল।শোয়েবের প্রস্তাবকে 'অবাস্তব' জানিয়ে কপিল বলছেন, 'সে তার মতামত দিয়েছে। কিন্তু আমাদের অর্থ সংগ্রহের দরকার নেই। আমাদের যথেষ্ট (অর্থ) আছে। এখন আমাদের কাছে বেশি গুরুত্বপূর্ণ হলো সংশ্লিষ্ট সবাইকে সঙ্গে নিয়ে কঠিন এই পরিস্থিতির মোকাবিলা করা।'বিশ্বের সবচেয়ে ধনী ক্রিকেট বোর্ড বিসিসিআই ৫১ কোটি ভারতীয় রুপি দান করে করোনার বিরুদ্ধে লড়াইয়ে শামিল হয়েছে। প্রয়োজন পড়লে বিসিসিআই আরও অর্থ দেবে বলে মনে করেন কপিল, কিন্তু অর্থ সংগ্রহের জন্য এই মুহূর্তে পাকিস্তানের সঙ্গে ম্যাচ খেলাটাকে যৌক্তিক মনে করেন না তিনি। ক্রিকেট নয়, এখন মানুষের জীবন বাঁচানোর ওপরই গুরুত্ব দেওয়া উচিত বলে মনে হচ্ছে তাঁর, ' তিনটি ম্যাচ থেকে কত অর্থ আসবে? আমি মনে করি আগামী ছয় মাস ক্রিকেট নিয়ে ভাবাই উচিত নয়। পরিস্থিতি স্বাভাবিক হলেই ক্রিকেট শুরু হবে। দেশের চেয়ে ক্রিকেট বড় হতে পারে না।'

ইতিহাসের '৯ এপ্রিল' ফিরে আসুক বারবার

৯ এপ্রিল, ১৯৯৭। বিশ্বকাপের স্বপ্ন পূরণ। উল্লাসে মেতেছেন বাংলাদেশের ক্রিকেটার ও ক্রিকেট কর্মকর্তারা। সেই মুহূর্তটিকে ক্যামেরায় ধরে রেখেছিলেন প্রথম আলোর বিশেষ আলোকচিত্রী শামসুল হক।৯ এপ্রিল, ১৯৯৭। বিশ্বকাপের স্বপ্ন পূরণ। উল্লাসে মেতেছেন বাংলাদেশের ক্রিকেটার ও ক্রিকেট কর্মকর্তারা। সেই মুহূর্তটিকে ক্যামেরায় ধরে রেখেছিলেন প্রথম আলোর বিশেষ আলোকচিত্রী শামসুল হক।ক্যালেন্ডারের একটা তারিখআর এ তারিখটার কী মাহাত্ম্য বাংলাদেশের ক্রিকেটে! ৯ এপ্রিল ১৯৯৭, বিশ্বকাপের স্বপ্ন পূরণ হয়েছিল আমাদের। আর ঠিক ৯ বছর পর ২০০৬ সালের ৯ এপ্রিল ক্রিকেট ইতিহাসের মহাক্রমশালী এক দলের বিপক্ষে প্রথমবারের মতো হেলায় এক শতক হাঁকিয়েছিলেন বাংলাদেশের এক তরুণ। এ তারিখ বাংলাদেশের ক্রিকেট মনে রাখবে যুগ যুগান্তর।

আজ থেকে ২৩ বছর আগে মালয়েশিয়ার কিলাত ক্লাব মাঠ থেকে শুরু করে বাংলাদেশের প্রতিটি শহর, পাড়া, মহল্লা ভেসে গিয়েছিল অনাবিল এক প্রাপ্তির এক আনন্দে। ক্রিকেটে আমরা বিশ্বকাপ খেলবএমন স্বপ্ন আমরা দেখে আসছিলাম অনেক দিন আগে থেকে। সেই স্বপ্নটাই সত্যি হয়েছিল সেদিন। আইসিসি ট্রফিতে স্কটল্যান্ডকে হারিয়ে বিশ্বকাপ খেলার স্বপ্নপূরণের সে দিনটি এ দেশের মানুষ দেখেছিল অদ্ভুত এক ঐক্য। সব বিভেদ ভুলে রং খেলা আর বিজয় মিছিলে শামিল হয়েছিল বাংলাদেশের মানুষ। অফিস-আদলতে রাশভারী বস সেদিন তাঁর সব অধীনস্তদের মিষ্টিমুখ করিয়েছিলেন। স্কুল-কলেজের রাগী শিক্ষকেরাও সেদিন মেনে নিয়েছিলেন ছাত্র-ছাত্রীদের বিশৃঙ্খলা। ঢাকাসহ সারা দেশের মানুষের মুখে সেদিন একটাই কথাআমরা বিশ্বকাপে খেলার সুযোগ পেয়েছি। কী এক জাদুর কাঠি যেন সেদিন আমাদেরকে এনে দিয়েছিলেন ক্রিকেট খেলোয়াড়েরা। যে জাদুর কাঠির ছোঁয়ায় নিমেষে সবাই ভুলে গিয়েছিল দ্বন্দ্ব, রেষারেষি, ঝগড়াসবকিছু। মাথার ঘাম পায়ে ফেলে জীবিকার তাড়নায় থাকা শ্রমিক ভাই-বোনেরা সেদিন বাড়ি ফিরেছিল হাসি নিয়ে। চৈত্রের ঘামে সিক্ত ওই রিকশাওয়ালাটিও সেদিন আনন্দের আতিশয্যে কোনো কোনো যাত্রীকে বলে দিয়েছিলেনযান ভাই ভাড়া লাগবে না! সেদিন বাড়ির বাইরে গিয়েছিলেন কিন্তু শরীর রঙে রাঙিয়ে ফেরেননিএমন মানুষ ছিলেন বিরল। উচ্ছ্বাসের সাক্ষী কোনো মানুষের পক্ষে ১৯৯৭ সালের ৯ এপ্রিল তারিখটা ভুলে যাওয়া এক কথায় অসম্ভব।

এর ঠিক ৯ বছর পর দৃষ্টি ফেরান। ২০০৬ সালের ৯ এপ্রিল। এত দিনে বিশ্বকাপ খেলা হয়ে গেছে। পাওয়া হয়ে গেছে টেস্ট মর্যাদাও। ক্রিকেটের শীর্ষ দেশগুলোর বিপক্ষে দুই-একটা অবিস্মরণীয় জয়ও পাওয়া হয়ে গেছে। কিন্তু সামগ্রিকভাবে ক্রিকেট দুনিয়ায় পদচারনাটা খুব স্বস্তির হচ্ছে না বাংলাদেশের। এই সময় শেন ওয়ার্ন, অ্যাডাম গিলক্রিস্ট, রিকি পন্টিংদের অস্ট্রেলিয়া দল এলে বাংলাদেশ সফরে। সে সময় অস্ট্রেলীয় দলটা কেমন ছিল, সেটা নতুন করে বলে দেওয়ার কিছু নেই। পৃথিবীর প্রায় সব দলই তাদের কাছে হারছে। দলটাও যেন জিততে জিততে ক্লান্ত। ক্রিকেট দুনিয়ার যাবতীয় হিসেব তখন অস্ট্রেলীয় দলকে বাদ দিয়েই। এ সময় ক্রিকেটে ধুঁকতে থাকা, অনভিজ্ঞ বাংলাদেশ তাদের বিপক্ষে কী করবে! যদিও তার ঠিক এক বছর আগে কার্ডিফে দুনিয়াকে অবাক করে দিয়ে অস্ট্রেলিয়াকেই হারিয়ে এসেছে বাংলাদেশ। কিন্তু সেটি তো ৫০ ওভারের ক্রিকেটে, ক্রিকেটের আসল লড়াই পাঁচ দিনের টেস্টে অস্ট্রেলিয়ার বিপক্ষে টিকে থাকা কী সম্ভব?

অসম্ভব ভাবনার মধ্যেই ২০০৬ সালের ৯ এপ্রিলের সকালে সবাইকে তাক লাগিয়ে দিল বাংলাদেশ। টসে জিতে ব্যাটিং বেছে নিলেন বাংলাদেশের অধিনায়ক হাবিবুল বাশার। ব্রেট লি, স্টুয়ার্ট ক্লার্ক, জেসন গিলেস্পি, শেন ওয়ার্নদের বোলিং যেখানে সমীহ করছে বিশ্বসেরা ব্যাটসম্যানরা, সেখানে বাংলাদেশের এক তরুণ এই মহীরূহদের বিপক্ষে কী অবলীলায় না ব্যাটিং করে গেলেন! ওয়ার্ন, লি, গিলেস্পিদের সঙ্গে কপাল কুঁচকালেন পন্টিং, গিলক্রিস্টরা। কিছুতেই কিছু হচ্ছিল না। তাঁরা যে কিছুতেই আউট করতে পারছিলেন না ২০ বছরের সেই তরুণকে। শাহরিয়ার নাফীস নামের সেই তরুণ সেদিন খেললেন ১৩৮ রানের দুর্দান্ত এক ইনিংস। ১৮৯ বলে ২৭৪ মিনিট ব্যাটিং করে নাফীসের সেই ইনিংসে ১৯টি বাউন্ডারি যেন ছিল বাংলাদেশের ক্রিকেটকে অবজ্ঞা আর তুচ্ছ-তাচ্ছিল্যের এক একটি দাঁতভাঙা জবাব।

নাফীসের সেই ইনিংসের সঙ্গে ছিল হাবিবুলের ৭৬ আর রাজিন সালেহর ৬৭। বাংলাদেশ গড়ল ৪২৭ রানের প্রথম ইনিংস। কিন্তু চমক তো আরও অপেক্ষা করছিল অস্ট্রেলিয়ার ইনিংসে। মোহাম্মদ রফিকের অসাধারণ বোলিংয়ে অস্ট্রেলিয়া গুটিয়ে গেল ২৬৯ রানেই। ৬২ রানে ৫ উইকেট নিলেন রফিক। বড় লিড নিয়েও সে টেস্টটা শেষ পর্যন্ত জিততে পারেনি বাংলাদেশ। পারেনি ড্র করতেও। দ্বিতীয় ইনিংসে ১৪৮ রানে গুটিয়ে গিয়ে অস্ট্রেলিয়াকে ৩০৭ রানের লক্ষ্যমাত্রায় ব্যাটিং করিয়ে শেষ পর্যন্ত হার ছিল ৩ উইকেটে। রিকি পন্টিংয়ের অসাধারণ এক ইনিংস না হলে শেষ পর্যন্ত ম্যাচের ফল কী হতো, সেটা অবশ্য না বললেও চলছে। তবে এটা ঠিক ২০০৬ সালের ৯ এপ্রিল শুরু হওয়া অস্ট্রেলিয়ার বিপক্ষে সেই টেস্টে বাংলাদেশের ক্রিকেট দিয়েছিলেন উঠে আসারই বার্তা। সামনে দৃপ্ত পদক্ষেপে এগিয়ে চলারই বজ্র কণ্ঠের ঘোষণা। টেস্টটা শেষ পর্যন্ত জিতে গেলে আজকের এই লেখাটা হয়তো অন্যরকমই হতো। কিন্তু তারপরও বাংলাদেশের ক্রিকেট ইতিহাসে এখনো পর্যন্ত নাফীসের সেই ইনিংস আর ফতুল্লার টেস্ট হয়ে আছে গর্ব করার মতো ঘটনা হয়েই।

২০২০ সালের ৯ এপ্রিল। করোনা-আক্রান্ত গোটা দুনিয়া। দেশে বাড়ছে আক্রান্তের হার। গোটা বিশ্বে মৃত্যুর মিছিল। একটা ছোট্ট ভাইরাস অচেনা শহরগুলোকে করে তুলেছে অচেনা, কেমন যেন ভুতুড়ে। স্বাভাবিক জীবনযাত্রা গেছে থমকে। গৃহবন্দী মানুষের সময় কাটছে করোনা-মুক্ত সময়ের স্মৃতিচারণে। এমন একটা দিনে, এমন একটা সময়ে বাংলাদেশের ক্রিকেট ইতিহাসের এ দুটি অর্জনের গল্প একটু হলেও বিষণ মনটাকে চাঙা করে। লড়াই করতে সাহস জোগায়। করোনার এই সময় ক্রিকেট গৌণ এক বিষয় হলেও লড়াই আর অর্জনের গল্পটা সব সময়ই একইরকম।

আবেগ যাঁকে ছোঁয় না সেই টেন্ডুলকারই নেচেছিলেন সেদিন

আনন্দে আত্মহারা হন না কখনোই, আবার অধিক শোকে হন না পাথরও। ক্রীড়াঙ্গনের এমন বর্তমান ও সাবেক তারকাদের তালিকা করলে শচীন টেন্ডুলকারের নাম ওপরের দিকেই থাকবে। সেঞ্চুরি করার পর ডেভিড ওয়ার্নার যেভাবে শূন্যে লাফিয়ে উঠেন, ওয়ানডের প্রথম ক্রিকেটার হিসেবে ২০০ রানের ইনিংস খেলার পরও সেভাবে লাফাতে দেখা যায়নি টেন্ডুলকারকে। আর দশটা সেঞ্চুরি করার পর হেলমেট খুলে যেভাবে আকাশের দিকে তাকান, সেদিনও তাই করেছিলেন ভারতীয় ব্যাটিং কিংবদন্তি। কিন্তু এক সময় টেন্ডুলকারেরই জাতীয় দলের সতীর্থ হরভজন সিং দাবি করেছেন, মাস্টার ব্যাটসম্যানকে তিনি নাচতেও দেখেছেন! কখন নেচেছিলেন শচীন টেন্ডুলকার? ২০১১ ক্রিকেট বিশ্বকাপ জয়ের পর। স্টার স্পোর্টসের 'ক্রিকেট কানেক্টেড' অনুষ্ঠানে ভারতের হয়ে ১০৩ টি টেস্ট, ২৩৬ টি ওয়ানডে ও ২৮ টি টি-টোয়েন্টি খেলা হরভজন বলেছেন, 'সেদিন প্রথমবারের মতো আমি শচীন টেন্ডুলকারকে নাচতে দেখেছিলাম। আশপাশের সবাই কে কী ভাববে না ভাববে তার তোয়াক্কা না করে প্রথমবারের মতো সবার সঙ্গে তাঁকে আনন্দ করতে দেখেছিলাম।

CORRIGENDUM

Name of work:- Providing, Installation and commissioning of 01(one) no Electrical Traction Type 20 nos. passenger capacity, (Near Labour room) G+2 lift after dismantling of existing 01(One) no lift (UT Make) at Old IGM Hospital Building, Agartala (2nd Call)

The last date & time for document downloading and bidding is hereby extended up to 1st May, 2020 at 15.00 hrs instead of 15th April'2020 at 15.00 hrs.against this office PNIe-T No 25/EE/PNIe-T/MECH-D!VN/AGT/2019-2020 Dated: 21-032020 and circulated under this office memo no F.EEM/TS/7(10)/ 2017-18/16685-746 dated 21-03-2020 due to unavoidable circumstances.

The last date & time of opening of bid is also extended up to 1st May, 2020 at 15.30 hrs instead of 15th April'2020 at 15.30 hrs due to unavoidable circumstances.

The other contents of above PNIe-T will remain unchanged.

For more details kindly visit: **https://tripuratenders.gov.in**

ICA-C-17/20

Sd/-Illegible
Executive Engineer
Mechanical Division
Agartala, Tripura

PNIeT NO- 01/EE/PWD(DWS)/AMB/2020-21

The Executive Engineer, DWS Division Ambassa, Dhalai District, Tripura invites on behalf of the Governor of Tripura, single bid percentage rate e-tender. The details are below;

SI NO	DNIeT No	Estimated Cost	Deadline for bidding
1	DNIe-T No.01/EE/ PWD(DWS)/AMB/2020-21.	491940.00	27-04-2020

All details can be seen press notice & bid documents for the work on website www.tripuratenders.gov.in at free of cost. For contact 03826-267230/9436355955

For and on behalf of Governor of Tripura
Sd/- (Er. H. Chakma)
Executive Engineer
DWS Division, Ambassa,
Dhalai District, Tripura

ICA-C-20/20

বিজ্ঞপ্তি

সর্বসাধারণের অবগতির জন্য জানানো যাচ্ছে যে, পর পর পাঁচদিন ১০-ই এপ্রিল থেকে ১৪-ই এপ্রিল (১০ই এপ্রিল বড়দিন, ১১ই এপ্রিল দ্বিতীয় শনিবার, ১২ই এপ্রিল রবিবার, ১৩-ই এপ্রিল বিজু উৎসব এবং ১৪ই এপ্রিল বাংলা নববর্ষ) তারিখ পর্যন্ত সরকারি ছুটি ঘোষণা থাকলেও আগামী **১১-০৪-২০২০ ইং (দ্বিতীয় শনিবার)** এবং **১৩-০৪-২০২০ ইং (সোমবার)** তারিখে ত্রিপুরা সরকারের স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ দপ্তরের অন্তর্গত সমস্ত স্বাস্থ্য কেন্দ্রের বহির্বিভাগ এবং ডায়াগনস্টিক পরিষেবা খোলা থাকবে।

স্বাঃ- অস্পষ্ট
স্বাস্থ্য অধিকর্তা
ত্রিপুরা সরকার

ICA/D/23/20

PNIT NO:-01/NIT/EE-KLP/PWD (DWS)/2020-21 date:- 07/04/2020 for O&M of RWS scheme. Rewinding of burnt motor & repairing of pump etc, under DWS Division Kalyanpur, PWD:-

SI No	DNIT No	Estimate Cost	Earnest money
1)	DNIT NO. 01/EE-KLP/PWD (DWS)/2020-21	RS. 3,01,603.00	Rs. 3016.00
2)	DNIT NO. 02/EE-KLP/PWD (DWS)/2020-21	Rs. 3,01,603.00	Rs. 3016.00
3)	DNIT NO. 03/EE-KLP/PWD (DWS)/2020-21	RS. 3,01,603.00	RS. 3016.00
4)	DNIT NO. 04/EE-KLP/PWD (DWS)/2020-21	Rs. 3,01,603.00	Rs. 3016.00
5)	DNIT NO. 05/EE-KLP/PWD (DWS)/2020-21	Rs. 3,68,710.00	Rs. 3687.00
6)	DNIT NO. 06/EE-KLP/PWD (DWS)/2020-21	Rs. 3,68,710.00	Rs. 3687.00

Last date and time for receipt of application for issue of tender form **up to 4.00 PM on 01/05/2020** Other necessary detailed information can be seen and tender documents will be sold in the **DWS** Division office of **Kalyanpur & Agartala-I** in office hours.

Sd/- (ER.GOPI MAJUMDER)
Executive Engineer
DWS Division, PWD,
Kalyanpur, Tripura

ICA-C/29/20

সৃষ্টির প্রেরণায় নতুন প্রতিশ্রুতি

উন্নত মুদ্রণ

সাদা, কালো, রঙিন
নতুন ধারায়

রেণ্বো প্রিন্টিং ওয়ার্কস

জাগরণ ভবন, (লক্ষ্মীনারায়ণ মন্দির সংলগ্ন), এন এল বাড়ি লেইন
প্রভুবাড়ী, বনমালীপুর, আগরতলা, ত্রিপুরা পশ্চিম - ৭৯৯০০১
ফোন - ০৩৮১-২৩৮ ৪৯৮৪
ই-মেল ঃ rainbowprintingworks@gmail.com

জাগরণ 10 April, 2020, Friday আগরতলা ১০ এপ্রিল, ২০২০ ইং, ■ ২৭ চৈত্র, ১৪২৬ বঙ্গাব্দ, শুক্রবার

■ Phone : 0381- 2384984, e-mail : jagarandaily@gmail.com
■ Postal Regd. No. AGT/NE-928/2018- 2020

কর্মচারী ফেডারেশন চা-বাগান শ্রমিকদের পাশে দাঁড়িয়েছে

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৯ এপ্রিল ।। করোনা ভাইরাস সংক্রমণ মোকাবিলায় লকডাউন ঘোষণা করায় শ্রমিক শ্রেণির মানুষ রীতিমতো বিপর্যস্ত হয়ে পড়েছে। তাদের উনুন জ্বলছে না। ইতিমধ্যেই অনাহার শুরু হয়ে গেছে। চা-বাগানগুলির অবস্থা আরও শোচনীয়। উদ্ভুত পরিস্থিতিতে ত্রিপুরা সরকারি কর্মচারী ফেডারেশন চা-বাগান শ্রমিকদের পাশে দাঁড়িয়েছে। ত্রিপুরা সরকারি কর্মচারী ফেডারেশন চা-বাগান শ্রমিকদের অনাহারের হার থেকে রক্ষা করতে এগিয়ে এলো।

সংগঠনের পক্ষ থেকে বৃহস্পতিবার ফটিকছড়া, কালাছড়া চা-বাগান, নলগড়িয়া শ্রমিক বস্তি, হাতিছড়া উপজাতি বস্তি সহ পার্শ্ববর্তী এলাকাগুলিতে চাল, ডাল, আলু, পেঁয়াজ সহ অন্যান্য খাদ্য সামগ্রী প্রদান করা হয়।

ত্রিপুরা সরকারি কর্মচারী ফেডারেশনের বর্ষীয়ান নেতা সমর রায় জানান, এই সঙ্কটময় মুহূর্তে মানুষের পাশে দাঁড়ানোই অন্যতম দায়িত্ব ও কর্তব্য। সে কথা মাথায় রেখেই চা-বাগান শ্রমিক সহ বিপন্ন মানুষের মধ্যে খাদ্য সামগ্রী বিতরণের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। ত্রিপুরা সরকারি কর্মচারী ফেডারেশন আয়োজিত খাদ্য সামগ্রী বিতরণ অনুষ্ঠানে শিক্ষামন্ত্রী রতন লাল নাথ বলেন, সরকারের একার পক্ষে পরিস্থিতি মোকাবিলা করা সম্ভব নয়। ত্রিপুরা সরকারি কর্মচারী ফেডারেশন বিশেষ করে চা-বাগান শ্রমিকদের মধ্যে খাদ্য সামগ্রী তুলে দেওয়ায় সংগঠনের নেতৃবৃন্দকে ধন্যবাদ জানিয়েছেন।

তিনি বলেন, করোনা ভাইরাস সংক্রমণ জনিত কারণে সামাজিক দূরত্ব বজায় রাখার জন্য একদিকে যেমন প্রয়াস জারি রাখতে হবে অন্যদিকে কৃষি উৎপাদন অব্যাহত রাখতে হবে। সামাজিক দূরত্ব বজায় রেখে কৃষি উৎপাদন অব্যাহত রাখতে কৃষকদের প্রতি তিনি আহ্বান জানিয়েছেন। শিক্ষামন্ত্রী বলেন, উৎপাদন না হলে আগামীদিনে সমস্যা আরও জটিল আকার ধারণ করবে। অনাহারী অর্ধাহারী চা-বাগান শ্রমিকরা খাদ্য সামগ্রী পেয়ে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেছেন। আগামী দিনগুলিতেও তাদের পাশে দাঁড়াতে শ্রমিকরা আর্জি জানিয়েছেন। এদিকে ত্রিপুরা সরকার কর্মচারী ফেডারেশনের নেতৃবৃন্দ ধারাবাহিকভাবে এ ধরনের সামাজিক কাজকর্ম অব্যাহত রাখবে বলে জানিয়েছেন ফেডারেশনের নেতৃবৃন্দ।

রাজ্যেও এনএসইউআই'র প্রতিষ্ঠা দিবস পালিত

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৯ এপ্রিল ।। এনএসইউআই'র ৫০তম প্রতিষ্ঠা দিবস বৃহস্পতিবার অনাড়ম্বর অনুষ্ঠানের মধ্যে দিয়ে পালিত হয়। এ উপলক্ষ্যে আগরতলায় কংগ্রেস ভবনের সামনে সংগঠনের পতাকা উত্তোলন করেন সংগঠনের রাজ্য সভাপতি রাকেশ দাস।

রাজ্যের অন্যান্য জেলাতেও এনএসইউআই'র ৫০তম প্রতিষ্ঠা দিবস পালিত হয়েছে। এনএসইউআই'র প্রদেশ সভাপতি রাকেশ দাস বলেন, করোনা ভাইরাস সংক্রমণ জনিত কারণে সামাজিক দূরত্ব বজায় রাখার তাগিদে সংগঠনের প্রতিষ্ঠা দিবসেও কোন ধরনের জাকজমকপূর্ণ অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়নি। প্রদেশ সভাপতি বলেন, আগামীদিনে প্রতিষ্ঠা দিবস উপলক্ষ্যে তারা সামাজিক কর্মসূচিতে শামিল হতে বদ্ধপরিকর। সবাইকে এই ভয়ঙ্কর মারণব্যাধি থেকে মুক্তি পেতে ঘরে থাকতে এবং সুস্থ থাকতে সংগঠনের পক্ষ থেকে আহ্বান জানানো হয়েছে।

বৃহস্পতিবার কংগ্রেস সদর কার্যালয়ে এনএসইউআইএর প্রতিষ্ঠা দিবস পালিত হয়। ছবি- নিজস্ব।

অজান্তে করোনা আক্রান্তের চিকিৎসা করায় কোয়ারান্টিনে এইমসের ৩০ জন স্বাস্থ্যকর্মী

নয়াদিল্লি, ৯ এপ্রিল (হি.স.) : অজান্তে করোনা আক্রান্তের চিকিৎসা করে সংক্রমিত হওয়ার আশঙ্কা দিল্লির অল ইন্ডিয়া ইনস্টিটিউট অফ মেডিকেল কলেজ (এইমস)-এর চিকিৎসক ও স্বাস্থ্যকর্মীদের মধ্যে। সতর্কতামূলক ব্যবস্থা হিসাবে অন্তত ৩০ জন স্বাস্থ্যকর্মীকে কোয়ারান্টিনে পাঠানো হয়েছে।কোয়ারান্টিনে থাকা স্বাস্থ্যকর্মীদের লালারসের নমুনা পরীক্ষার জন্য পাঠানো হয়েছে।

এইমস সূত্রে খবর, হৃদযন্ত্র ও স্নায়ুর সমস্যা নিয়ে ৭২ বছরের এক রোগী এইমসের কার্ডিও-নিউরো সেটারে ভর্তি হয়েছিলেন। কয়েকদিন পরে ওই রোগীর তীব্র শ্বাসকষ্ট শুরু হয়। পরীক্ষা করে দেখা যায় তিনি করোনা পজিটিভ।

কোচবিহারে জ্বর, শ্বাসকষ্ট নিয়ে মৃত নাবালিকার করোনা রিপোর্ট নেগেটিভ

কোচবিহার, ৯ এপ্রিল (হি. স.) : জ্বর, শ্বাসকষ্ট সহ করোনার উপসর্গ নিয়ে কোচবিহার সরকারি মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালে মারা যাওয়া নাবালিকার করোনার রিপোর্ট নেগেটিভ এসেছে। অর্থাৎ সে করোনায় আক্রান্ত হয়নি। বুধবার তার লালারসের নমুনা শিলিগুড়িতে পাঠানো হয়। বৃহস্পতিবার সকালে জেলাশাসক জানান, তার রিপোর্ট নেগেটিভ। এদিন জেলাশাসক পবন কাদিয়ান জানান, ওই নাবালিকার মৃত্যুর পর তার লালারসের নমুনা পরীক্ষার জন্য শিলিগুড়িতে পাঠানো হয়েছিল।

সেই রিপোর্ট নেগেটিভ এসেছে। এই নিয়ে কোচবিহার জেলায় ৬ জনের করোনার পরীক্ষা করা হল। প্রত্যেকেরই রিপোর্ট নেগেটিভ এসেছে। প্রসঙ্গত, গত মঙ্গলবার কোচবিহারের আঠারোকোঠা কালপানি এলাকার ৭ বছর বয়সী এক নাবালিকাকে তার এক আত্মীয় কোচবিহার মেডিকেলে নিয়ে আসে। তারা হাসপাতালকে জানায়, প্রায় দশদিন থেকে জ্বর ছিল নাবালিকাটির। প্রথমে তারা এলাকায় গ্রামীণ এলাকার চিকিৎসকে দেখানোর পাশাপাশি ঝাড়ফুঁক করান। কিন্তু জ্বর কমেনি। মঙ্গলবার সকাল থেকে নাবালিকার প্রবল শ্বাসকষ্ট দেখা দেওয়ায় নিশিগঞ্জ প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্রে নিয়ে গেলে সেখান থেকে তাকে কোচবিহার মেডিকেলে রেফার করা হয়। সেখানকার জরুরি বিভাগে কর্তব্যরত চিকিৎসকরা তার পরীক্ষা চালানোর মাঝেই সে মারা যায়। যেহেতু তার মধ্যে করোনার উপসর্গ ছিল তাই তার দেহ মেডিকেলে পৃথক করে রাখা হয়েছে। বুধবার তার লালারসের নমুনা শিলিগুড়িতে পাঠানো হয়। বৃহস্পতিবার সকালে জেলাশাসক জানান, তার রিপোর্ট নেগেটিভ।

"লকডাউনে থেমে গিয়েছে বাঙালি-খাসিয়া দ্বৈরথ" : তথাগত রায়

কলকাতা, ৯ এপ্রিল (হি.স.): বাড়ি ফিরেই নোটবই খুলল অমিত রায়। নোটবইয়ের পাতায় খসখস করে লিখল"পথ আজ হঠাৎ এ কী পাগলামি করলে! দু"জনকে দু"-জায়গা থেকে ছিঁড়ে এনে আজ থেকে হয়তো এক রাস্তায় চালান করে দিলে।" শিলংয়ের পাহাড় শুনলেই মনে ভেসে ওঠে শেষের কবিতার এই সব কথা। জানেন কি, যেখানে পথের চড়াই-উৎরাই মাঝে মাঝে পাগলামি করে, পথের কোথাও কোথাও পাকদণ্ডী দেখলে গা শিউরে ওঠে, অমিত-লাবন্যর সেই শিলংয়ের পাহাড়ি এলাকায় স্থানীয় খাসিয়া উপজাতিদের দৌরাত্ম্যের জন্য ক'দিন আগে বাঙালিরা চরম সঙ্কটে পড়েছিলেন? মেঘালয়ের রাজ্যপাল তথাগত রায় 'হিন্দুস্থান সমাচার'-কে বললেন, "বুঝতেই পারছ, ভোটের রাজনীতি। আমি রাজ্যপাল হিসাবে সরকারকে এ ব্যাপারে কড়া হাতে হাল ধরার নির্দেশ দিয়েছিলাম। এই লকডাউনে এখন সমস্যাটা দূর হয়েছে।'

সেন্ট লরেন্স হাই স্কুল, শিবপুর বিই কলেজ, কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের (আইন) প্রাক্তনী তথাগত বাবু দুটি বিশ্ববিদ্যালয় থেকে সাম্মানিক ডক্টরেট উপাধি পেয়েছেন। পেয়েছিলেন জেবিএনএসটিএস বৃত্তি। যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যাপনা করেছেন ২০ বছর। ইন্ডিয়ান ইঞ্জিনিয়ারিং সার্ভিসেস পরীক্ষার অন্যতম স্থানাধিকারী হয়ে ১৯৬৬ থেকে চাকরি করেন রেলের বিভিন্ন মর্যাদার পদে। তাঁর লেখা কিছু বই সমাদৃত হয়েছে পাঠকমহলে। ২০১৫-তে ত্রিপুরার রাজ্যপাল এবং ২০১৮-তে মেঘালয়ের রাজ্যপাল হন তথাগতবাবু। তিনি জানালেন, "আগের মতই প্রায় চার কিলোমিটার রোজ সকালে হাঁটি। লকডাউনে বাড়ির কাজের লোক না আসা বা খাদ্যসঙ্কটের সমস্যাটা আমাকে স্পর্শ করেনি। শিলংয়ের রাজভবনে প্রচুর লোক লস্কর। তবে, কিছু পরিবর্তন তো হয়েছেই।'

লকডাউনের আগে পাঁচ-ছ'টা দৈনিক আসত। এখন আসছে দুটি। তাও একটু পাতলা হয়ে গিয়েছে। এমনিতে প্রতিদিন দু-একটা করে অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করতে যেতে হত। দিল্লা-কলকাতা বা অন্যত্র যেতে হত। এখন সে সব করতে হচ্ছে না। সাক্ষাৎপ্রার্থীরা আসছেন না। সুতরাং বাড়তি কিছু সময় পাচ্ছি। বরাবরই পড়ি। এখন আরও বেশি পড়ছি। সৈয়দ মুজতবা আলীর 'মুসাফির', ভারতীয় রাজনীতি নিয়ে ক্রিস্টফ জাফলোর গবেষণামূলক বই এগুলি পড়ছি। আত্মজীবনী লিখছি। "এই সঙ্গে আছে গান শোনা।" কী ধরণের গান বেশি পছন্দ করেন?

বিভিন্ন দিক থেকেই ভুল বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা, ফের তোপ দাগলেন ডোনাল্ড ট্রাম্প

ওয়াশিংটন, ৯ এপ্রিল (হি.স.): বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা (হু)-র বিরুদ্ধে ফের তোপ দাগলেন আমেরিকার প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প। এবার হু-এর বিরুদ্ধে ক্ষোভ উগড়ে দিয়ে ট্রাম্প বলেছেন, বিভিন্ন দিক থেকেই ভুল বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা। বুধবার হোয়াইট হাউসে সাংবাদিক সম্মেলনে মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প বলেছেন, "গত ১৪ জানুয়ারি বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা বিবৃতি দিয়েছিল, এই ভাইরাস মানুষ থেকে মানুষে ছড়ায় না, কিন্তু এই ভাইরাস মানুষ থেকে মানুষেই ছড়ায়। আমি যখন বলেছিলাম, চিন থেকে আসা বিমানগুলিকে আমরা বন্ধ করতে চলেছি, তখন তাঁরা আমার তীব্র নিন্দা করেছিল। বিভিন্ন দিক থেকে, তাঁরা ভুল ছিল।" ট্রাম্প আরও বলেছেন, "সুতরাং আমরা একটি গবেষণা, একটি তদন্ত করতে যাচ্ছি এবং আমরা কী করতে যাচ্ছি, সে বিষয়ে স্থির সঙ্কল্প নিচ্ছি।"

দ্রুত বাড়ছে সংক্রমণ! পঞ্জাবে মৃত্যু করোনা-সংক্রমিত পৌঢ়ের

চণ্ডীগড়, ৯ এপ্রিল (হি.স.): পঞ্জাবের রূপনগর জেলার মোরিন্দা শহরে কোভিড-১৯ নভেল করোনাভাইরাসে সংক্রমিত হয়ে প্রাণ হারালেন বছর ৫৫-র একজন পৌঢ়। মোরিন্দা শহরের ছাতামালি গ্রামের বাসিন্দা করোনা-আক্রান্ত ওই পৌঢ় বুধবার প্রাণ হারিয়েছেন। ৫৫ বছর বয়সী ওই পৌঢ়ের মৃত্যুর পর পঞ্জাবে করোনায় মৃতের সংখ্যা বেড়ে হল ৮।

পঞ্জাবের মুখ্য সচিব করণ বীর সিং সিধু জানিয়েছেন, বুধবার মৃত্যু হয়েছে করোনা-সংক্রমিত ৫৫ বছর বয়সী রোগীর। ওই পৌঢ় মোরিন্দা শহরের ছাতামালি গ্রামের বাসিন্দা। পঞ্জাবে দ্রুত গতিতে ছড়াচ্ছে কোভিড-১৯ ভাইরাস। পঞ্জাবে ইতিমধ্যেই মারণ এই ভাইরাসে আক্রান্ত ১০৬ জন।

বাড়ছে উদ্বেগ জম্মুতে মৃত্যু করোনা-আক্রান্ত বৃদ্ধার

জম্মু, ৯ এপ্রিল (হি.স.): জম্মু-কাশ্মীরে মারণ করোনাভাইরাসে ফের মৃত্যু। এবার জম্মু গভর্নমেন্ট মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতালে প্রাণ হারালেন কোভিড-১৯ সংক্রমিত একজন বৃদ্ধা। ওই বৃদ্ধার বয়স ৬১ বছর। তাঁর বাড়ি জম্মু-কাশ্মীরের উধমপুরে। করোনা-আক্রান্ত ওই বৃদ্ধা জম্মু গভর্নমেন্ট মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতালে চিকিৎসাধীন ছিলেন। **ছয়ের পাতায় দেখুন**

মুখ্যমন্ত্রীর ত্রাণ তহবিলে দান অব্যাহত

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৯ এপ্রিল ।। রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীর ত্রাণ তহবিলে দান অব্যাহত রয়েছে। বৃহস্পতিবার উপমুখ্যমন্ত্রী যীষ্ণু দেববর্মার হাতে মুখ্যমন্ত্রীর ত্রাণ তহবিলে দানের উদ্দেশ্যে ৩৫ হাজার টাকা চেক তুলে দিয়েছেন আগরতলা প্লাস্টিক প্রাইভেট লিমিটেডের কর্ণধার অসিত সাহা। এই সঙ্কটময় মুহূর্তের মানুষের সেবায় নিয়োজিত হতেই তিনি মুখ্যমন্ত্রীর ত্রাণ তহবিলে অর্থ তুলে দিয়েছেন বলে জানান। মুখ্যমন্ত্রীর ত্রাণ তহবিলের উদ্দেশ্যে তুলে দেওয়া ৩৫ হাজার টাকার চেক গ্রহণ করে উপমুখ্যমন্ত্রী যীষ্ণু দেববর্মা বলেন, এই সঙ্কটময় মুহূর্তে প্রত্যেককেই গরিব অংশের মানুষের পাশে দাঁড়ানোর প্রয়োজন।

তিনি বলেন, ত্রিপুরার মানুষের মন খুবই বড়। এই রাজ্যের মানুষ হৃদয়বান। মানুষের পাশে দাঁড়ানো ত্রিপুরার ঐতিহ্য। অতীত কাল থেকে এই রীতিনীতি চলে আসছে। সমাজের সকল অংশের মানুষকে এই সঙ্কট কালে গরিব দুখিদের পাশে দাঁড়াতে আহ্বান জানিয়েছেন উপমুখ্যমন্ত্রী। তিনি বলেন, সরকারের একার পক্ষে এই কঠিন পরিস্থিতির মোকাবিলা করা কষ্টকর। যে কোন ধরনের প্রাকৃতিক বিপর্যয়, মহামারী ইত্যাদি মোকাবিলা করতে সরকারের পাশাপাশি সাধারণ জনগণকেও সাধ্যমতো সাহায্যের হাত সম্প্রসারিত করতে হয় সকলের প্রচেষ্টাতেই উত্তোলনের পথ খুঁজে পাওয়া সম্ভব। সে কারণেই সকলকে এগিয়ে আসার আহ্বান জানিয়েছেন তিনি।

সকলে এগিয়ে আসলেই সমাজ সুরক্ষিত থাকবে বলেও তিনি অভিমত ব্যক্ত করেন। করোনা ভাইরাস সংক্রমণের হাত থেকে রক্ষা পেতে সকলকে গৃহবন্দি থাকতে এবং জরুরি প্রয়োজন ছাড়া ঘর থেকে না বের হতে উপমুখ্যমন্ত্রী আহ্বান জানিয়েছেন। তিনি বলেন, সামাজিক দূরত্ব বজায় রেখে চললেই এই ভয়ঙ্কর পরিস্থিতি মোকাবিলা করা সম্ভব।

লকডাউন : শ্বশুরবাড়িতে আটকে পড়েছেন স্ত্রী, উত্তর প্রদেশে আত্মঘাতী স্বামী

গোন্ডা (উত্তর প্রদেশ), ৯ এপ্রিল (হি.স.): করোনাভাইরাসের প্রকোপ রুখতে দেশজুড়ে লাগু রয়েছে লকডাউন। লকডাউনের কারণে গৃহবন্দি ১৩০ কোটি দেশবাসী। বন্ধ ট্রেন চলাচল। বাড়ি থেকে বেরোলেই জুটছে পুলিশের লাঠি ও শাস্তি। লকডাউনের কারণেই উত্তর প্রদেশের গোন্ডা জেলায় মর্মান্তিক মৃত্যু হল বছর ৩২-এর একজন যুবকের। লকডাউনের কারণে শ্বশুরবাড়িতে আটকে রয়েছেন স্ত্রী, স্ত্রীকে কাছে না পেয়ে যথেষ্ট চিন্তায় ছিলেন রাকেশ সোনি নামে ওই যুবক। মানসিক অবসাদের কারণে গলায় ফাঁস দিয়ে আত্মঘাতী হলেন রাকেশ সোনি। বুধবার মর্মান্তিক ঘটনাটি ঘটেছে রাধা কুন্দ এলাকায়।

বৃহস্পতিবার পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রের খবর, লকডাউন ঘোষণার আগে বাপের বাড়িতে গিয়েছিলেন রাকেশের স্ত্রী। লকডাউন ঘোষণা হওয়ায় বাপের বাড়িতেই আটকে পড়েন রাকেশের স্ত্রী। স্ত্রীকে দেখতে না পেয়ে মানসিক অবসাদে ভুগছিলেন রাকেশ। বুধবার চরম সিদ্ধান্ত নিতে বাধ্য হন রাকেশ, গলায় ফাঁস দিয়ে আত্মঘাতী হন তিনি।

কঠিন সময়ই বন্ধুদের কাছে নিয়ে আসে, সহমত প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প : প্রধানমন্ত্রী

নয়াদিল্লি, ৯ এপ্রিল (হি.স.): মারণ করোনাভাইরাসের বিরুদ্ধে লড়াই চালাচ্ছে সমগ্র বিশ্ব। মানবতা এখন সঙ্কটের মুখে। প্রতিদিনই লাফিয়ে লাফিয়ে বাড়ছে সংক্রমণ ও মৃত্যু। হাইড্রক্সিক্লোরোকুইন নিয়ে সিদ্ধান্তের জন্য প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর প্রতি কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করে মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প করেছিলেন, "এই সময়ে বন্ধুদের মধ্যে আরও ঘনিষ্ঠ সহযোগিতা প্রয়োজন। হাইড্রক্সিক্লোরোকুইন নিয়ে সিদ্ধান্তের জন্য ভারত, ভারতবাসীকে ধন্যবাদ। কখনই ভুলব না!"

ডোনাল্ড ট্রাম্পের টুইটের জবাবে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী টুইট করে লিখেছেন, "প্রেসিডেন্ট ট্রাম্প আমি আপনার সঙ্গে সহমত। এই সময়ই বন্ধুদের আরও কাছে নিয়ে আসে। ভারত-আমেরিকা পার্টনারশিপ আগের চেয়ে আরও শক্তিশালী। কোভিড-১৯-এর বিরুদ্ধে মানবতার লড়াইয়ে ভারত যথাসম্ভব চেষ্টা করবে। আমরা একসঙ্গে এই লড়াই জিতব।"

প্রসঙ্গত, ভারতীয় সময় অনুযায়ী বুধবার গভীর রাতে টুইট করে ট্রাম্প লেখেন, এই সময়ে বন্ধুদের মধ্যে আরও ঘনিষ্ঠ সহযোগিতা প্রয়োজন। হাইড্রক্সিক্লোরোকুইন নিয়ে সিদ্ধান্তের জন্য ভারত, ভারতবাসীকে ধন্যবাদ। কখনই ভুলব না! প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর প্রতি কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করে ট্রাম্প টুইটারে লিখেছেন, "এই লড়াইয়ে শুধুমাত্র ভারত নয়, মানবতার স্বার্থে আপনার দৃঢ় নেতৃত্বের জন্য ধন্যবাদ প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী।"

কোভিড-১৯ : রাজস্থানে সংক্রমিত আরও ৩০ জন, আক্রান্ত বেড়ে ৪১৩

জয়পুর, ৯ এপ্রিল (হি.স.): করোনাভাইরাসের সংক্রমণ থামছেই না, বরং আরও বাড়ছে ভারতে। এক ধাক্কায় মরুরাজ্য রাজস্থানে করোনায় আক্রান্ত হয়েছেন আরও ৩০ জন। নতুন করে ৩০ জন সংক্রমিত হওয়ার পর রাজস্থানে করোনায় আক্রান্তের সংখ্যা ৪১৩-এ পৌঁছেছে।

বৃহস্পতিবার অতিরিক্ত মুখ্য সচিব রোহিত কুমার সিং জানিয়েছেন, রাজস্থানেরর সাতটি জেলায় নতুন করে করোনাভাইরাসে আক্রান্ত হয়েছেন ৩০ জন। সবমিলিয়ে রাজস্থানে করোনা-আক্রান্তের সংখ্যা বেড়ে হল ৪১৩। ঝালাওয়ার, টোঙ্ক এবং ঝুনঝুনু জেলায় ৭ জন করে সংক্রমিত হয়েছেন, জয়সলমের-এ ৫ জন, বান্সওয়ারায় দু"জন এবং বারমের ও যোধপুরে একজন করে আক্রান্ত।

ঝাড়খণ্ডে করোনায় প্রথম মৃত্যু, মৃত বোকারোর বছর ৭৫-এর রোগীর

রাঁচি, ৯ এপ্রিল (হি.স.): এবার ঝাড়খণ্ডে দ্রুত থাবা বসাচ্ছে কোভিড-১৯ ভাইরাস। করোনাভাইরাসে প্রথম মৃত্যু হল ঝাড়খণ্ডে। বৃহস্পতিবার সকালে মৃত্যু হয়েছে বোকারোর বাসিন্দা বছর ৭৫-এর একজন রোগীর। ডেপুটি কমিশনার (বোকারো) মুকেশ কুমার জানিয়েছেন, ঝাড়খণ্ডে করোনায় প্রথম মৃত্যু হয়েছে বৃহস্পতিবার সকালে।

ঝাড়খণ্ডে দ্রুত বাড়ছে সংক্রমণ। বুধবার রাত পর্যন্ত ঝাড়খণ্ডে করোনা-আক্রান্তের সংখ্যা ছিল মাত্র ৪, রাতারাতি আক্রান্তের সংখ্যা ১৩-তে পৌঁছে গিয়েছে। বৃহস্পতিবার সকালে ঝাড়খণ্ডের স্বাস্থ্য সচিব নীতিন মদন কুলকার্নি জানিয়েছেন, ঝাড়খণ্ডে নতুন করে করোনাভাইরাসে আক্রান্ত হয়েছেন ৯ জন। ৯ জনের মধ্যে রাঁচিতে করোনায় আক্রান্ত হয়েছেন ৫ জন এবং বোকারোতে সংক্রমিত ৪ জন। করোনা-আক্রান্তদের সংস্পর্শে এসেই প্রত্যেককে আক্রান্ত হয়েছেন বলে মনে করা হচ্ছে। সবমিলিয়ে ঝাড়খণ্ডে করোনা-আক্রান্তের সংখ্যা বেড়ে হল ১৩।

বাংলাদেশে করোনা নতুন করে আক্রান্ত ১১২, মোট আক্রান্ত ৩৩০জন

ঢাকা, ৯ এপ্রিল (হি.স.) : বাংলাদেশে বাড়ছে করোনা আক্রান্তের সংখ্যা। গত ২৪ ঘণ্টায় আর নতুন করে আক্রান্ত হয়েছেন ১১২ জন। মোট আক্রান্ত হয়েছেন ৩৩০জন। পাশাপাশি ২৪ ঘণ্টায় আরও একজনের মৃত্যু হয়েছে। এই নিয়ে সেদেশে মৃত্যুর সংখ্যা দাঁড়িয়েছে ২১ জনে। বৃহস্পতিবার এই তথ্য দিয়েছেন বাংলাদেশের স্বাস্থ্যমন্ত্রী জাহিদ মালিক। বাংলাদেশ সরকারের রোগতত্ত্ব, রোগ নিয়ন্ত্রণ ও গবেষণা প্রতিষ্ঠানের (আইইডিসিআর) পরিচালক অধ্যাপক ডা. মীরজাদী সেব্রিনা ফ্লোরা বলেন, নতুন করে আক্রান্ত হওয়া ১১২ জনের মধ্যে পুরুষ ৭০ জন, নারী ৪২ জন। তিনি বলেন, ১১২ জনের মধ্যে ৬২ জন ঢাকা শহরের বিভিন্ন এলাকার। বাকিরা সবাই ঢাকার বাইরের। এরমধ্যে নারায়ণগঞ্জে রয়েছে ১৩ জন। তিনি জানান, গত ২৪ ঘণ্টায় ১ জনের মৃত্যু হয়েছে। মৃত ব্যক্তি ঢাকার বাসিন্দা। তিনি পুরুষ, তার বয়স ৬০ বছরের অধিক।

ভারতে কোভিড-১৯ ভাইরাসে সংক্রমিত বেড়ে ৫,৭৩৪, মৃত্যু ১৬৬ জনের: স্বাস্থ্য মন্ত্রক

নয়াদিল্লি, ৯ এপ্রিল (হি.স.): ভারতে করোনাভাইরাসে মৃত্যু ও আক্রান্তের সংখ্যা বেড়েই চলেছে। বৃহস্পতিবার ফের বাড়ল সংক্রমণ ও মৃত্যুর সংখ্যা। বৃহস্পতিবার (৯ এপ্রিল) সকাল ন'টা পর্যন্ত ভারতে কোভিড-১৯ ভাইরাসে আক্রান্ত হয়েছেন মোট ৫,৭৩৪ জন। শুধুমাত্র বিগত ২৪ ঘন্টাতেই আক্রান্ত হয়েছেন ৫৪০ জন এবং মৃত্যু হয়েছে ১৭ জনের। বৃহস্পতিবার কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রকের রিপোর্ট অনুযায়ী, সকাল ন'টা পর্যন্ত ভারতে আক্রান্তের সংখ্যা ৫,৭৩৪ জন। এখনও পর্যন্ত গোটা দেশে মৃতের সংখ্যা বেড়ে হয়েছে ১৬৬। তবে আশার কথা, এর মধ্যেই চিকিৎসায় সুস্থ হয়ে উঠেছেন ৪৭৩ জন।

কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রক জানিয়েছে, ১৬৬ জনের মধ্যে অন্ধ্রপ্রদেশে ৪ জনের মৃত্যু হয়েছে, বিহারে একজনের, দিল্লিতে ৯ জনের, গুজরাটে ১৬ জনের, হিমাচল প্রদেশে একজনের, হরিয়ানায় ৩ জনের, জম্মু-কাশ্মীরে ৪ জনের, কর্ণাটকে ৫ জন প্রাণ হারিয়েছেন, কেরলে দু"জন, মধ্যপ্রদেশে ১৩ জন, মহারাষ্ট্রে ৭২ জনের মৃত্যু হয়েছে, ওড়িশায় একজনের, পঞ্জাবে ৮ জন, রাজস্থানে ৩ জনের, তামিলনাড়ুতে ৮ জন, তেলেঙ্গানায় ৭ জন, উত্তর প্রদেশে ৪ জন এবং পশ্চিমবঙ্গে ৫ জন প্রাণ হারিয়েছেন।

এখনও সর্বাধিক আক্রান্ত মহারাষ্ট্রেই, তারপরই তামিলনাড়ু। মহারাষ্ট্রে আক্রান্তের সংখ্যা ১১৩৫, তামিলনাড়ুতে ৭৩৮, দিল্লিতে ৬৬৯, কেরলে ৩৪৫, কর্ণাটকে সংক্রমিত ১৮১ জন। অন্ধ্রপ্রদেশে ৩৪৮ জন, আন্দামান ও নিকোবর দ্বীপপুঞ্জে ১১ জন, অরুণাচল প্রদেশে একজন, অসমে ২৮ জন, বিহারে ৩৮ জন, চন্ডীগড়ে ১৮ জন, ছত্তিশগড়ে ১০ জন, গোয়ায় ৭ জন, গুজরাটে ১৭৯ জন, হরিয়ানায় ১৪৭ জন, হিমাচল প্রদেশে ১৮ জন জম্মু-কাশ্মীরে ১৫৮ জন, ঝাড়খণ্ডে ৪ জন, লাদাখে ১৪ জন, মধ্যপ্রদেশে ২২৯ জন, মণিপুরে দু"জন, মিজোরামে একজন, ওড়িশায় ৪২ জন, পুদুচেরিতে ৫ জন, পঞ্জাবে ১০১ জন, রাজস্থানে ৩৮১ জন, তেলেঙ্গানায় ৪২৭ জন, ত্রিপুরায় একজন, উত্তরাখণ্ডে ৩৩ জন, উত্তর প্রদেশে ৩৬১ এবং পশ্চিমবঙ্গে ১০৩ জন।

কোভিড-১৯'র বর্তমান পরিস্থিতি নিয়ে কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্যমন্ত্রী বৃহস্পতিবার নয়াদিল্লিতে মন্ত্রিগোষ্ঠীর বৈঠকে পর্যালোচনা করেছেন। ছবি-পিআইবি।

স্বত্বাধিকারী পরিতোষ বিশ্বাস কর্তৃক রেন্‌বো প্রিন্টিং ওয়ার্কস আগরতলা থেকে মুদ্রিত ও জাগরণ কার্যালয় এল এন বাড়ী লেইন, আগরতলা ত্রিপুরা থেকে প্রকাশিত। সম্পাদক-পরিতোষ বিশ্বাস।